আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব

ও

পরমারাধ্যা

মাতৃদেবীকে

মন্দিরের কথা

উৎসর্গ করিলাম।

গুরুদাস

মন্দিরের কথা

প্রথম খণ্ড

পুরীর কথা ... ১—২১৮ পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় খণ্ড

কোনারকের কথা ১—১৬৪ পৃষ্ঠা

তৃতীয় খণ্ড

ভুবনেশ্বরের কথা ১—১৫৮ পৃষ্ঠা

ভূমিকা

'মন্দিরের কথা'র একটা পাকা রকম ভূমিকা দিতে হলে সন্ তারিখ ইত্যাদি নিয়ে মন্দিরের যে সব পুরাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব, সে গুলোতে যতটা পাকা হওয়া দরকার আমি তা মোটেই নই; কাজেই মন্দিরের কথা যত বড় তার উপযুক্ত ভূমিকা দেওয়া আমার পক্ষে এক রকম অসম্ভব হলেও বন্ধুত্বের খাতিরে যদি দুটো কথা বলি তো ক্ষতি নেই।

এ মন্দিরটা এত দিনের, ওটা অমুক রাজা অমুক সনে অমুক যুদ্ধের পরে ভেঙেছিলেন বা স্থাপন করেছিলেন, শুধু এই সব জানলেই মন্দিরের সব কথা জানা হল না। এ দেশের প্রাচীন মন্দিরের শিল্পীদের নাম শিলালিপিতেও নেই তাম্রশাসনেও নেই। যারা গড়লে তাদের নাম পর্য্যন্ত রইল না, রইলো কেবল তাদের, যারা মন্দির গড়ালে এবং ভাংলেও! মন্দিরের কথা কোন দিন সম্পূর্ণ হবে না, যত দিন না রীতিমত সন্ধান করে কারা গড়লে তাদের একটা উদ্দেশ পাবার আমরা চেষ্টা করি। এ কথা একেবারে ঠিক যে ইন্দ্রসভা থেকে বিশ্বকর্ম্মা এসে এদেশের একটিও মন্দির গড়েনি, ব্রহ্মাও এসে দেবতা প্রতিষ্ঠিত করে যান্‌নি, যা কিছু করেছে এই দেশের মানুষেই করেছে। সেই সব মানুষের মত মানুষ, যাদের নাম নেই কিন্তু কাজগুলো রয়ে গেছে, তারা পাষাণের অক্ষরে লিখে কি কথা বলতে চেয়েছিল, মন্দিরগুলোর ইতি-কথার সঙ্গে সঙ্গে সে কথাটাও জুড়ে দেখলে তবেই সব দিকে পুরোপুরি হয়ে উঠবে। মানুষটির

তৃতীয় খণ্ড।

ভুবনেশ্বরের কথা।

THREE TEMPLES.

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীগুরুদাস সরকার, এম্ এ, বি সি এস্,
বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ভূতপূর্ব্ব স্কলার ও ফেলো

কলিকাতা
বাটারওয়ার্থ এণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড্

CALCUTTA :
BUTTERWORTH & CO. (INDIA), LTD., 6, HASTINGS ST.

WINNIPEG :
BUTTERWORTH & Co. (Canada), Ltd.

SYDNEY .
BUTTERWORTH & Co (Australia), Ltd.

LONDON :
BUTTERWORTH & CO., BELL YARD, TEMPLE BAR.

Law Publishers.

1921.

আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব

ও

পরমারাধ্যা

মাতৃদেবীকে

মন্দিরের কথা

উৎসর্গ করিলাম।

গুরুদাস

চিত্র-সূচী।

চিত্র			পত্রাঙ্ক
১।	ভুবনেশ্বরের মন্দির	...	৪
২।	ভুবনেশ্বরের মানচিত্র	...	৬
৩।	লিঙ্গরাজমন্দিরগাত্রস্থ ইন্দ্রমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ	...	৮
৪।	লিঙ্গরাজমন্দিরের ইন্দ্রমূর্ত্তি (পার্শ্বদৃশ্য)	...	৮
৫।	পুরীমন্দিরের জননী ও শিশুর মূর্ত্তি	...	১০
৬।	কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত স্ত্রীমূর্ত্তি-চতুষ্টয়	...	১২
৭।	লিঙ্গরাজমন্দিরে বাস্তোত্তম ও লাস্যলীলার চিত্র	...	১৪
৮।	লিঙ্গরাজমন্দিরের শিখরগাত্রস্থ একটি ক্ষোদিত গার্হস্থ্য চিত্র	...	১৪
৯।	লিঙ্গরাজমন্দিরগাত্রস্থ ক্ষোদিত চিত্র (গার্হস্থ্য চিত্রের উপরিভাগে নৌকাকৃতি বিমান)	...	১৬
১০।	লিঙ্গরাজমন্দির-গাত্রস্থ সাধু বা ধর্ম্মোপদেশকের মূর্ত্তি	...	১৮
১১।	রেখাদেউলের ভিত্তির নক্সা	...	১৮
১২।	মন্দিরের রেখা অথবা শিখরাংশের সম্পূর্ণ চিত্র	...	২০

	চিত্র	পত্রাঙ্ক
১৩।	শিখরদেশের অর্দ্ধ নক্সা … …	২২
১৪।	রথের বংশনির্ম্মিত বস্ত্রাবৃত বেষ্টনী হইতে মন্দিরশিখরের উদ্বর্ত্তন …	২৪
১৫।	তারাকৃতি ভিত্তিযুক্ত বেলুর মন্দির …	২৬
১৬।	পীড়দেউলের ভিত্তির অর্দ্ধ নক্সা …	২৬
১৭।	পীড়দেউলের নক্সা … …	২৮
১৮।	লিঙ্গরাজমন্দিরের উত্তর পার্শ্ব হইতে রেখা ও জগমোহন …	৩০
১৯।	মুক্তেশ্বরমন্দিরের জগমোহনসংলগ্ন নাগিনী-মূর্ত্তি-সম্বলিত ক্ষোদিত স্তম্ভ …	৩২
২০।	লিঙ্গরাজমন্দিরের বহিঃপ্রাচীর …	৩৪
২১।	ভগবতীমন্দির-গাত্রস্থ কোট্ অফ্ আর্ম্স্ সদৃশ অলঙ্কার …	৩৬
২২।	ভো বা কোট্ অফ্ আর্ম্স্ সদৃশ অলঙ্কারের নিম্নে কীর্ত্তিমুখ …	৩৬
২৩।	ভুবনেশ্বরমন্দিরের ভগবতীমূর্ত্তি …	৫২
২৪।	ভগবতীমন্দিরের একটি খাঁজ বা কোলঙ্গা …	৬০
২৫।	লিঙ্গরাজমন্দিরের খাঁজে অবস্থিত দণ্ডায়মান গণেশমূর্ত্তি …	৬২
২৬।	স্কন্দ অথবা কার্ত্তিকেয় … …	৬২
২৭।	বিন্দুসাগর… …	৭৮
২৮।	বিন্দুসাগরমধ্যস্থ দ্বীপ … …	৭৮

চিত্র		পত্রাঙ্ক
২৯।	অনন্তবাসুদেব-মন্দিরের শিখরদেশ (দক্ষিণপশ্চিম হইতে) …	৮৪
৩০।	অনন্তবাসুদেব মন্দির … …	৮৬
৩১।	অনন্তবাসুদেব-মন্দির (দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে) …	৮৮
৩২।	অনন্তবাসুদেব-মন্দিরের শিখরগাত্রে ভাস্কর্য্য ও ক্ষোদিত চিত্র …	৯০
৩৩।	অনন্তবাসুদেব-মন্দিরের জগমোহন অংশে ভাস্কর্য্যনিদর্শন …	৯২
৩৪।	অনন্তবাসুদেব-মন্দিরের নক্সা …	৯৪
৩৫।	বৈতাল দেউলের নর্ত্তকীমূর্ত্তি …	১১৪
৩৬।	দক্ষিণীভাস্করনির্ম্মিত রজতময় গণেশমূর্ত্তি …	১১৪
৩৭।	তরু ও তরুণী … …	১২২
৩৮।	ভুবনেশ্বরের মন্দিরগাত্রস্থ খাঁজে অবস্থিত তরু ও তরুণীমূর্ত্তি …	১২৪
৩৯।	ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত তরু ও তরুণীমূর্ত্তি …	১২৪
৪০।	ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত দর্পণধারিণীমূর্ত্তি ও মাতৃমূর্ত্তি	১২৬
৪১।	মথুরা-ভাস্কর্য্যের স্ত্রীমূর্ত্তি … …	১২৮
৪২।	মথুরা-ভাস্কর্য্যের কয়েকটি একক স্ত্রীমূর্ত্তি …	১২৮
৪৩।	ভুবনেশ্বরের মন্দিরগাত্রস্থ 'অলস-নায়িকা' ও অন্যান্য স্ত্রীমূর্ত্তি …	১৩০
৪৪।	লিঙ্গরাজমন্দির-গাত্রে অবস্থিত যোদ্ধা ও তাহার প্রণয়িনীর মূর্ত্তি …	১৩২

	চিত্র		পত্রাঙ্ক
৪৫।	কালিগুহায় প্রাপ্ত যুগলমূর্ত্তি	...	১৩২
৪৬।	লতা-আবর্ত্তনের মধ্যে জান্তব চিত্রাদি	...	১৩৪
৪৭।	লিঙ্গরাজমন্দিরের জগমোহনের কুড্যস্তম্ভ-গাত্রস্থ লতা-আবর্ত্তন	...	১৩৪
৪৮।	বড় দেউলের ক্ষোদিত পাদপীঠ	...	১৩৬
৪৯।	রাজারাণী-মন্দিরের বহির্গাত্রে বরবর্ণিনীগণের ক্ষোদিত মূর্ত্তি	...	১৩৬
৫০।	মুক্তেশ্বরমন্দিরের জগমোহনের দক্ষিণাংশে জালিকাটা জানালা ও লতামণ্ডন প্রভৃতির কারুকার্য্য	...	১৩৮
৫১।	চিত্রিত উড়িয়া পুঁথির প্রতিলিপি	...	১৪০

ভূমিকা

ভুবনেশ্বরের শৈবতীর্থ কতদিনের পুরাতন তাহা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে তবে পৌরাণিক প্রমাণ হইতে স্বতঃই অনুমিত হয় যে, কেশরীরাজগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই উৎকলের বারাণসী অপেক্ষা পুরুষোত্তম তীর্থই প্রাচীনতর। লিঙ্গরাজ দেব স্বয়ম্ভুব লিঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্বর্গীয় গোপীনাথ রাও দেখাইয়াছেন বামদেব শিবাচার্য্যের পুত্র ব্যাঘ্রপুরবাসী নিগমজ্ঞানদেব কর্ত্তৃক আনুমানিক চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে লিখিত 'জীর্ণোদ্ধার দশকম্' গ্রন্থের টীকায় যে অষ্টষষ্টি সংখ্যক স্বয়ম্ভু লিঙ্গের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে ৩০ সংখ্যক লিঙ্গটী 'একগ্রাম'স্থ 'কৃত্তিবাস' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গীয় রাও মহাশয়ের গ্রন্থে 'একগ্রাম' নামের পার্শ্বে সন্দেহ সূচক চিহ্ন দেখা যায়। সম্ভবতঃ 'একগ্রাম' 'একাম্রক' অথবা 'একাম্র' কাননেরই অপভ্রংশ। উড়িয়া পুরোহিতগণ অদ্যাবধি লিঙ্গরাজ দেবকে 'ক্রুত্তিবাস' নামেই অভিহিত করিয়া থাকে। পুরুষোত্তম দেবের রাজত্বকালের যে লিপি লিঙ্গরাজ মন্দিরে ক্ষোদিত আছে তাহাতেও 'কৃত্তিবাস কটক' এই নামটি পাওয়া যায়। স্বয়ম্ভু লিঙ্গগুলি হিন্দুদিগের বিশ্বাসমতে সৃষ্টির প্রথম হইতেই বিদ্যমান। কামিকাগমে লিখিত আছে যে, অগ্নি, বন্যহস্তী, জলপ্লাবন, কিম্বা 'তুলুষ্ক' (তুরুষ্ক) প্রভৃতি বিধর্ম্মী শত্রুর দ্বারা এই প্রকার লিঙ্গের কোনও অনিষ্ট সাধিত হইলেও উহার 'জীর্ণোদ্ধার' করিতে হয় না (১)। প্রবাদ আছে যে নদী, তীর্থ,

---

(১) G. N. Rao's Hind. Icon. Vol. II. Pt. I. p. 84.

দেবতা ও মহাপুরুষদের আদি খুঁজিতে নাই। ইহার কারণ সহজেই বুঝা যায়; খুঁজিতে গেলে যত্ন-পোষিত বিশ্বাসে আঘাত লাগে—ধর্ম্মের প্রতি আস্থা কমিয়া যয়। কিন্তু আজি-কালিকার দিনে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিবার উপায় নাই—বাহিরের অনুসন্ধিৎসা আপনা হইতেই আমাদের দুয়ারে আসিয়া করাঘাত করিতেছে, তাই মনে হয়, ঘরের কথা নিজেদেরই বুঝিবার চেষ্টা করিয়া দেখা ভাল। আমাদের সমাজে শিবপূজা প্রথা যে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহা সকলেই স্বীকার করেন। বঙ্গভাষায় এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা হয় নাই। অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার ১৯০৯ সালের বঙ্গদর্শনে শিবপূজা নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ১৩২৭ সালের আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যার প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দুইটি ধারাবাহিক নিবন্ধে শিব ঠাকুরের ঠিকুজী নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার নিম্নলিখিত অংশ হইতে শিবোপাসনার প্রাচীনতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত ও তদ্বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণাদির কথা অবগত হওয়া যায়। "ডাক্তার ইউজেন বুর্নুফ্ বলেন যে ৬০০ খৃষ্ট পূর্ব্বেও ভারতে শিবপূজা প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত গ্রীক পেরিপ্লাস নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে ভারতের দাক্ষিণাত্যে শিবপূজা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। মেগাস্থিনিস (৩০২ খ্রীষ্টাব্দে) দেখিয়া গিয়াছিলেন যে বৈদিক রুদ্র ও শাকদ্বীপী মগদের দেবতা শিব উভয়েই মিলিত হইয়া পূজিত হইতেছেন। চীন পরিব্রাজকেরাও শৈব ধর্ম্মের অভ্যুদয় দেখিয়া গিয়াছিলেন। পতঞ্জলি ও কাত্যায়নের সময় (১৫০ খ্রীষ্টাব্দে) পূর্ব্ব হইতে শিবের বিগ্রহ মানবাকারে

গঠিত হইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাদম্বরী, দশকুমার চরিত প্রভৃতি পুস্তকের শিবমূর্ত্তি মানবাকৃতি। হুয়েনস্যাং কাশীতে এক বিরাট মানবাকৃতি শিবমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন (৬ষ্ঠ শতাব্দী)। বরাহমিহিরের সময় (ষষ্ঠ শতাব্দী) পর্য্যন্ত শিবের সাকার উপাসনা প্রচলিত ছিল। সপ্তম শতাব্দী হইতে অনার্য্য লিঙ্গ-দেবতা শিবের বিগ্রহরূপে পূজিত হইতে আরম্ভ হয়।" (২)।

ভারতীয় সভ্যতা যে এসিয়ার পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে অনেক মাল মসলা সংগ্রহ করিয়াছে পণ্ডিত সমাজে এ মতবাদ আলোচিত হইয়াছে এবং হইতেছে। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক হার্বাট এ ষ্ট্রং এর মতাবলম্বনে সীরিয়া দেশের প্রাচীন অধিবাসী হেট্টাইটদিগের বৃষারোহী দেব ও সিংহবাহিনী দেবীর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন 'এই দেবদম্পতী আমাদিগের শিবদুর্গা পরিকল্পনার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।' (৩) সীরিয়ার প্রাচীন মুদ্রায় এই দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখা যায়। এই কুহেলিকাচ্ছন্ন প্রাচীনযুগে সীরিয়া ও ভারতের সহিত সভ্যতার কিরূপ আদান প্রদান ঘটিয়াছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ভারতের ঐতিহাসিক যুগে প্রাচীন মুদ্রার প্রমাণ হইতে দেখিতে পাই যে কুষণরাজ কণিষ্ক ও হুবিষ্কের মুদ্রায় অপর কয়েকটি দেবতার ন্যায় অহীশ অথবা মহেশের প্রতিকৃতিও মুদ্রিত হইত (৪)। হুবিষ্কের পরবর্ত্তী রাজা বাসুদেবের স্বুবর্ণমুদ্রাতেও মহাদেবের মূর্ত্তি দেখা যায় (৫)। খৃষ্টপূর্ব্ব যুগ হইতে শিবপূজা সুপ্রতিষ্ঠিত

---

(২) প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩২৭ শিবঠাকুরের ঠিকুজী, পৃঃ ১৫, ১৬।

(৩) প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২৭ পৃঃ ৫৫২ ও ৫৫৩ পৃষ্ঠায় চিত্র।

(৪) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত প্রাচীনমুদ্রা পৃঃ ৯১, ৯৪।

(৫) ঐ ঐ পৃঃ ৯৫।

না থাকিলে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে কুষণরাজগণ শিবমূর্ত্তি তাঁহাদিগের মুদ্রায় ব্যবহার করিতেন না। লিঙ্গপূজা যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রচলিত হইয়াছিল এ মতটি কিন্তু মোটেই গ্রহণ করিতে পারা যায় না। হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ক সুপ্রাচীন সাহিত্যেও লিঙ্গোপাসনার প্রমাণ পাওয়া যায়। ডাঃ সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর তাঁহার বৈষ্ণব, শৈব ও কয়েকটি অপ্রধান ধর্ম্ম সম্প্রদায় বিষয়ক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন (৬) যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের 'ঈশান সর্ব্বযোনিতে অধিষ্ঠিত' (৭) এই উক্তি হইতে শারীর স্থান হিসাবে লিঙ্গ ও যোনির সম্পর্ক ('the physical fact of Linga and Yoni connected together') এবং দেবগণকে দার্শনিক তত্ত্বের দিক দিয়া সৃষ্টি-মূলক নিদান মাত্রেরই অধিষ্ঠাতা-রূপে পরিকল্পনা ('the philosophical doctrine of gods presiding over every creative cause')—এই উভয়বিধ ভাবেরই আভাস পাওয়া যায়। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্ব চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে শৈবোপাসনার সম্পর্কে লিঙ্গের কথার উল্লেখ আছে (৮)। মহাভারতের অধিকাংশ খৃঃ পূঃ অব্দে রচিত হইয়াছিল। ডাঃ সার রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর অনুমান করিয়াছেন যে বিম কপিশ বা বিম কদফিসের (Wema Kadphises) রাজত্বকালেও লিঙ্গপূজা প্রচলিত হয় নাই যেহেতু এই কুষণ নরপতির মুদ্রায় মহাদেব মানবাকৃতি, লিঙ্গরূপী নহেন (৯)। বিম কদফিস কণিষ্কের অব্যবহিত

(৬) Bhandarkar's Vaisnavism, Saivism and minor religious systems, foot note 1, p. 114.

(৭) শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৪, ১১ ও ৫, ২ (referred to in loc. cit).

(৮) Bhandarkar, op. cit. p. 114.

(৯) Ibid, p. 115. বিম কপিসের তিন প্রকারের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ

পূর্ব্বেই কুষণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যুক্ত প্রদেশের প্রাচীন অহিচ্ছত্রে যে সকল মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাতে তিনটি চিহ্ন দেখা যায়; ইহার মধ্যে একটী চিহ্ন নাগবেষ্টিত শিবলিঙ্গ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে (১০)। অহিচ্ছত্রের এই সকল মুদ্রা সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব ১০০ অব্দ হইতে খৃষ্টীয় ১০০ অব্দের মধ্যবর্ত্তী (১১)।

বন্ধুবর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মথুরার যাদুঘরে রক্ষিত, দেহের উত্তরার্দ্ধ ও তন্নিম্নে চারিটী মুখযুক্ত যে প্রাচীন ভাস্কর্য্যের নমুনার কথা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষের ১৯০৯-১০ সালের বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ করেন, ভারতে এতাবৎ আবিষ্কৃত শিবলিঙ্গের মধ্যে তাহাই প্রাচীনতম বলিয়া অনুমিত হয় (১২)। স্বর্গীয় গোপীনাথ রাও তাঁহার মূর্ত্তিতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে ইহা 'পঞ্চমুখ' 'মুখ লিঙ্গম্' বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছেন (১৩)। সম্প্রতি লিঙ্গাকৃতি এই প্রস্তরখণ্ডের প্রকৃত পরিচয় লইয়া মতভেদ ঘটিয়াছে। এলাহাবাদ জেলার ভিটা নামক স্থানে প্রাপ্ত এই ভাস্কর্য্য নিদর্শন উহার গাত্রস্থ ক্ষোদিত লিপির প্রমাণ হইতে খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর বলিয়াই

স্বর্ণ মুদ্রায় মহাদেব ত্রিশূল হস্তে দণ্ডায়মান অবস্থায় পরিকল্পিত; বৃহদাকৃতি মুদ্রাগুলিতে দেবতার পার্শ্বেও বৃষ দেখা যায়।—প্রাচীন মুদ্রা, পৃঃ ৮৬, ৮৭। সম্ভবতঃ বিম কপিস খৃঃ ৫৫ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। Ind. Antiq. Feb. 1908, p. 33.

(১০) প্রাচীন মুদ্রা, পৃঃ ১০৭। খৃঃ সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় মুদ্রায় শিবমূর্ত্তি দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শশাঙ্কের মুদ্রার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(১১) V. Smith's Catalogue of Coins in the Indian Museum. P. 185.

(১২) Arch. Report, (D. G's Annual) 1909-10, pp. 147, 148.

(১৩) G. N. Rao's Elements of Hindu Iconography Vol. II, Part I, p. 64.

বিবেচিত হয় (১৪)। দক্ষিণ ভারতের গুডিমল্লম্ নামক স্থানের যে অপূর্ব্ব লিঙ্গ মূর্ত্তিটি স্বর্গীয় টি, এ, গোপীনাথ রাও মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহাতে মানবাকৃতি বিগ্রহরূপী মহাদেব ও তাঁহার লিঙ্গরূপী নিদর্শন এই উভয়েরই সামঞ্জস্য দেখা যায় (১৫)। এই লিঙ্গটি মানব শিশ্নের আদর্শে নির্ম্মিত এবং উহার সম্মুখ ভাগে অপস্মার পুরুষের উপর দণ্ডায়মান দ্বিভুজ মহাদেব মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। লিঙ্গের আকৃতিই ইহার প্রাচীনত্বের নিদর্শন। মনে হয় যে সময় ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল তখন মানবাকৃতি বিগ্রহ ও লিঙ্গমূর্ত্তি এই উভয়ের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। গ্রূএনবেডেলের গ্রন্থে প্রদত্ত লিঙ্গ গাত্রস্থ শিবমূর্ত্তির সহিত সাঞ্চী (১৬) স্তূপের পূর্ব্ব তোরণ-দ্বারের বাম পার্শ্বের স্তম্ভ-গাত্রে ক্ষোদিত একটি যক্ষ-মূর্ত্তির আবয়বিক সাদৃশ্য ৺গোপীনাথ রাও মহাশয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আমরাও উভয় চিত্র মিলাইয়া এ বিষয়ে সন্দেহ অপনোদন করিয়াছি। সাঞ্চীস্তূপের আনুমানিক নির্ম্মাণকাল খৃঃ পূঃ ১৪৩ অব্দ সুতরাং শিল্প রীতির সাদৃশ্য হইতে উৎকীর্ণ শিবমূর্ত্তিযুক্ত এ লিঙ্গটিকেও সুপ্রাচীন বলিতে হয়। ৺গোপীনাথ রাও মহাশয় ইহা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন কিন্তু এক্ষণে যে মন্দিরে এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত

---

(১৪) অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয়ের মতে এই লিপি আনুমানিক খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর লিপিতে 'লিঙ্গ' শব্দ আছে এ কথা অস্বীকার করিলেও সম্ভবতঃ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না করায় প্রস্তর খণ্ডটি যে শিবলিঙ্গ নহে তাহা স্থির করিয়া বলেন নাই। Prof. D. R. Bhandarkar's Carmichael Lectures (Second Series), foot note 3, pp. 20, 21.

(১৫) G. N. Rao, op. cit. p. 66 et sqq. & plate II.

(১৬) Grunwedel, Gibson and Burgess, Buddhist Art in India, p. 36, fig 12.

আছে তাহা আনুমানিক পঞ্চম শতাব্দীর। সুতরাং লিঙ্গটি মন্দিরের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও সাঞ্চী স্তূপের পরবর্ত্তী কালের বলিয়াই বিশ্বাস জন্মে। সম্ভবতঃ উহা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় কি তৃতীয় শতাব্দীর হইবে। অধ্যাপক ভাণ্ডারকরের মতে ইহাই প্রাচীনতম শিবলিঙ্গ এবং আনুমানিক খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীতে নির্ম্মিত।

১৯১১—১২ সালের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষের বাৎসরিক কার্য্য-বিবরণীতে পূর্ব্বোক্ত ভিটা নামক স্থানে প্রাপ্ত কতকগুলি মৃন্ময় মুদ্রার (Clay seals) প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে ১৮ সংখ্যক চিত্রপটের অন্তর্গত ১৫ ও ১৬ সংখ্যক মুদ্রার চিত্রে শিবলিঙ্গ স্পষ্টই লক্ষিত হয়। কলঞ্জর নামক গিরির শিখরদেশে অবস্থিত একটি শিবমন্দিরে এই সকল মুদ্রা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ভিটায় প্রাপ্ত এই সকল মৃণ্ময় মুদ্রা খৃঃ পূঃ তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীর মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার অধিকাংশই গুপ্ত সম্রাট্‌দিগের রাজত্বকালের। শিবলিঙ্গ চিহ্নিত এই দুইটী মুদ্রার উপর ব্রাহ্মী অক্ষরে 'কলঞ্জর' শব্দ মুদ্রিত আছে। অক্ষরের প্রমাণ হইতে উহা গুপ্ত সম্রাটদিগের সমসাময়িক বলিয়াই মনে হয়। খৃঃ ৪৩৬ অব্দের করমদণ্ড লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে সম্রাট্ প্রথম কুমার গুপ্তের রাজত্বকালে, সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের কুমারামাত্যের পুত্র পৃথিবীসেন দেবোদ্দেশে কিছু দান করিয়াছিলেন। এই লিপি শিবলিঙ্গের উপর ক্ষোদিত(১৭)। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে জানিতে পারিয়াছি যে প্রাচীন চম্পারাজ্যে মহারাজ প্রথম ভদ্রবর্ম্মণ একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

---

(১৭) Epi. Indic. Vol. X, 1909-10, p. 71.

এই লিঙ্গ পরবর্ত্তীকালে 'ঈশান ভদ্রেশ্বর' নামে পরিচিত হইয়াছিল। ভদ্রবর্ম্মণের রাজত্বকাল ৩৮০ খৃঃ অঃ হইতে ৪১৩ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত। সুদূর ক্যাম্বোডিয়া. দেশে অবস্থিত এই চম্পারাজ্য, ভারতীয় হিন্দু ঔপনিবেশিকদিগের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আচার্য্য সিলভ্যাঁ লেভী তাঁহার 'ফরাসীদেশে ভারততত্ত্ব' (L' Indianisme) বিষয়ক পুস্তিকায় বলিয়াছেন 'ইন্দোচীন ভারত হইতেই সভ্যতালোক প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভারতের পবিত্র ভাষা, ভারতীয় শিল্প, সমাজপদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানাদি সমস্তই খৃঃ প্রথম শতাব্দীতে ইন্দোচীনে সতেজে উন্নতি লাভ করিয়া অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল'। খৃঃ চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর বহুপূর্ব্ব হইতে ভারতে লিঙ্গোপাসনা প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে বিদেশে লিঙ্গপূজা প্রচারিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। অতএব অনুমান করিতে পারা যায় যে খৃঃ প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতেও লিঙ্গমূর্ত্তি ভারতবর্ষে শিবোপাসকদিগের মধ্যে বিগ্রহরূপে স্থান পাইয়াছিল। চম্পাদেশের রাজা শ্রীমার বর্ম্মণের ইতিবৃত্তে চম্পারাজ্যে সর্ব্বপ্রথম শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়া যায়। শ্রীমার বর্ম্মণ ১৯২ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম অব্দে উৎকীর্ণ তাঁহার পুত্র বা পৌত্রের শিলালিপিতে, শ্রীমার বর্ম্মণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই শিবমন্দিরের জন্য দানের কথার উল্লেখ রহিয়াছে (১৮)।

পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ সভায় 'শিব' সম্বন্ধে যে (১৯) প্রবন্ধ

(১৮) Maspero, Le Royaume de Champa, Chapitre II, pp. 319-351.

(১৯) এই প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

পাঠ করিয়াছেন তাহাতে শিব ব্রাত্যগণের দেবতারূপেই পরিচিত হইয়াছেন। ব্রাত্যগণ আর্য্য; তাঁহারা অনার্য্য ছিলেন না; তবে সনাতন আর্য্যসমাজে পরবর্ত্তীকালে তাঁহারা পতিত বলিয়া বিবেচিত হইতেন। শিব ও বৈদিক রুদ্র যে অভিন্ন শাস্ত্রী মহাশয় এ মত অনুমোদন করিতে পারেন নাই (২০)। শিব ব্রাত্যদিগের দেবতা ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার নির্ম্মাল্য বা প্রসাদ গ্রহণীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না। লিঙ্গ আদৌ অনার্য্যদিগের দেবতা হউক বা না হউক এবং লিঙ্গপূজা ভারতে যতপূর্ব্বেই প্রচলিত থাকুক, প্রবাদ মানিলেও ভুবনেশ্বরের মন্দিরের নির্ম্মাণকাল সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে লওয়া যায় না। ভারতের প্রাচীনতম শিবমন্দির বেরেলী জেলায় রামনগরে অবস্থিত। এই স্থানেরই প্রাচীন নাম অহিচ্ছত্র। এই অধুনা-বিনষ্ট ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দিরের কুট্টিম-নিম্নে মিত্ররাজগণের মুদ্রা পাওয়া যায়; ইহা হইতেই মন্দির নির্ম্মাণকাল খৃষ্টপূর্ব্ব বা খৃষ্টপর প্রথম শতাব্দী বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। গৃহনির্ম্মাণের উপকরণ রূপে প্রস্তরের অধিক প্রচলন হওয়ার পূর্ব্বে দেবায়তন ইষ্টকনির্ম্মিত হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় মন্দিরটির যে এযাবৎ কোনও চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

ভুবনেশ্বরে যতগুলি মন্দির আছে তাহার কথা বিস্তারিত ভাবে লিখিতে গেলে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। সে শক্তি বা অবসর এ সামান্য লেখকের নাই। আমরা প্রধানতঃ লিঙ্গরাজ

(২০) সমূহার্থ ব্রাত শব্দ হইতেই ব্রাত্য শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। পতিত ব্রাহ্মণ অর্থেও ব্রাত্যশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। অথর্ব্ববেদ ১৫, ৮ ও ১, ১৫, ৯, ১, মন্ত্রে ব্রাত্য শব্দের প্রয়োগ আছে, ব্রাহ্মণ ও রাজন্যগণ ব্রাত্যোৎপন্ন, এবং তথায় ব্রাত্যগণের ভগবত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অমরকোষ মতে ব্রাত্য সংস্কারহীন ("ব্রাত্যঃ সংস্কারহীনঃ স্যাৎ")।

মন্দিরের বর্ণনা করিয়া তৎপ্রসঙ্গে বিন্দু সরোবর ও অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের কথা সাধ্যমত আলোচনা করিয়াছি কিন্তু আমাদিগের বিবরণ অনেক স্থলেই অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। প্রত্নতত্ত্বের অনেক উপাদান এখনও ভুবনেশ্বর তীর্থের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে—সে গুলি অদ্যাপি বিদ্বৎ-সমাজে উপস্থাপিত হয় নাই সুতরাং প্রত্ন-তত্ত্বের দিক দিয়া ইহার শেষ কথা মীমাংসা হইবার এখনও বিলম্ব আছে। তীর্থ-মাহাত্ম্য ও পৌরাণিক গ্রন্থাদিতে ভুবনেশ্বর তীর্থের অন্তর্গত মন্দিরাদির যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা আমরা যথাসম্ভব গ্রন্থ-মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। বৈষ্ণব গ্রন্থে ভুবনেশ্বরের আশানুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় না। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যখন নীলাচলের পথে ভুবনেশ্বরে গমন করেন তখন তাঁহার মনঃপ্রাণ পুরুষোত্তম দর্শনের জন্যই ব্যাকুল হইয়াছিল। ত্রিভুবনেশ্বরের 'চলৎপতাক' মন্দির দেখিয়া ভক্তিবিহ্বল চিত্তে ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেও তিনি পুরুষোত্তমের ন্যায় তথায় দেবতার আবির্ভাব দর্শন করেন নাই। জগন্নাথ মন্দির দেখিয়াই কিন্তু তাঁহার ভাবোন্মেষ ঘটিয়াছিল। দেউল-ধ্বজা হইতে শ্রীভগবান স্বয়ং সুন্দর বালকের রূপ পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন এ কথা তিনি সঙ্গীদিগকে জানাইয়াছিলেন :—

"আমাকে ডাকয়ে কর‍কমল লাবণ্য।
কম করে বেণু শোভে ত্রিজগৎ ধন্য॥" (২১)

তাই মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের অনুচর বৈষ্ণবগণ কোনও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার জন্য এই শৈবতীর্থের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিতে বিরত না হইলেও এ পরাঙ্মুখতা কতকটা আপনা হইতেই আসিয়া পড়িয়াছে। লিঙ্গরাজ মন্দিরের বর্ণনাকালে, আমাদিগকে

(২১) লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, মধ্য খণ্ড (বঙ্গবাসী সংস্করণ) পৃঃ ১৬৪।

অনেক স্থলে আধুনিক গ্রন্থাদির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। আমরা সরকারী পূর্ত্তবিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বঙ্গদেশীয় প্রাচীন স্থাপত্য কীর্ত্তির বিবরণী (List of Ancient Monuments in Bengal) হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। পাদটীকায় এ পুস্তকের নাম সকলস্থলে প্রদত্ত হয় নাই বলিয়া এ কথায় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিলাম।

ভুবনেশ্বরের মূর্ত্তিগুলি যে "সপ্ততাল" শ্রেণীর এ কথা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। স্বর্গীয় টি, এ, গোপীনাথ রাও তাঁহার 'তালমান' বিষয়ক গ্রন্থে বিভিন্ন শ্রেণীর মূর্ত্তির পরিমাপাদি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সপ্ততাল মূর্ত্তি বেতাল, প্রেত ও গণদিগের জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল (২২)। ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু এই ত্রিমূর্ত্তি ১২৪ দেহাঙ্গুলের উত্তম-দশ-তাল পরিমাপানুসারে নির্ম্মিত হইত। উমা, সরস্বতী, দুর্গা সপ্তমাতৃকা, ভূমিদেবী, শ্রীদেবী প্রভৃতি দেবীমূর্ত্তির ১২০ দেহাঙ্গুলের মধ্যম-দশ-তাল পরিমাপ নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইন্দ্র, লোকপাল, চন্দ্র, সূর্য্য, দ্বাদশ আদিত্য, রুদ্র, অষ্টবসু, গরুড়, দুর্গা, গুহ (কার্ত্তিকেয়) সপ্তর্ষি, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি বিগ্রহ ১১৬ দেহাঙ্গুলের দশতাল পরিমাপের হইত। কুবের ও নবগ্রহের মূর্ত্তি নবার্দ্ধতাল, যক্ষ, অপ্সরা প্রভৃতির মূর্ত্তি নবতাল এবং মানবমূর্ত্তি অষ্টতালের অধিক হইত না (২৩)। কেবল ভৈরব, বরাহ, নরসিংহ প্রভৃতি ক্রূর দেবতার মূর্ত্তি দ্বাদশতালে নির্ম্মাণ করার রীতি ছিল। শুক্রনীতি মতে নবতাল দেবমূর্ত্তি, এবং দশ-

(২২) Talamana or Iconometry (Memoirs of the Arch. Survey of India, No. 3) pp. 40, 42.

(২৩) Ibid, p. 40.

তাল রাক্ষস মূর্ত্তির জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল (২৪)। মধ্যমাঙ্গুলীর অগ্রভাগ হইতে করতলের শেষভাগে মণিবন্ধের সীমা পর্য্যন্ত যে দৈর্ঘ্য তাহারই সাধারণ নাম 'তাল'। শিল্পশাস্ত্রে 'তাল' বলিলে করোটি হইতে চিবুকের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত যে দৈর্ঘ্য তাহাই বুঝায়। মূর্ত্তির দেহের সমগ্র দৈর্ঘ্য, ১২৪, ১২০, ১১৬ সমান ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক একটি ভাগ দেহাঙ্গুল বলিয়া অভিহিত হইত। দশতাল হইলেই যে মূর্ত্তিটি 'তাল' পরিমাপের দশগুণ হইয়া থাকে তাহা নহে; ১২৪ আঙ্গুলের উত্তম দশতাল মূর্ত্তিতে মুখাবয়বের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে মূর্ত্তির সমগ্র দৈর্ঘ্য নয়গুণ মাত্রও দেখা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সকল শ্রেণীর মূর্ত্তির পরিমাপ গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না জানিনা; কিন্তু সপ্ততাল দেবমূর্ত্তি হইলেই যে শিল্পশাস্ত্রের ব্যতিক্রম ঘটিবে এরূপ নহে। স্বর্গীয় গোপীনাথ রাও নিজ গ্রন্থে স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন যে প্রত্যেক দেশ বা প্রদেশের প্রথা অনুসারে দেবমূর্ত্তি সপ্ততাল বা অপর বিভিন্ন পরিমাপে নির্ম্মিত হইতে পারিত কিন্তু শুক্রনীতির নির্দ্দেশ মতে দেবী মূর্ত্তিগুলি শুধু সপ্ততালেই নিবদ্ধ রাখিতে হইত (২৫)। মনে হয় কারণাগম, অংশুমদ্ ভেদাগম প্রভৃতি গ্রন্থ দক্ষিণ ভারতের স্থান বিশেষে সুপরিচিত হইলেও শুক্রনীতির বিধিনিষেধ নিখিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শিল্পিসমাজে অধিক প্রসার লাভ করিয়াছিল। উড়িয়া শিল্পী সপ্ততালে দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া যে দক্ষিণদেশীয় উপদেষ্টার গতানুগতিক হয় নাই তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। যে পরিমাপে দেব এবং দেবী এই উভয়বিধ মূর্ত্তিরই গঠনে কোনরূপ বাধা না ঘটে সাধারণ ক্ষেত্রে তাহাই অবলম্বিত হওয়া স্বাভাবিক।

---

(২৪) Ibid, p. 42. (২৫) Ibid, p. 42.

ভুবনেশ্বরের মন্দিরে অষ্টসখী মূর্ত্তির কথা আমরা প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি (২৬)। কাঞ্চী নগরের কামাক্ষী দেবীর মন্দিরে মন্দিরস্থ বিগ্রহের সম্মুখভাগে যে পীঠম্‌ দেখা যায়, তাহা শ্রীশঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। এই পীঠমের অষ্টদিকে অষ্টলক্ষ্মীর মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে (২৭)। এই অষ্টলক্ষ্মী ও ভুবনেশ্বরের অষ্টসখী একই শ্রেণীর মূর্ত্তি—বস্তুতঃ অষ্টসখী বা অষ্টলক্ষ্মী অষ্টদিগঙ্গনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কথিত আছে কামাক্ষী দেবীর প্রভাব হ্রাস হইতে থাকায় শঙ্কর এই অষ্টলক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবতার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করেন। ভুবনেশ্বরে অষ্টসখীর মূর্ত্তি সম্বন্ধে এরূপ কোনও জন-প্রবাদের উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। মন্দিরের বহির্ভাগে অজ্ঞাত অবস্থায় না থাকিয়া, অষ্টসখী মন্দিরাভ্যন্তরে মণি-কোঠায় বিগ্রহের নিকট সমাদরের সহিত প্রতিষ্ঠিত থাকিলে যে, কামাক্ষী মন্দিরের অষ্টলক্ষ্মীর ন্যায় কোনও জনপ্রবাদের সৃষ্টি হইত না তাহা কে বলিবে? আমরা লিঙ্গরাজ পরিক্রমা অধ্যায়ে 'চন্দ্রশেখর' নামক লিঙ্গরাজ দেবের একটি ধাতব ভোগমূর্ত্তির কথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছি যে এই মূর্ত্তি লিঙ্গরাজের প্রতিনিধি স্বরূপ বিভিন্ন উৎসব স্থানে নীত হইয়া থাকে এবং রথযাত্রাকালে এই মূর্ত্তিটিকেই রথে আরোহণ করাইয়া 'বড়দাণ্ড' পরিক্রমণ করান হয় (২৮)। চন্দ্রশেখর মূর্ত্তি দক্ষিণ ভারতে সুপরিচিত (২৯)।

---

(২৬) ভুবনেশ্বরের কথা, পৃঃ ৯।

(২৭) Ayyar's South Indian Shrines, p. 23.

(২৮) ভুবনেশ্বরের কথা, পৃঃ ৫০, ৫২।

(২৯) G. N. Rao, Hind. Icon. Vol. II, Pt. I. p. 118, 122 et. 192.

চন্দ্রশেখর বিগ্রহ সাধারণতঃ তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত; (১) 'কেবল চন্দ্রশেখর'—ইহাতে শুধু দেবতারই মূর্ত্তি থাকে (২) 'উমা সহিত চন্দ্রশেখর'—ইহাতে দেব ও দেবী একই পাদপীঠ বা বিভিন্ন দুইটী পাদপীঠের উপর দণ্ডায়মান দেখা যায় (৩) 'আলিঙ্গন মূর্ত্তি'—ইহাতে চন্দ্রশেখর তাঁহার একটি বামহস্তের দ্বারা দেবীকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। চন্দ্রশেখর মূর্ত্তি দণ্ডায়মান ভাবেই পরিকল্পিত হইয়া থাকে। তাহার চারিহস্তের মধ্যে নিম্নের দুইটি বরদ ও অভয় মুদ্রায় বিন্যস্ত। দক্ষিণের ঊর্দ্ধ হস্তে তিনি টঙ্ক বা পরশু এবং বামদিকের ঊর্দ্ধ হস্তে কৃষ্ণসারমৃগ ধারণ করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত পি, ভি, জগদীশ আইয়ার মায়বরম্ নামক দক্ষিণ ভারতের তীর্থে ময়ূরনাথ মন্দিরে অবস্থিত শিবের 'আলিঙ্গন' মূর্ত্তির প্রসঙ্গে চন্দ্রশেখর নামক 'বিহসিতানন' 'শান্তমূর্ত্তি' বিগ্রহের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা "প্রদোষ মূর্ত্তি" নামে পরিচিত। প্রতি পক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে এই "চন্দ্রশেখর" বিগ্রহ শোভা-যাত্রা করিয়া মন্দিরের বাহিরে নীত হইয়া থাকে (৩০) সুতরাং এ মূর্ত্তিটিকেও ভোগমূর্ত্তি বলা যাইতে পারে। চন্দন যাত্রা কালে স্বয়ং জগন্নাথ দেবের ভোগমূর্ত্তিও যে নরেন্দ্র সরোবরে নীত হইয়া থাকে এ কথা আমরা প্রথমখণ্ডে, নরেন্দ্র সরোবর অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি (৩১)। টেপ্পকুলম্ প্রভৃতিতে দেব-বিগ্রহের জলবিহারের ন্যায়, মন্দিরের বাহিরে উৎসবাদি উপলক্ষে ভোগমূর্ত্তি আনয়নের প্রথাটিতেও, দাক্ষিণাত্য ও উৎকলীয় রীতির যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা

(৩০) South India Shrines, p. 5.
(৩১) পুরীর কথা, পৃঃ ১২১।

ভুবনেশ্বরের কথার প্রথম অধ্যায়ে (৩২) লিঙ্গরাজ মন্দির গাত্রস্থ দেব দেবীর বিবাহের একটি চিত্রকে হরপার্ব্বতীর বিবাহের চিত্র অনুমান করিয়া তাহার সমর্থনকল্পে দেখাইয়াছি যে অষ্টম বা নবম শতাব্দীর দেবমন্দিরে এবং প্রাচীন গুহাক্ষোদিত মন্দিরেও এইপ্রকার চিত্র দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যে কুম্ভকোণমের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত রামস্বামীর মন্দিরের সম্মুখস্থ মহামণ্ডপটিতেও পার্ব্বতী-পরিণয়ের একটি ক্ষোদিত চিত্র আছে (৩৩)। কিন্তু উৎকল শিল্পীর পরিকল্পনা ও দক্ষিণাত্য শিল্পীর পরিকল্পনায় অনেক পার্থক্য দেখা যায়। শেষোক্ত চিত্রে বরবধূ ও পরিজনবর্গ সকলেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন ; কিন্তু উড়িষ্যার এই শিল্পনিদর্শনে বিবাহসভায় সম্প্রদাতার ক্রোড়ে উপবিষ্টা বধূর যে মধুর লজ্জাবনত ভাব তাহা যেন বড়ই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। বিশেষজ্ঞগণ উড়িষ্যার ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে কোনও বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ আনন্দকুমার স্বামী মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় কোনারকের ভাস্কর্য্যের কথার আলোচনা করিয়াছিলেন কিন্তু ভুবনেশ্বরের কথা তাহাতে সেরূপ স্থান পায় নাই।

অনন্ত বাসুদেব অধ্যায়ে প্রদত্ত ভবদেব (৩৪) ভট্টের বংশ-লতিকায় অসাবধানতা বশতঃ দুই এক স্থলে ভ্রম ঘটিয়াছে। অত্যঙ্গের পিতার নাম রথাঙ্গ। মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ রথাঙ্গ রঙ্গনাথরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীআদিদেবের পত্নীর নাম দেবকী, সরস্বতী নহে।

(৩২) ত্রিভুবনেশ্বর অধ্যায়, পৃঃ ১৭।
(৩৩) Ayyar's South Indian Shrines fig. 45, p. 72.
(৩৪) ভুবনেশ্বরের কথা, পৃঃ ৯৬।

আদিদেবের পুত্র গোবর্দ্ধন দ্বিপত্নীক ছিলেন। তাঁহার দুই স্ত্রীর নাম সরস্বতী ও সাঙ্গোকা।

আর দুই একটি সামান্য ভুলচুকের কথার উল্লেখ করিলেই আমার বক্তব্য সমাপ্ত হয়। লিঙ্গরাজ পরিক্রমা অধ্যায়ে (৬৫ পৃষ্ঠায়) Grünwedel এই নামটির অনুলিপি গ্রাণওয়েডেল না হইয়া গ্রূএণবেডেল হইবে। এই পৃষ্ঠার আর দুইটি ছাপার ভুল শুদ্ধিপত্রে প্রদত্ত হইলেও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন বিবেচনা করিতেছি। চারুমতী কর্ত্তৃক নেপালে মঠ বা বিহার প্রতিষ্ঠার কাল খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী, খৃঃ তৃতীয় শতাব্দী নহে। ৬৫ পৃষ্ঠার ৪২ সংখ্যক পাদটীকায় প্রদত্ত ওল্ডফিল্ড রচিত নেপাল গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৯৮ পৃষ্ঠা স্থলে ভ্রমক্রমে ৯৮ পৃঃ মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে চারুমতী কর্ত্তৃক গণেশ মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা উল্লিখিত হইলেও ইহা সমর্থনের জন্য কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রদত্ত হয় নাই। তাই মনে হয় সম্ভবতঃ লেখক প্রবাদের উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন। নেপালের গণেশমন্দির শীর্ষক পরিশিষ্টে দেখাইয়াছি (৩৫) যে আচার্য্য সিলভ্যাঁ লেভী গণেশমন্দির নির্ম্মাণ বিষয়ে কোনও কথার উল্লেখমাত্র করেন নাই। চারুমতী কর্ত্তৃক বিহার নির্ম্মাণের বৃত্তান্তেই আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। আমার কথা শেষ হইয়াছে। পাঠকগণের প্রতি অনুরোধ তাঁহারা যেন পুস্তক পাঠের পূর্ব্বে শুদ্ধি-পত্রখানি দেখিয়া লয়েন।

গ্রন্থকার।

---

(৩৫) ভুবনেশ্বরের কথা, পৃঃ ১৪৫, ১৪৬।

ত্রিভুবনেশ্বর।

পুরী হইতে ভুবনেশ্বরে পঁহুছিতে রাত্রি ১২॥ টা। ১টা হইল। র-এর নিকট ভুবনেশ্বর মোটেই অপরিচিত নহে। অন্ধ শকটবান্ হরিয়া তাহার রৌপ্যবলয়ধারী ভাইটির সহিত 'সোয়ারি' লইয়া রেল ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল। র-এর কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিল। হরিয়ার স্মরণশক্তি অসাধারণ। সে যাদুঘরের শ্রীযুক্ত বাগ্‌চী মহাশয় ও অপর কয়েকটি ভদ্রলোকের কথা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ষ্টেশন হইতে মন্দির প্রভৃতি প্রায় তিন মাইল আন্দাজ হইবে। ডাক-বাঙ্গলো আরও কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। আমরা প্রায় সকলেই নিদ্রালু, গাড়ীতে বসিয়া ঝিমাইতেছি, কেবল র—ও আর দুই একজন হাঁটিয়া চলিয়াছেন; হরিয়া আপন মনেই বকিয়া যাইতেছে। স্বচ্ছ অন্ধকারের ভিতর দিয়া কয়েকটি কোঠাঘর দেখাইয়া হরিয়া বলিল, "বাগ্‌চী বাবু এইখানেই বাসা লইয়াছিলেন।" ভুবনেশ্বরে কেদারগৌরী নামে এক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। তাহার জল অজীর্ণ-রোগের অমোঘ ঔষধ বলিয়া পরিচিত। এই কারণে, শুধু তীর্থদর্শনার্থী বলিয়া নহে, অনেকে হাওয়া-পরিবর্ত্তনের জন্যও এখানে আসিয়া থাকেন। শুনিয়াছি, কিছুদিন হইল, গৌরীকুণ্ডের নিকটে কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের উৎসাহে একটি স্বাস্থ্যনিবাসও সংস্থাপিত হইয়াছে। ক্রমে আমরা লিঙ্গরাজ দেউলের নিকট উপস্থিত হইলাম। দেউলশীর্ষে শৈব চিহ্ন-যুক্ত পতাকা পত্ পত্ শব্দে উড্ডীয়মান। মনে হইল চৈতন্যদেব এই সুধাবলিপ্ত, অপর শ্বেতগিরির ন্যায় 'বরশৃঙ্গ সমুন্নত', 'চলৎপতাক',

'শূলবিচিত্রচূড়', 'সুতোরণ' মহৎ শিব-মন্দির দর্শনমাত্র ভূমে নিপতিত হইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন (১)। মন্দির-চূড়ার উপরিভাগে রাত্রিশেষে রাকাচাঁদ বড়ই শোভা পাইতেছিল। দে-মুসে (De-Musset) গির্জ্জার চূড়ার উপর পূর্ণচন্দ্র ভাসিতেছে দেখিয়া 'আই' (i) অক্ষরের উপরের ফোঁটার সহিত উহার তুলনা করিয়াছেন (La lune comme un point sur un I)। সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় মন্দিরশিরে চাঁদ নামিয়া আসিতে দেখিয়া আকাশের শিরে চন্দ্রবিন্দু আঁকিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই বর্ণমালা-মূলক সাদৃশ্যের ভিতর কোন্‌টিতে অধিকতর বস্তুতন্ত্রতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, ভরসা করি নব্য বাঙ্গালী পাঠক তাহা সহজেই বিচার করিতে পারিবেন।

গাড়ীগুলি ক্রমশঃ গ্রামের পশ্চিম-সীমান্তে জেলা-বোর্ডের ডাক-বাঙ্গলোয় গিয়া উপস্থিত হইল। র—এখানেই তাঁহার জিনিসপত্র রাখিয়া রাত্রির বাকী অংশটুকু অতিবাহিত করিবেন মনঃস্থ করিলেন। শকটবান্ "স্বপনা" "স্বপনা" বলিয়া বিকটস্বরে চীৎকার করিতেই বাঙ্গলোর চৌকীদারের 'স্বপ্নজড়িমা' ভাঙ্গিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া আগন্তুকগণকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। আমরা বিছানায় আশ্রয় লইয়া ভুবনেশ্বরতত্ত্বে মস্‌গুল হইলাম। বন্ধুবর

(১) দদর্শ তত্রাখিল-শোভয়োজ্জ্বলং
চলৎ-পতাকং শিবমন্দিরং মহৎ।
সুধাবলিপ্তং বরশৃঙ্গমুন্নতং
সুতোরণং শ্বেতগিরিমিবাপরম্॥
নিপত্য ভূমৌ প্রণনাম দেবঃ
শিবালয়ং শূলবিচিত্রচূড়ং॥

শ্রীমন্-মুরারীগুপ্ত-প্রণীত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ (শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষের সংস্করণ), পৃঃ ১৩৪।

বলিতে লাগিলেন,—"ভুবনেশ্বরের অপর নাম একাম্রবন। একাম্র-তীর্থের জনশ্রুতি অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। মৎস্যপুরাণে "একাম্রকে" "কীর্ত্তিমতী" নামক দেবীমূর্ত্তির উল্লেখ দেখা যায় (২)। কপিল-সংহিতা মতে পুরাকল্পে এখানে মুক্তিপ্রদ এক আম্র বৃক্ষ ছিল তাহা হইতেই এই নামটির উদ্ভব হয় (৩)।

এক সময় উড়িষ্যার হিন্দুরাজগণ ভুবনেশ্বরে দ্বিতীয় বারাণসী সংস্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ব্রহ্মপুরাণে ইহা 'বারাণসী-সমপ্রভং' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তখন নিজ বারাণসীতে নাকি বড়ই ম্লেচ্ছ-প্রভাব ছিল। উৎকলের এই নববারাণসীতে অনেকস্থলে বারাণসীর অনুরূপ নামও ব্যবহৃত হইয়াছিল। কপিলেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখস্থ স্নানের ঘাটের মণিকর্ণিকা নাম অদ্যাপি ইহার সাক্ষ্য দিতেছে (৪)।

(২) মাৎস্য, ১৩, ২৯।

(৩) "একাম্রবৃক্ষস্তত্রাসীৎ পুরাকল্পে মুক্তিদঃ।
তত্র চৈকো যতস্ত্বাগ্র তস্মাদেকাম্রকং বনং॥"
কপিল সংহিতা Ms. A. S. B., p. 26.

(৪) কপিল-সংহিতায় দেখিতে পাই যে বিষ্ণু শিবকে আর কাশী গমন না করিয়া এইখানেই বাস করিতে বলায় শিব বলিতেছেন, কাশীতে তাঁহার জাহ্নবী রহিয়াছেন, 'সর্ব্বতীর্থময়ী' পুণ্য তীর্থ মণিকর্ণিকা রহিয়াছেন, অতএব তিনি তথায় যাইবেন না কেন? ইহার উত্তরে বিষ্ণু বলিতেছেন, সেখানে যেরূপ মণিকর্ণিকা, এখানে সেইরূপ পাষাণ গুল্ম বৃক্ষলতাদিতে আচ্ছন্ন পাপনাশিনী তাঁহার অগ্রভাগেই বিদ্যমান; এখানেও তাঁহার পাদাগ্রচ্যুতা শুভা জাহ্নবী দেবী রহিয়াছেন। এস্থলে একাম্রকাননস্থ মণিকর্ণিকার উল্লেখ না থাকায় মনে হয় কপিলেশ্বর সন্নিহিত জলাবতরণ পথের 'মণিকর্ণিকা' নামকরণ, কপিল-সংহিতা রচনার পরবর্ত্তীকালে, সম্ভবতঃ খৃঃ ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে হইয়া থাকিবে।

আদিদেবের পুত্র গোবর্দ্ধন দ্বিপত্নীক ছিলেন। তাঁহার দুই স্ত্রীর নাম সরস্বতী ও সাঙ্গোকা।

আর দুই একটি সামান্য ভুলচুকের কথার উল্লেখ করিলেই আমার বক্তব্য সমাপ্ত হয়। লিঙ্গরাজ পরিক্রমা অধ্যায়ে (৬৫ পৃষ্ঠায়) Grünwedel এই নামটির অনুলিপি গ্রাণওয়েডেল না হইয়া গ্রূএণবেডেল হইবে। এই পৃষ্ঠায় আর দুইটি ছাপার ভুল শুদ্ধিপত্রে প্রদত্ত হইলেও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন বিবেচনা করিতেছি। চারুমতী কর্তৃক নেপালে মঠ বা বিহার প্রতিষ্ঠার কাল খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী, খৃঃ তৃতীয় শতাব্দী নহে। ৬৫ পৃষ্ঠার ৪২ সংখ্যক পাদটীকায় প্রদত্ত ওল্ডফিল্ড রচিত নেপাল গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৯৮ পৃষ্ঠা স্থলে ভ্রমক্রমে ৯৮ পৃঃ মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে চারুমতী কর্ত্তৃক গণেশ মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা উল্লিখিত হইলেও ইহা সমর্থনের জন্য কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রদত্ত হয় নাই। তাই মনে হয় সম্ভবতঃ লেখক প্রবাদের উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন। নেপালের গণেশমন্দির শীর্ষক পরিশিষ্টে দেখাইয়াছি (৩৫) যে আচার্য্য সিলভ্যাঁ লেভী গণেশমন্দির নির্ম্মাণ বিষয়ে কোনও কথার উল্লেখমাত্র করেন নাই। চারুমতী কর্ত্তৃক বিহার নির্ম্মাণের বৃত্তান্তেই আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। আমার কথা শেষ হইয়াছে। পাঠকগণের প্রতি অনুরোধ তাঁহারা যেন পুস্তক পাঠের পূর্ব্বে শুদ্ধি-পত্রখানি দেখিয়া লয়েন।

গ্রন্থকার।

---

(৩৫) ভুবনেশ্বরে কথা, পৃঃ ১৪৫, ১৪৬।

ত্রিভুবনেশ্বর।

পুরী হইতে ভুবনেশ্বরে পঁহুছিতে রাত্রি ১২॥ টা। ১টা হইল। র-এর নিকট ভুবনেশ্বর মোটেই অপরিচিত নহে। অন্ধ শকটবান্ হরিয়া তাহার রৌপ্যবলয়ধারী ভাইটির সহিত 'সোয়ারি' লইয়া রেল ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল। র-এর কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিল। হরিয়ার স্মরণশক্তি অসাধারণ। সে যাদুঘরের শ্রীযুক্ত বাগ্‌চী মহাশয় ও অপর কয়েকটি ভদ্রলোকের কথা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ষ্টেশন হইতে মন্দির প্রভৃতি প্রায় তিন মাইল আন্দাজ হইবে। ডাক-বাঙ্গলো আরও কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। আমরা প্রায় সকলেই নিদ্রালু, গাড়ীতে বসিয়া ঝিমাইতেছি, কেবল র—ও আর দুই একজন হাঁটিয়া চলিয়াছেন; হরিয়া আপন মনেই বকিয়া যাইতেছে। স্বচ্ছ অন্ধকারের ভিতর দিয়া কয়েকটি কোঠাঘর দেখাইয়া হরিয়া বলিল, "বাগ্‌চী বাবু এইখানেই বাসা লইয়াছিলেন।" ভুবনেশ্বরে কেদারগৌরী নামে এক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। তাহার জল অজীর্ণ-রোগের অমোঘ ঔষধ বলিয়া পরিচিত। এই কারণে, শুধু তীর্থদর্শনার্থী বলিয়া নহে, অনেকে হাওয়া-পরিবর্ত্তনের জন্যও এখানে আসিয়া থাকেন। শুনিয়াছি, কিছুদিন হইল, গৌরীকুণ্ডের নিকটে কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের উৎসাহে একটি স্বাস্থ্যনিবাসও সংস্থাপিত হইয়াছে। ক্রমে আমরা লিঙ্গরাজ দেউলের নিকট উপস্থিত হইলাম। দেউলশীর্ষে শৈব চিহ্ন-যুক্ত পতাকা পত্ পত্ শব্দে উড্ডীয়মান। মনে হইল চৈতন্যদেব এই সুধাবলিপ্ত, অপর শ্বেতগিরির ন্যায় 'বরশৃঙ্গ সমুন্নত', 'চলৎপতাক',

'শূলবিচিত্রচূড়', 'সুতোরণ' মহৎ শিব-মন্দির দর্শনমাত্র ভূমে নিপতিত হইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন (১)। মন্দির-চূড়ার উপরিভাগে রাত্রিশেষে রাকাচাঁদ বড়ই শোভা পাইতেছিল। দে-মুসে (De-Musset) গির্জ্জার চূড়ার উপর পূর্ণচন্দ্র ভাসিতেছে দেখিয়া 'আই' (i) অক্ষরের উপরের ফোঁটার সহিত উহার তুলনা করিয়াছেন (La lune comme un point sur un I)। সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় মন্দিরশিরে চাঁদ নামিয়া আসিতে দেখিয়া আকাশের শিরে চন্দ্রবিন্দু আঁকিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই বর্ণমালা-মূলক সাদৃশ্যের ভিতর কোন্‌টিতে অধিকতর বস্তুতন্ত্রতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, ভরসা করি নব্য বাঙ্গালী পাঠক তাহা সহজেই বিচার করিতে পারিবেন।

গাড়ীগুলি ক্রমশঃ গ্রামের পশ্চিম-সীমান্তে জেলা-বোর্ডের ডাক-বাঙ্গলোয় গিয়া উপস্থিত হইল। র—এখানেই তাঁহার জিনিসপত্র রাখিয়া রাত্রির বাকী অংশটুকু অতিবাহিত করিবেন মনঃস্থ করিলেন। শকটবান্ "স্বপনা" "স্বপনা" বলিয়া বিকটস্বরে চীৎকার করিতেই বাঙ্গলোর চৌকীদারের 'স্বপ্নজড়িমা' ভাঙ্গিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া আগন্তুকগণকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। আমরা বিছানায় আশ্রয় লইয়া ভুবনেশ্বরতত্ত্বে মস্‌গুল হইলাম। বন্ধুবর

(১) দদর্শ তত্রাখিল শোভয়োজ্জ্বলং
চলৎ-পতাকং শিবমন্দিরং মহৎ।
সুধাবলিপ্তং বরশৃঙ্গমুন্নতং
সুতোরণং শ্বেতগিরিমিবাপরম্॥
নিপত্য ভূমৌ প্রণনাম দেবঃ
শিবালয়ং শূলবিচিত্রচূড়ং॥

শ্রীমন্-মুরারীগুপ্ত-প্রণীত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ (শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষের সংস্করণ), পৃঃ ১৩৪।

বলিতে লাগিলেন,—"ভুবনেশ্বরের অপর নাম একাম্রবন। একাম্র-তীর্থের জনশ্রুতি অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। মৎস্যপুরাণে "একাম্রকে" "কীর্ত্তিমতী" নামক দেবীমূর্ত্তির উল্লেখ দেখা যায় (২)। কপিল-সংহিতা মতে পুরাকল্পে এখানে মুক্তিপ্রদ এক আম্র বৃক্ষ ছিল তাহা হইতেই এই নামটির উদ্ভব হয় (৩)।

এক সময় উড়িষ্যার হিন্দুরাজগণ ভুবনেশ্বরে দ্বিতীয় বারাণসী সংস্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ব্রহ্মপুরাণে ইহা 'বারাণসী-সমপ্রভং' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তখন নিজ বারাণসীতে নাকি বড়ই ম্লেচ্ছ-প্রভাব ছিল। উৎকলের এই নববারাণসীতে অনেকস্থলে বারাণসীর অনুরূপ নামও ব্যবহৃত হইয়াছিল। কপিলেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখস্থ স্নানের ঘাটের মণিকর্ণিকা নাম অদ্যাপি ইহার সাক্ষ্য দিতেছে (৪)।

(২) মাৎস্য, ১৩, ২৯।

(৩) "একাম্রবৃক্ষস্তত্রাসীৎ পুরাকল্পে মুক্তিদঃ।
তত্র চৈকো যতশ্চাগ্র তস্মাদেকাম্রকং বনং॥"

কপিল সংহিতা Ms. A. S. B., p. 26.

(৪) কপিল-সংহিতায় দেখিতে পাই যে বিষ্ণু শিবকে আর কাশী গমন না করিয়া এইখানেই বাস করিতে বলায় শিব বলিতেছেন, কাশীতে তাঁহার জাহ্নবী রহিয়াছেন, 'সর্ব্বতীর্থময়ী' পুণ্য তীর্থ মণিকর্ণিকা রহিয়াছেন, অতএব তিনি তথায় যাইবেন না কেন? ইহার উত্তরে বিষ্ণু বলিতেছেন, সেখানে যেরূপ মণিকর্ণিকা, এখানে সেইরূপ পাষাণ গুল্ম বৃক্ষলতাদিতে আচ্ছন্ন পাপনাশিনী তাঁহার অগ্রভাগেই বিদ্যমান; এখানেও তাঁহার পাদাগ্রচ্যুতা শুভা জাহ্নবী দেবী রহিয়াছেন। এস্থলে একাম্রকাননস্থ মণিকর্ণিকার উল্লেখ না থাকায় মনে হয় কপিলেশ্বর সন্নিহিত জলাবতরণ পথের 'মণিকর্ণিকা' নামকরণ, কপিল-সংহিতা রচনার পরবর্ত্তীকালে, সম্ভবতঃ খৃঃ ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে হইয়া থাকিবে।

পূর্ব্বে খণ্ডগিরি হইতে উৎপন্না গন্ধবতী-নাম্নী (৫) একটি ক্ষুদ্রকায়া স্রোতস্বিনী ভুবনেশ্বর গ্রামের পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর প্রান্ত বিধৌত করিয়া প্রবাহিত ছিল। একাম্র-পুরাণ মতে উড়িষ্যাস্থ এই বারাণসীতে ইহাই গঙ্গানামে প্রকীর্ত্তিতা। নদীটির আর পূর্ব্বাবস্থা নাই, এখন স্থানে স্থানে প্রায় পয়ঃপ্রণালীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। একাম্র-পুরাণ, শিব-পুরাণ, কপিল-সংহিতা প্রভৃতি আনুমানিক চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত গ্রন্থনিচয়ে ত্রিভুবনেশ্বরমাহাত্ম্য বিবৃত আছে। পদ্মপুরাণ গ্রন্থে দেখা যায় যে, বিন্দু-সরোবরে স্নান ও ত্রিভুবনেশ্বর দর্শন করিলে মনুষ্য জ্যোতির্লোকে গমন করিয়া থাকে। কপিল-সংহিতাকার একাম্রবিপিনে ত্রিভুবনেশ্বর দর্শনমাত্র মোক্ষ-প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কোটিলিঙ্গেশ্বর প্রদক্ষিণ করে প্রতিপদক্ষেপে সে ব্রহ্মপদের সন্নিহিত হয় ('পদাৎ পদাৎ ব্রহ্মপদং তেষাং সন্নিহিতং ভবেৎ') (৬)। স্থানমাহাত্ম্যে বিশ্বাস-প্রাবল্য হেতু এক সময় ভুবনেশ্বরে দেবমন্দিরের অন্ত ছিল না। শুনিতে পাই, বিন্দুসাগর তীর্থের চারিপার্শ্বে নাকি অন্যূন সাত সহস্র দেউল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, কেশরীরাজগণ তথায় এক লক্ষ শিবলিঙ্গ স্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সে সদিচ্ছা পূর্ণ হয় নাই (৭)। কপিল-সংহিতায় লিখিত আছে যে একাম্রকানন কোটিলিঙ্গাভিপূরিত, কোটিতীর্থসমাযুক্ত ও দেবগণের

---

(৫) নাম্না গন্ধবতী খ্যাতা যাতি গঙ্গা সরিদ্বরা
যত্র স্বয়ম্ভুবো দেবস্তত্র সা মুক্তিদায়িনী।
(একাম্র-পুরাণ quoted in Ant. Oriss. Vol. II, p. 98.)

(৬) A. S. B. Ms. p. 27.

(৭) ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয় 'উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থে একথা উল্লেখ করিয়াছেন, পৃঃ ৩৪।
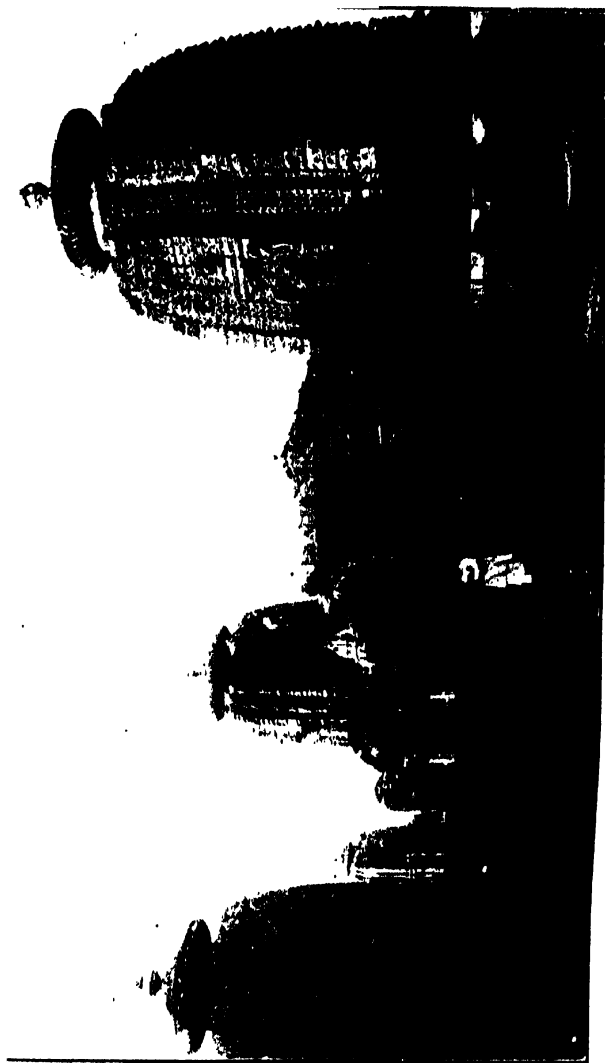
ভুবনেশ্বরের মন্দির।

[নারায়ণ পত্রের কর্ত্তৃপক্ষের সৌজন্যে]

[পৃঃ ৬

জয়বর্দ্ধক। এখানে এরূপ বহুসংখ্যক শিবলিঙ্গ বিদ্যমান যে, স্বয়ং শেষ দেবও তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন না (৮)।

'চৈতন্যচরিতম্' গ্রন্থে মুরারী গুপ্ত লিখিয়াছেন,—"বসন্তি যত্রেশ্বরলিঙ্গকোট্যৌ বিশ্বেশ্বরাদ্যাশ্চ সুপুণ্যতীর্থাঃ।" (৮) উৎকল-খণ্ডে লিখিত আছে যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দূর হইতে কোটীলিঙ্গেশ্বরের পূর্ব্বাহ্নপূজা সময়ে চর্চ্চরী, শঙ্খ, কাহাল, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিতে সেই মহারণ্য শব্দিত হইতেছে শ্রবণ করিয়াছিলেন (৯)। ইহা কবিকল্পনাই হউক আর যাহাই হউক, এক সময়ে একাম্র-কাননে যে বহুসংখ্যক শিবমন্দির বিদ্যমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'চৈতন্য মঙ্গল' গ্রন্থে মহাপ্রভুর উৎকলযাত্রা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে

"ভুবন মোহন, দেউল ভিতরে
দেখিল একাম্রবনে॥ (গৌর চলিলা)
একাম্রবনে, ঊনকোটি লিঙ্গ
দেউল দেখিল কপিলেশ্বরে।" (১০)

(৮) "অনেকানি চ লিঙ্গানি তত্র সন্তি দ্বিজোত্তমাঃ।
সংখ্যাতুং শিবলিঙ্গাং স্তান্ শেষ দেবো ন শক্যতি॥"
A. S. B. Ms. কপিল-সংহিতা, পৃঃ ৩১।

(৮) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্ (শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ প্রকাশিত) পৃঃ ১৩৪।

(৯) পূর্ব্বাহ্নপূজাসময়ে কোটিলিঙ্গেশ্বরস্য বৈ।
চর্চ্চরী-শঙ্খ-কাহাল-মৃদঙ্গ-মুরজধ্বনিম্।
ব্যাপূরানং মহারণ্যং দূরাৎ শুশ্রাব ভূপতিঃ॥
(—উ, খ, বঙ্গবাসী সং, দ্বাদশ অধ্যায়, পৃঃ ৭০)

(১০) চৈতন্যমঙ্গল সা, প, সংস্করণ, পৃঃ ৯৭।

সুতরাং চৈতন্যদেবের উৎকলতীর্থ-সমূহ দর্শনকালেও মন্দির সংখ্যা যে নিতান্ত কম ছিল না ইহাই অনুমান হয়। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ ভুবনেশ্বরে অন্ততঃ পাঁচ ছয় শত দেব-মন্দির থাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জনশ্রুতিমতে বিন্দুসাগর-তীর্থের চারিপার্শ্বেই নাকি অন্যূন সাত সহস্র দেউল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখন শতাধিকও বর্ত্তমান আছে কি না সন্দেহ। ভুবনেশ্বরের সে দিন আর নাই—মন্দিরগুলিও প্রায়শঃ শ্রীভ্রষ্ট।" বন্ধুবরের এই সকল আলোচনা শুনিতে শুনিতে আপনিই চক্ষু বুজিয়া আসিল। কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম টের পাই নাই।

ভুবনেশ্বরে বাসাবাড়ী বা থাকিবার স্থানের অভাব আছে বলিয়া বোধ হইল না, তবে স্থানীয় লোকদিগের পরিচ্ছন্নতাজ্ঞান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ হইল বটে। রাত্রি ভোর হইতে না হইতেই আমাদিগের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শ্রীযুক্ত ক-বাবু ও আমি হরিয়ার একটি ভ্রাতাকে "গাইড" (প্রদর্শক) রূপে বরণ করিলাম। সে সাদাসিদা লোক—সকল মন্দিরের নামও ঠিকমত জানে বলিয়া বোধ হইল না। র—বলিয়া দিয়াছিলেন, ছোট মন্দিরগুলি অগ্রাহ্য করিও না, এগুলিতেও কারুকার্য্য বড় কম নাই। সর্ব্বপ্রথমে যে ক্ষুদ্র মন্দিরটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তাহা কোনও ব্রাহ্মণের গৃহপ্রাঙ্গণে অবস্থিত। গৃহস্বামী উপস্থিত না থাকায় আমাদের এ দেবালয়টি দেখা হইল না। অতঃপর যে মন্দিরগুলি দেখিয়াছিলাম, সেগুলি পাপনাশিনী বিভাগের অন্তর্গত। আধুনিক অভিজ্ঞগণ নির্ম্মাণ-সাদৃশ্য প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া এই সকল মন্দির কয়েকটি বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগে (groups, sub-groups) বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কেদারগৌরী, বিন্দুসাগর,

ভুবনেশ্বরের মানচিত্র।
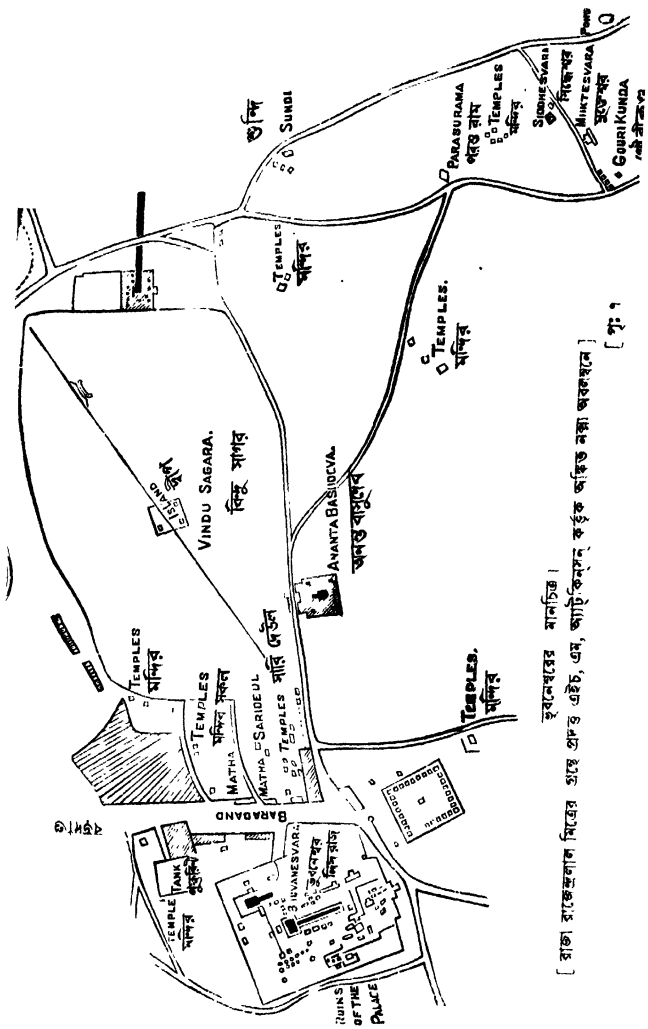
[রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থে প্রদত্ত এইচ, এম, অ্যাট্‌কিন্‌সন্ কর্ত্তৃক অঙ্কিত নক্সা অবলম্বনে]

[পৃঃ ৭

পাপনাশিনী প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। আমরা বরুণেশ্বর, মৈত্রেশ্বর, চিত্রকর্ণী প্রভৃতি কয়েকটি মন্দির দেখিয়া সরকারী ঔষধালয় অভিমুখে গমন করিলাম। মন্দিরগুলি দেখিতে বড় মন্দ নহে। কতক অংশ ল্যাটেরাইট (laterite) পাথর ও কতক অংশ লাল বালিয়া পাথরে (sandstone) নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইল। কয়েকটির অবস্থা দেখিয়া বিধর্ম্মী আততায়িগণের মূর্ত্তি-বিনাশপ্রবণতা সহজেই উপলব্ধি করা গেল। অভিজ্ঞগণের মতে এ বালিয়া পাথর আটগড়ের প্রত্যক্ষমান স্তর (out-crop) হইতে গৃহীত। কোনও কোনও মন্দিরে ক্ষুদ্র আয়তনের নবগ্রহ-প্রস্তর (frieze) রহিয়াছে দেখিলাম। উড়িষ্যার অনেক মন্দিরেই প্রবেশ-দ্বারের নিকট নবগ্রহ-প্রস্তর দেখা গিয়া থাকে। ইহা একপ্রকার স্থাপত্য অলঙ্কারের বাঁধা রীতি (architectural convention) বলিলেও হয়। কেহ কেহ মনে করেন, গৃহপ্রবেশকালে যে গ্রহশান্তি করার পদ্ধতি আছে, নবগ্রহ-প্রস্তরগুলি বোধ হয়, সেই উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। গুণ্ডিচাগৃহ প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে ডাঃ ব্লকের মত পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে। অনেক স্থলে লক্ষ্য করিলাম, মিথুন-মূর্ত্তিগুলি প্রায়ই ভাঙ্গা। যেন সেগুলি বিনষ্ট করিয়া জোর পূর্ব্বক অশ্লীলতা-বর্জ্জনের চেষ্টা করা হইয়াছে।

সরকারী ডিস্পেন্সারীর পথে পাপনাশিনী তীর্থ। ইহা একটি ছোট পুষ্করিণী মাত্র। ঘাট পাথর দিয়া গজাগিরি করা। জল অত্যন্ত পঙ্কিল; পানা ও শেওলায় (algae) বর্ণ প্রায় সবুজ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদিগের সরলহৃদয় পথ-প্রদর্শক তাহার ভাঙ্গা বাঙ্গলা ও উড়িয়া-মিশ্রিত ভাষায় যাহা বলিল, তাহাতে বুঝা গেল, এ তীর্থ বিশেষ করিয়া ব্যভিচারদুষ্ট ব্যক্তিগণের জন্যই

নির্দ্দিষ্ট। বহু পাপ করিয়া মন তীব্র অনুতাপানলে দগ্ধ না হইলে লোকে আর এরূপ জলে অবগাহন করিতে স্বেচ্ছায় সম্মত হয় না।

সরকারী ডাক্তারখানায় গিয়া চিকিৎসক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। ভদ্রলোকটি উড়িয়া, কটক মেডিকেল স্কুল হইতে উপাধি-প্রাপ্ত। ভাল বাঙ্গালা বলিতে পারেন না বলিয়াই বোধ হয়, ইংরাজী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিলেন। আমাদিগের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ পদক্ষতের ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলেন। সেখান হইতে লিঙ্গরাজ অথবা ভুবনেশ্বর-দেবের মন্দিরে গমন করিলাম। মন্দিরের চারিপার্শ্ব উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা। ডিস্পেন্সারী যাইবার রাস্তায় মন্দিরের একটি দ্বার (propylon) আছে। লিঙ্গরাজ মন্দিরের দক্ষিণাংশে বহু গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদমতে ইহা রাজা ললাটেন্দু কেশরীর প্রাসাদাবশেষ। রাজা রাজেন্দ্রলাল এই স্থানে চকমিলান বাটীর প্রাঙ্গণ চিহ্ন ও বকুলবীথিকা লক্ষ্যকরিয়াছিলেন (১১)। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন ভগ্নাবশেষ দেখিয়া সহজেই অনুমিত হয় যে এই স্থানে একটি বৃহৎ অট্টালিকা ছিল (১২)। তবে ললাটেন্দু কেশরী এখন কাল্পনিক বলিয়াই বিবেচিত; সুতরাং প্রাসাদ কাহার এবং শিলালিপিতে উদ্যোতকেশরী নামক যে রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে তাঁহার রাজত্বকালেই উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল কিনা তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। সিংহদ্বারের সম্মুখে ঘৃত-প্রদীপ ও ধূপ-কর্পূরাদি বিক্রয় হইতেছিল। আমরা সেখানে জুতা রাখিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। প্রিয় সুহৃদ্ র—একজন প্রৌঢ় পাণ্ডার নাম বলিয়া দিয়াছিলেন, ভাগ্য-ক্রমে মন্দিরের ভিতরেই তাঁহার দেখা পাওয়া

(১১) Ant. Oriss. Vol. II, p. 85.

(১২) Orissa and her Remains, p. 309.

(চিত্র ৩)

লিঙ্গরাজ-মন্দিরগাত্রস্থ ইন্দ্রমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ। [পৃঃ

(চিত্র ৪)

লিঙ্গরাজ-মন্দিরের ইন্দ্রমূর্ত্তি।

[পার্শ্বদৃশ্য] [পৃঃ ৯

গেল। পাণ্ডা মহাশয় বড় বিচক্ষণ ব্যক্তি; অনর্থক বৃথা বাক্যব্যয়ে তিক্ত-বিরক্ত করিয়া তুলেন না। মন্দির-গাত্রস্থ মূর্ত্তিগুলির মধ্যে অষ্টসখী, অষ্ট দিক্‌পাল, কার্ত্তিক, গণেশ ও পার্ব্বতীমূর্ত্তি প্রভৃতির প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। উজ্জ্বল নীলমণি নামক বৈষ্ণব গ্রন্থে শ্রীরাধার 'পরমপ্রেষ্ঠ' সখীগণের মধ্যে ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী, সুদেবী এই আট জন 'সর্ব্বগুণ-ভূষিতা' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন (১৩)। শৈব মন্দিরে ইঁহাদিগের মূর্ত্তি সংস্থাপিত হওয়ার কারণ দেখি না সুতরাং পাণ্ডা মহাশয় বর্ণিত 'অষ্টসখী' 'অষ্ট দিগাঙ্গনা' বলিয়াই মনে হয়। এই সকল পার্শ্বদেবতার মধ্যে কার্ত্তিকমূর্ত্তি পশ্চিমের কুলঙ্গীতে, পার্ব্বতীমূর্ত্তি উত্তরের খাঁজে এবং 'গণেশ' দক্ষিণের খাঁজে অবস্থিত। অষ্টদিক্‌পালের মধ্যে অগ্নি, ইন্দ্র, যম, নিঋ‍র্ত, বরুণ, পবন এই ছয়জন বৈদিক দেবতা। ইঁহাদিগের বাহন যথাক্রমে মেষ, হস্তী, মহিষ, মানব, মকর, ও মৃগ। নিঋ‍র্তিকে পদ্মাসনেও উপবিষ্ট থাকিতে দেখা যায়। বরুণের দুই পার্শ্বে মকরবাহিনী গঙ্গা ও কূর্ম্মবাহিনী যমুনা মূর্ত্তি ক্ষোদিত করা হইয়া থাকে। ভুবনেশ্বরের মন্দির গাত্রে গজাসনে উপবিষ্ট ইন্দ্রের যে বিনষ্ট-প্রায় প্রতিকৃতি আছে তাহার একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল। ইন্দ্রের হস্তী বাহনটি বৈদিক যুগের পরবর্ত্তীকালে কল্পিত। বৈদিক ইন্দ্রের লাঞ্ছন 'বজ্র'। পরবর্ত্তীকালে সম্ভবতঃ বৌদ্ধ 'বজ্র' চিহ্নের প্রচলন হেতু, ইন্দ্রের 'বজ্র' চিহ্ন ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইয়া থাকিবে। 'শিল্পসার' গ্রন্থে বজ্রের কোন ও উল্লেখ দেখা যায় না (১৩)। গান্ধার শিল্পের বজ্রপাণি

(১৩) উজ্জ্বলনীলমণিঃ, রাধাপ্রকরণং, পৃঃ ১৩৬, রামায়ণ বিদ্যারত্নের সংস্করণ।

(১৩) A. A. Macdonell in J. R. A. S. Pt. III & IV, 1918, p. 529.

ইন্দ্রশক্র বুদ্ধদেবের সান্নিধ্যে বিনয়াবনতভাবে দণ্ডায়মান দেখিতে পাওয়া যায়। ললিতবিস্তর প্রভৃতি বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থে গুহ্যক বা যক্ষদিগের রাজাও বজ্রপাণি নামে অভিহিত হইয়াছেন। বৌদ্ধ শিল্পে মারের হস্তেও বজ্রাস্ত্র দেখা যায় (১৪)। ধনদ, কুবের অথবা বৈশ্রবণ বৌদ্ধদিগের মধ্যেও উত্তরাশার অধিপতি বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার 'লাঞ্ছন, নকুল বা 'নেউল'; ইহা সাধারণতঃ কোলের উপর বা পার্শ্বদেশে বসিয়া থাকে। ঈশান ও বৃষভবাহন মহেশ্বরে কোনই প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। সাঞ্চীর বৌদ্ধস্তূপে অষ্টদিক্পালের পরিবর্ত্তে চারিটি তোরণে লোকপাল চতুষ্টয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। উত্তরে বৈশ্রবণ, দক্ষিণে কুম্ভাণ্ডদিগের অধিপতি বিরূঢ়ক, পশ্চিমে নাগরাজ বিরূপাক্ষ, ও পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্র (১৫)। 'লোকপাল' ও দিক্পাল প্রভৃতির সম্বন্ধ নির্ণয় এ গ্রন্থের বিষয়ীভূত নহে, তবে অষ্টম হইতে দশম খৃঃ অব্দের মধ্যে নির্ম্মিত রাজপুতানার অন্তর্গত ওসিয়া গ্রামের 'পঞ্চায়তন' মন্দিরেও যে অষ্টদিক্পাল মূর্ত্তি দেখা গিয়াছে একথা অধ্যাপক ভাণ্ডারকর উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীযুত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় অগ্নিপুরাণের 'দিক্পতি-নিয়োগ' নামক ৬৫ অধ্যায় হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন (১৬)। তাহাতে 'গজস্থিত' দেবরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া "ছাগস্থ" অগ্নি "মহিষস্থ" যম, "মকরস্থ" বরুণ কেহই বাদ পড়েন নাই।

---

(১৪) Vajrapani dans les sculptures du Gandhara, Actes des XIV Congres International des Orientalistes Alger, 1905, pp. 124, 125, 126.

(১৫) Sir John Marshall's Guide to Sanchi, p. 43.

(১৬) Orissa and her Remains, p. 171.

(চিত্র ৫)

পুরী জগন্নাথ-মন্দিরের জননী ও শিশুর মূর্তি।

[অক্সফোর্ড প্রেসের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে] [পৃঃ ১২

শ্রীযুক্ত হেভেল মহাশয়ের মতে পূর্ব্বতন সৌরোপাসনার ও প্রাকৃতিক উপাসনার যেটুকু অবশেষ বৌদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠানে স্থান পাইয়াছিল, লোকপাল প্রভৃতির মূর্ত্তি তাহারই রূপক নিদর্শন মাত্র (the symbolism of the earlier sun and nature worship which survived in Buddhistic ritual)। তোরণের নিকটস্থ লোকপালদিগের ক্ষোদিত মূর্ত্তি মর্ত্ত্যভূমের প্রবেশ পথ রক্ষা করিত (১৭)। 'মানসার' শিল্পে দিক্‌পালদিগের উদ্দেশ্যে বলি প্রদানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে ('দিক্‌পালানাং বলিং দদ্যাৎ সম্যক্ ব্রহ্মপ্রদেশকে') কিন্তু উৎকল মন্দিরে এখন আর এরূপ 'বলি' প্রথা প্রচলিত আছে বলিয়া মনে হয় না।

বড়দেউলের পার্ব্বতীমূর্ত্তিটি বাস্তবিকই বড়ই মনোহর। দেবী-মূর্ত্তি ছাড়িয়া শুধু স্ত্রী-মূর্ত্তি হিসাবে ধরিলেও এই প্রকার সুন্দর পরিকল্পনা এবং সৌন্দর্য্য-অনুপ্রাণিত বর্দ্ধকীর (sculptor) এরূপ শোভন-কলা-বিলাস কচিৎ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, মূর্ত্তিটির হস্তচতুষ্টয়ের একটিও বিদ্যমান নাই। কার্ত্তিক মূর্ত্তিটিও তরুণ পুরুষ-মূর্ত্তির আদর্শ স্বরূপ বলিয়া মনে হইল। কার্ত্তিক ও পার্ব্বতীমূর্ত্তি ব্যতীত লিঙ্গরাজমন্দিরের আরও দুইটি মূর্ত্তির প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। ইংরাজি পুস্তকে এই যুগল-মূর্ত্তি যোদ্ধা ও তাঁহার প্রণয়িনী বলিয়া ব্যাখ্যাত। সশস্ত্র যোদ্ধপুরুষ বাহুদ্বারা তাঁহার প্রণয়িনীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দুইটি মূর্ত্তিই বড় মনোহর, এবং স্বাভাবিক ভঙ্গীতে পরিকল্পিত ; কোথাও অশ্লীলতার চিহ্ন নাই। ভুবনেশ্বর হইতে কয়েকটি সুন্দর মূর্ত্তি কলিকাতা যাদুঘরে স্থানান্তরিত হইয়াছে ;

(১৭) Ideals of Indian Art, p. 17.

তন্মধ্যে একটি পরমরমণীয় স্ত্রী-মূর্ত্তির হস্তে দর্পণ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ দর্পণধারিণী য়ুনানী রতিদেবীর (Venus) সহিত ইহার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় রুচির অনুযায়ী বলিয়া এ মূর্ত্তিটি ইংরাজ সমালোচকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যাদুঘরের এই মূর্ত্তিকয়টির চিত্র গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল। ইহার মধ্যে লেখনীধারিণী রমণী মূর্ত্তিটি দেখিলে সত্যই মনে হয় যে ভারতীয় হিন্দু নারীগণ শুধু সেবার রমণী বা পুরুষের ক্রীড়া-পুত্তলী মাত্র ছিলেন না। পূর্ব্বকালে ভারতে বহু স্ত্রী-কবি যশোলাভ করিয়াছেন। হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের ইতিহাসে (১৮) দেখা যায় যে রামভদ্রাম্বা নামক একজন সাধারণ গৃহস্থ-কন্যা 'অষ্ট' ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া আপনাকে "অষ্ট-ভাষা-কল্পিত-চতুর্ব্বিধ-কবিতানুপ্রাণিত সাহিত্য-সাম্রাজ্য-পদপীঠারূঢ়" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিরুমলাম্বা-নাম্নী অপর একজন স্ত্রীকবিও বিজয়-নগরের রাজসভায় আদৃতা হইয়াছিলেন। যে দেশের শিক্ষিতা নারী গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনাতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না বলিয়া আজিও জনপ্রবাদ প্রচলিত, তাহারই একটি প্রদেশের মন্দিরে প্রাপ্ত, লিখনরতা রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া এখন আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি। ইহা হইতেই আমাদের অধঃপতনের সীমা যে কতদূর গড়াইয়াছে তাহা কতকটা বুঝা যায়। জননী ও শিশুর যে মূর্ত্তিটি রহিয়াছে তাহা পুরী ও কোণার্ক মন্দিরের মাতা ও শিশুর ক্ষোদিত চিত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। নারীর মাতৃত্বের এরূপ কোন বাঁধা ছাঁচ (mother motif) উড়িয়া শিল্পীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল কি না তাহা বলা সম্ভব

---

(১৮) Prof. S. Krishnaswami Ayyangar's Sources of Vijayanagar History, pp. 291, 302, and p. 170.

কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত স্ত্রী-মূর্ত্তি-চতুষ্টয় ; ইহার মধ্যে দ্বিতীয়টি দর্পণ ও চতুর্থটি লেখনী ধারণ করিয়া আছে ; তৃতীয়টি বাঁধা ছাঁচের মাতৃমূর্ত্তি।

[শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে]

[পৃঃ ১১

নহে, তবে ইহা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে যে, উড়িয়া ভাস্করেরা শুধু পাথর কাটার কসরৎই শিক্ষা করেন নাই—স্ব স্ব পরিকল্পনায় প্রাণ সঞ্চার করিয়া—তাঁহাদিগের নির্ম্মিত মূর্ত্তি সমূহে ভাবের অভিব্যক্তি স্ফুরণ-সম্বন্ধেও যথেষ্ট কৃতিত্বলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন (১৯)।

দেবমূর্ত্তি অপেক্ষা ভুবনেশ্বরের এই আনুষঙ্গিক মূর্ত্তিগুলি অধিকতর সৌন্দর্য্য-কলায় বিভূষিত। যেহেতু, এগুলির নির্ম্মাণসময়ে শিল্পীকে দেবমূর্ত্তি-তক্ষণের ন্যায় শাস্ত্রের ধরাবাঁধা নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় নাই। সাঞ্চী ও অমরাবতীর ন্যায় ভুবনেশ্বরেও অনেক স্থলে দেখা যায় যে, স্ত্রীমূর্ত্তিগুলি বহু অলঙ্কারে শোভিতা হইলেও অঙ্গে পরিধেয় বস্ত্রাদির চিহ্নমাত্র নাই। কিন্তু স্ত্রীমূর্ত্তির অনুপাতে উলঙ্গ পুরুষমূর্ত্তির সংখ্যা সেরূপ অধিক নহে। এ সম্বন্ধে জনৈক ইংরাজ পণ্ডিত বলিয়াছেন—"The prevailing character of these bas-reliefs is not due so much to ethnic or social causes as to the exigencies of Art......desire to display the female contour in all its attractions—unskilfulness of early art and difficulty of chiselling drapery in such hard coarse material." ললিত-কলার হিসাবে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্যই যে মূর্ত্তিগুলি এইরূপ

---

(১৯) বঙ্গদেশে প্রাপ্ত মাতৃমূর্ত্তি প্রায়শঃ শায়িতাবস্থায় পরিকল্পিত। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম খণ্ডে প্রদত্ত ২৫ সংখ্যক চিত্রে এইরূপ একটি মাতৃমূর্ত্তি 'শ্রীকৃষ্ণের জন্ম' নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রস্তরখোদিত বা চিত্রপটে-নিহিত বাৎসল্য-রস উন্মেষক ভারতীয় মাতৃমূর্ত্তিগুলি সাধারণতঃ কৃষ্ণ যশোদার কাহিনীর সহিত বিজড়িত। শ্রীযুক্ত সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় 'A Vaishnavite Madonna' নামক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য আলোচনা করিয়াছেন (Rupam, April 1920, p. 14 et seq.)।

বিবস্ত্র করিয়া খোদিত হইয়াছিল, ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। বালিয়া-পাথরে কাপড়ের ভাঁজ সূক্ষ্মরূপে খোদাই করা বড়ই কঠিন এবং বিশেষ শিল্প-নৈপুণ্য না থাকিলে ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব নহে; সুতরাং মূর্ত্তিগুলি দিগম্বর বলিয়া যে সেকালে স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে কাপড়ের যথেষ্ট ব্যবহার ছিল না, এরূপ আজগুবি অনুমান কখনই বিচার-সহ নহে (২০)। দেবীর দেহে যে সকল অলঙ্কারাদি খোদিত রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া মন্দির-নির্ম্মাণকালে উড়িয়া রমণীগণের ব্যবহৃত ভূষণাদির বিষয় অনেকটা অবগত হইতে পারা যায়। শুধু অলঙ্কার বলিয়া নহে, প্রাচীন বেশভূষা ও তৈজসাদি—এক কথায় সে কালের গৃহস্থালীর খবর-জানিতে হইলেও এই সকল খোদিত প্রস্তরের শরণাপন্ন হইতে হয়। একটুকু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই folding-stool, teapoy প্রভৃতি আধুনিক গৃহসজ্জার উপকরণের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত অনেক পুরাকালের আসবাবের চিত্রাদিও পাঠকগণের কৌতূহল উদ্রিক্ত করিয়া থাকে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিঙ্গরাজমন্দির-গাত্রে খোদিত একটি সুন্দর কারুকার্য্যযুক্ত (টিপয়) teapoy এর ন্যায় আসবাবের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি অনুমান করেন যে, এগুলি পুস্তক, কাগজ প্রভৃতি রাখার জন্য এবং সম্ভবতঃ আধুনিক দাবা-খেলার টেবিলের ন্যায়ও ব্যবহৃত হইত। Antiquities of Orissa গ্রন্থে বিভিন্ন মন্দির হইতে গৃহীত চেয়ার, কৌচ

---

(২০) কিন্তু এই সব মূর্ত্তি সম্পূর্ণ নগ্নরূপে পরিকল্পিত কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। গ্রীক শিল্পীদিগের মত ভারতীয় শিল্পীরাও সূক্ষ্ম বস্ত্র বুঝাইবার জন্য মূর্ত্তির নিম্নভাগে কয়েকটি রেখামাত্র অঙ্কিত করিতেন। যে সব স্থানে বসন দেখান প্রয়োজন. সে সব স্থানে তাহা দেখাইতে ত্রুটী হয় নাই। Maisey's Sanchi and its Remains, p. 22.

(চিত্র ৭)

লিঙ্গরাজ-মন্দিরে অবস্থিত বাদ্যোদ্যম ও লাস্যলীলার চিত্র।

[রাজা রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থ হইতে] [পৃঃ ১৬

(চিত্র ৮)
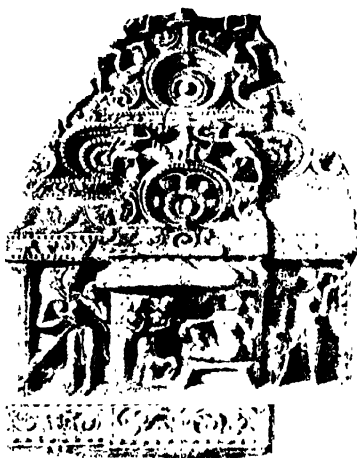
লিঙ্গরাজ-মন্দিরের শিখরগাত্রস্থ একটি ক্ষোদিত চিত্র।

কোনও ধনী মহিলা তক্তাপোষে বসিয়া বামহস্তটি বালিসের উপর রাখিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। মাটিতে যে রমণী বসিয়া আছে, সম্ভবতঃ সে কোনও কাহিনী শুনাইতেছে। দেখিয়া বোধ হয়, ইহা কোনও গৃহের অভ্যন্তরদেশ। [পৃঃ ১৬

(couch) প্রভৃতি আসবাবের অনেক চিত্র দেখা যায়। 'তাকিয়া' বা মোটা বালিস, এবং 'টোপ' বসান গদি প্রভৃতি বিরাম ও বিলাসের উপকরণ যে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত মন্দির ভাস্কর্য্য তাহা অদ্যাপিও জনসমক্ষে প্রমাণিত করিতেছে। তবে স্থূল দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, তাকিয়া হেলান দিয়া যে সকল নর-নারী বসিয়া আছে অত্যাবশ্যক বসনভারেও তাহারা কেহই প্রপীড়িত নহে (২১); তৈজসাদির মধ্যে পল্লীগ্রামে প্রচলিত 'অমৃতি'র ন্যায় একটি পাত্র সহজেই চক্ষে পড়ে। মুক্তেশ্বর মন্দির-গাত্রে book-stand অথবা মুসলমানদিগের কোরাণ পাঠ করিবার সময় পুথিরক্ষণের আধার রেহলের ন্যায় এক প্রকার বিচিত্র সামগ্রীও অঙ্কিত দেখা গিয়াছে। রাজা রাজেন্দ্রলাল অক্লান্ত পরিশ্রমে বিভিন্ন মন্দির হইতে চিত্রাদি সংগ্রহ করিয়া স্ত্রীলোকগণের শিরোভূষণ ও বেণী-বন্ধন-প্রণালীর তুলনা করিয়াছিলেন। প্রস্তর-ক্ষোদিত একটি চিত্রের সহিত ডাক্তার মিত্রের সমসাময়িক কোন বিলাতী Fashion Paper এ বর্ণিত প্যারিসীয় প্রথায় চুল-বাঁধার একটি নমুনা আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়া গিয়াছিল (২২)। উড়িষ্যার সভ্যতার ও সামাজিক রীতি-নীতির ইতিহাস সঙ্কলন করিতে গেলে এই সকল মাল-মসলা ব্যবহার না করিয়া উপায় নাই। গার্হস্থ্য শিল্পের কথা ছাড়িয়া দিয়া বাদ্য-গীতাদি উচ্চ অঙ্গের কলায় উৎকলবাসিগণ কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে হইলেও মন্দির-গাত্রস্থ বীণা, মৃদঙ্গ, তম্বুরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের চিত্র লক্ষ্য করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। নৃত্যের কথা আর কি বলিব—শিলালিপিতে স্বয়ং উৎকলের রাজকন্যাও

---

(২১) Mitra's Indo-Aryans, Vol. I, p. 195.

(২২) Ant. Oriso, figs, 97-98, plate XXV.

নর্ত্তন-পারদর্শিনী বলিয়া উল্লিখিতা হইয়াছেন (২৩)। মন্দির-সমূহ হইতে বাদ্যোদ্যম ও লাস্যলীলার বিভিন্ন ভঙ্গীর চিত্র সংগ্রহ করিতে পারিলে মধ্যযুগের "গীতজ্ঞা লয়-তান-নর্ত্তন-কলা-কৌশল্যা লীলালয়া" উড়িয়া সীমন্তিনীগণের ললিতকলাপারদর্শিতা বিষয়ে উচ্চ অঙ্গের একখানি মনোগ্রাফ (monograph) প্রকাশিত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"ভুবনেশ্বর মন্দিরের চিত্রাবলীতে প্রথমে মনে বিস্ময়ের আঘাত লাগে। স্বভাবতঃ হয়ত লাগিত না, কিন্তু আশৈশব ইংরাজী শিক্ষায় আমরা স্বর্গ মর্ত্ত্যকে মনে মনে ভাগ করিয়া রাখিয়াছি। সর্ব্বদাই সন্তর্পণে ছিলাম, পাছে দেবআদর্শে মানব ভাবের কোন আঁচ লাগে; পাছে দেব মানবের মধ্যে যে পরম পবিত্র সুদূর ব্যবধান, ক্ষুদ্র মানব তাহা লেশ মাত্র লঙ্ঘন করে।

"এখানে মানুষ দেবতার একেবারে যেন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে—তাও যে ধূলা ঝাড়িয়া আসিয়াছে, তাও নয়। গতিশীল, কর্ম্মরত, ধূলিলিপ্ত সংসারের প্রতিকৃতি নিঃসঙ্কোচে সমুচ্চ হইয়া উঠিয়া দেবতার প্রতিমূর্ত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।

"মন্দিরের ভিতরে গেলাম—সেখানে একটিও চিত্র নাই, আলোক নাই, অনলঙ্কৃত নিভৃত অস্ফুটতার মধ্যে দেবমূর্ত্তি নিস্তব্ধ বিরাজ করিতেছে।

"ইহার একটি বৃহৎ অর্থ মনে উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না। মানুষ এই প্রস্তরের ভাষায় যাহা বলিবার চেষ্টা করিয়াছে,

---

(২৩) Inscription describing the erection of a Vishnu temple by Chandrika Debi, published in Epigraphia Indica, Vol. XIII Pt. X. P. 150. এই শিলালিপিখানি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া অনুমিত।

(চিত্র ৯)
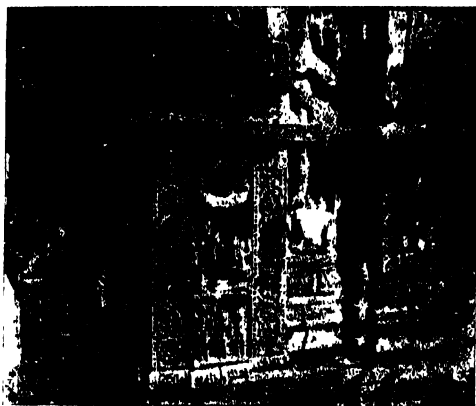
লিঙ্গরাজ-মন্দিরগাত্রস্থ ক্ষোদিত চিত্র।

ানও একটি গার্হস্থ্য চিত্রের উপরিভাগে নৌকাকৃতি বিমানের উপর দেবগণ অবস্থিত। মানুষ ও দেবতা যেন পরস্পরের গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে।

[পৃঃ ১৬

তাহা সেই বহু দূরকাল হইতে আমার মনের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

"সে কথা এই—দেবতা দূরে নাই, গির্জ্জায় নাই, তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন। তিনি জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, মিলন-বিচ্ছেদের মাঝখানে স্তব্ধভাবে বিরাজমান। এই সংসারই তাঁহার চিরন্তন মন্দির। এই সজীব-সচেতন বিপুল দেবালয় অহরহঃ বিচিত্র হইয়া রচিত হইয়া উঠিতেছে। ইহা কোনকালে নূতন নহে, কোনকালে পুরাতন হয় না। ইহার কিছুই স্থির নহে, সমস্তই নিয়ত পরিবর্ত্তমান—অথচ ইহার মহৎ ঐক্য, ইহার সততা, ইহার নিত্যতা নষ্ট হয় না, কারণ এই চঞ্চল বিচিত্রের মধ্যে এক নিত্যসত্য প্রকাশ পাইতেছেন (২৪)।"

খোদিত চিত্রের মধ্যে দেখিলাম, কোথায়ও শৌনকাদি মুনিগণ শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন, কোথাও বা দেবদেবীর বিবাহের চিত্র। কোনারকের সরকারী চিত্রশালায় সীতা-সম্প্রদানের চিত্র দেখিয়াছিলাম, সুতরাং চিনিয়া লইতে বিলম্ব হইল না। কলচুরি রাজ্যের পুরাতন রাজধানী রতনপুরে, কণ্ঠেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের গাত্রে, অষ্টম বা নবম খৃষ্টাব্দের পুরাতন দেবসৌধ হইতে গৃহীত, প্রস্তরে উৎকীর্ণ যে চিত্রটি দেখা যায়, তাহা হরপার্ব্বতীর বিবাহের চিত্র (২৫); প্রাচীন গুহা খোদিত মন্দিরে ইহার অনুরূপ চিত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাণ্ডা মহাশয় ভুবনেশ্বরের এই দেব বিবাহের চিত্রে, বর বধুকে হরপার্ব্বতীর পরিবর্ত্তে রামসীতা বলিয়া কেন যে সনাক্ত করিলেন তাহা বলিতে পারি না। যাউক সে সকল কথা। মন্দির গাত্রে খোদিত ঋষি

---

(২৪) মন্দিরের কথা—বঙ্গদর্শন, ৩য় বর্ষ; পৌষ, নবম সংখ্যা, ১৩১০।

(২৫) Progr. Rep. Arch. Survey, W. Circle, 1904, pp. 27-28.

বা সাধুগণের মূর্ত্তির মধ্যে কয়েকটি কঙ্কালসার মূর্ত্তি দেখিলাম। পরশুরামের মন্দিরেও এইরূপ কতকগুলি চিত্র আছে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ইহাদের কাহারও হাতে চিমটা, কাহারও হাতে অলাবুপাত্র; কেহ বা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে, কেহ বা গার্হস্থ্য কর্ম্মে নিযুক্ত। সাঞ্চী ও অমরাবতীর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও এইরূপ চিত্রাদি দেখা যায়। ইঁহারা বোধ হয়, অরণ্যচারী বানপ্রস্থাশ্রমী সন্ন্যাসী হইবেন। কোনও ইউরোপীয় পণ্ডিত ভ্রমক্রমে এগুলি অনার্য্য দস্যুর চিত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। লিঙ্গরাজ দেউলের শিক্ষাদানে নিরত ঋষিদিগের চিত্র এ সন্দেহ সহজেই আপনোদন করে।

লিঙ্গরাজ-মন্দিরটি যেরূপ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সেইরূপ ইহাতে কারুকার্য্যেরও অন্ত নাই। আমাদের পলী-মাটীর বাঙ্গালা দেশে পাথরের কাজ নাই। যা কিছু আছে, কেবল ইটের কাজ; তাহাও আবার সচরাচর ২৫০।৩০০ বৎসরের অধিক পুরাতন নহে। বাঙ্গালার মন্দিরগুলি প্রায়শঃ আমাদের সনাতন পর্ণশালার অনুকরণে নির্ম্মিত। ইষ্টকের গায়ে যে সকল লতা-পাতার ও পৌরাণিক ঘটনাবলীর চিত্র অঙ্কিত থাকে, তাহা আমাদের নিজস্ব বলিয়া সুন্দর বটে, কিন্তু ভুবনেশ্বরের সামান্য একটি কার্ণিশের কোণের ক্ষুদ্রতম অংশের কারুকার্য্য কিছুক্ষণ ধরিয়া লক্ষ্য করিলে এ সকল নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। লিঙ্গরাজের সমগ্র মন্দিরটি দেখিয়া সত্যই বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। মনে হয় যে, সেকালের স্থপতিরা ময়দানবের ন্যায় যেরূপ সুবৃহৎ সৌধ-পরিকল্পনায় দক্ষ ছিলেন, সেইরূপ আবার সেগুলির প্রত্যেক কোণ ও ক্ষুদ্র অংশ সুদক্ষ মণিকারের ন্যায় শিল্পসৌন্দর্য্যে ভূষিত করিতে জানিতেন।

(চিত্র ১০)
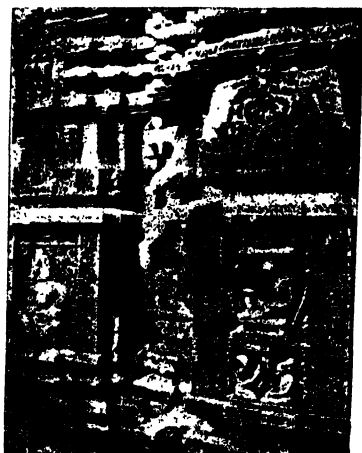
লিঙ্গরাজ-মন্দিরগাত্রস্থ সাধু বা ধর্ম্মোপদেশকের মূর্ত্তি।

[পৃঃ ১৮

(চিত্র ১১)
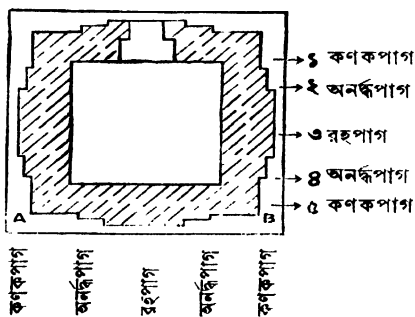
রেখা দেউলের ভিত্তির নক্সা।

শ্রীযুক্ত এইচ্, এম্, আর্ণট্ মহাশয়ের সরকারী রিপোর্টে প্রদত্ত নক্সা অবলম্বনে]

[পৃঃ ২১

মন্দির-নির্ম্মাণকাল ও ভুবনেশ্বরের স্থাপত্য।

লিঙ্গরাজ-মন্দির ইউরোপীয় কলাবিদ্ ও স্থপতিগণের মতে দেশীয় স্থাপত্যশিল্পের যুগ-নির্দ্দেশক-চিহ্ন (land-mark) স্বরূপ। ডাঃ লে বঁ ইহাকে শিল্পগৌরবসমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠতম ভারতীয় মন্দির সমূহের অন্তর্গত বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছেন (C'est un des edifices les plus majestueux de-L'inde)। তাঁহার মতে উড়িষ্যার অপর মন্দিরগুলি ইহারই অনুকরণে নির্ম্মিত (son plan est celui de tous les temples d' Orissa)। বলা বহুল্য, আকৃতিগত সাদৃশ্যসম্বন্ধে এ উক্তি ব্রহ্মেশ্বর, রাজরাণী, সিদ্ধেশ্বর, কেদারেশ্বর, বৈতাল-দেউল প্রভৃতি মন্দিরের প্রতি কোনমতেই প্রয়োজ্য হইতে পারে না। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে লিঙ্গরাজ মন্দির সপ্তম শতাব্দীতে রাজা ললাটেন্দ্র বা ললাটেন্দু কেশরী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। উড়িষ্যার প্রথম ইংরাজি ইতিহাস-রচয়িতা ষ্টার্লিং (Stirling) বোধ হয়, প্রচলিত প্রবাদাদি অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছিলেন যে খৃঃ ৬৫৭ অব্দে, অন্যূন ৪০ বৎসরের পর, লিঙ্গরাজ-মন্দিরের নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছিল। ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত এম, এইচ, অর্ণটও এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন (২)।

---

(১) Les Monuments de L' Inde, Ed. 1893.

(২) Preface to the photographs illustrating repairs executed to the temples at Bhubaneshwar.

ডাঃ লে বঁ আরও কিছু পিছাইয়া সপ্তম শতাব্দীর শেষাংশই (fin de septieme siecle) ইহার নির্ম্মাণকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহেন।. কামসূত্রের ইংরাজী অনুবাদকের মতে ভুবনেশ্বরের শৈবমন্দির অষ্টম শতাব্দীতে নির্ম্মিত, (৩) কিন্তু আধুনিক পণ্ডিত-গণের মধ্যে কেহ কেহ নবম হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত 'হটিয়া' আসিতেও দ্বিধা বোধ করেন না। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলির মধ্যে মুক্তেশ্বর-মন্দির নবম শতাব্দীর এবং পরশুরামেশ্বর-নামক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দিরটি অষ্টম বা নবম শতাব্দীর, এইরূপ অনুমান করিয়া লিঙ্গরাজ-মন্দির-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, "ইহা দশম শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়াই অনুমিত হইয়া থাকে (supposed to date from the 10th century)।" আপাততঃ যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে ত্রিভুবণেশ্বরের (লিঙ্গরাজ দেবের) মন্দির খৃঃ নবম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত বলিয়াই বিশ্বাস জন্মে। স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও পরশুরামেশ্বর মন্দিরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে মতপ্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, দ্রাবিড়-স্থাপত্য-প্রভাব-যুক্ত এই স্থাপত্য কীর্ত্তি ৫ম বা ৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হওয়াই সম্ভব (৪)। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত List of Ancient Monuments in Bengal গ্রন্থে কুটীল অক্ষরে লিখিত একখানি শিলা-লিপির উল্লেখ আছে। আমরা প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্ম্মচারী স্বর্গীয়

---

(৩) The Kama-Sutra of Vatsyayana, 1883 (Reprint) p. 69.

(৪) Orissa & her Remains, p. 271 & p. 207.

(চিত্র ১২)
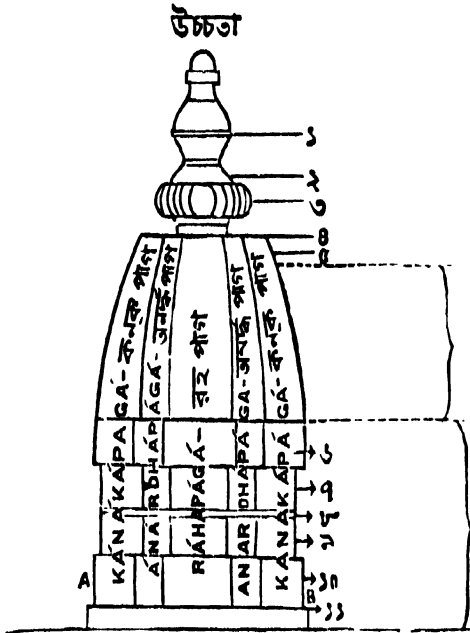
১। কলস। ২। কর্পূরী। ৩। আমলা। ৪। বেকী। ৫। ঘাটচক্র বা ঘাড়চক্র। ৬। দ্বিতীয় জঙ্ঘা। ৭। দ্বিতীয় বারান্দী। ৮। বন্ধন। ৯। প্রথম বারান্দী। ১০। প্রথম জঙ্ঘা। ১১। পৃষ্ঠ।

মন্দিরের রেখা অথবা শিখরাংশের সম্পূর্ণ চিত্র।

[শ্রীযুক্ত এম্, এইচ্, আর্ণটের রিপোর্টে প্রদত্ত নক্সা অবলম্বনে] [পৃ ২২

হরনন্দন পাণ্ডে মহাশয়ের সাহায্যে তাহার প্রতিলিপি আনাইয়াছিলাম। লিপিখানি পরশুরামেশ্বর মন্দিরের জগমোহনের দ্বারদেশে সংলগ্ন আছে। বন্ধুবর ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার উহার যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন তাহা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রামেশ্বর ভট্ট নামক কোন ব্রাহ্মণ, তপস্বী ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবার জন্য দুই আঢক পরিমাণ নৈবেদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা না দিলে ক্ষেত্রপাল মহাপাতকে পতিত হইবেন এইরূপ শাপোক্তিও লিপিশেষে দেখা যায়। মহাভব গুপ্তের বক্রতেন্তুলী তাম্রশাসনের লিপির সহিত এই লিপির অক্ষর-সাদৃশ্য হইতে অনুমিত হয় যে, লিপিখানি সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। লিঙ্গরাজের বড় দেউল তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী না হউক অধিক পরবর্ত্তী না হওয়াই সম্ভব। ত্রিভুবনেশ্বর দেবের মন্দিরটি যে আর্য্যাবর্ত্ত বা ভারতীয় আর্য্য-স্থাপত্য-পদ্ধতির (Indo-Aryan or Aryavarta style) সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন ভিন্সেণ্ট স্মিথ মহোদয়ও সে কথা স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই (৫)।

---

(৫) শ্রীযুক্ত এল, ডি বার্ণেট্ মহাশয়ের মতেও উড়িষ্যার হিন্দু-ভারতীয় (Indo Aryan) স্থাপত্য প্রথার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত এই ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজমন্দির। বার্ণেট্ ইউরোপীয় স্থপতিদিগের মতানুসরণ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রথমে শিখর নিম্নস্থ গর্ভগৃহ ও তৎসংলগ্ন একটি মাত্র মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত। এই সকল অংশগুলি ধরিয়া লিঙ্গরাজমন্দির দৈর্ঘ্যে ২১০ ফিট। শিখরদেশ চওড়ায় এক কোণ হইতে আর এক কোণ পর্য্যন্ত ৬০´ হইতে ৭৫´ ফিটের মধ্যে, এবং উচ্চতায় ১৮০´ ফিটের বেশী বই কম হইবে না। ৬৫০ হইতে ৯০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে নির্ম্মিত ভুবনেশ্বরের প্রাচীন মন্দিরাদি দেখিয়া প্রতীয়মান হয় যে পূর্ব্বে শিখর সেরূপ উচ্চ হইত না। (Dr. L. D. Barnett's Antiquities of India, pp. 238-239)। উচ্চশিখর-যুক্ত লিঙ্গরাজমন্দির যে পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত, ডাঃ বার্ণেট প্রমুখ পণ্ডিতগণ তাহা বিবেচনা করার ইহাই অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়।

আর্য্যাবর্ত্তশ্রেণীর মন্দির নর্ম্মদার দক্ষিণে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। স্ফীতোদর "বিমান" ও পার্শ্বদেশের উর্দ্ধাধঃ ভুগ্নতাই (curvature) এ সকল মন্দিরের প্রধান বিশেষত্ব বলিয়াই পরিগণিত। 'আর্য্যভারতীয়' মন্দিরের আকার সাধারণতঃ চতুষ্কোণ কিন্তু দ্রাবিড়ী প্রথায় নির্ম্মিত দেউলগুলির ন্যায় ইহা একাধিক 'তলা' (story) বিশিষ্ট নহে। নবম্ বা দশম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত মন্দিরগুলির মধ্যেই এই স্থাপত্য-পদ্ধতির উৎকৃষ্ট নমুনা দেখা গিয়া থাকে। এ শ্রেণীর প্রাচীনতম দেউলের বিমান সেরূপ সমুচ্চ নহে এবং জগমোহনের ছাদ পরবর্ত্তীকালের মন্দিরাদির তুলনায় স্থূলত্ব ও গুরুত্ব হিসাবে নিতান্ত কম না হইলেও সাধারণতঃ উহা স্তম্ভশ্রেণীর উপর নির্ভর করে না (astylar)। উর্দ্ধাধঃ (vertical) ও 'পাতিত' (horizontal) রেখার নিপুণ সমাবেশে অনতি-উচ্চ দেউল-গুলিরও স্থাপত্য-মহিমা বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মিঃ সিম্পসন (Simpson) নামক জনৈক স্থপতির মত উল্লেখ করিয়া ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন যে, "সম্ভবতঃ রথযাত্রার রথের উপর যে বংশনির্ম্মিত বস্ত্রাবৃত বেষ্টনী থাকে, তাহারই অনুকরণে এই শ্রেণীর মন্দির-চূড়ার উদ্ভব হইয়া থাকিবে" (৬)। ফার্গুসন (Fergusson) যাহাকে ওড্র-স্থাপত্য-শিল্পের রত্নস্বরূপ ("Jewel of Orissan Art"), বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন, সেই মুক্তেশ্বর মন্দিরই ইহার প্রাচীনতম আদর্শ।

---

(৬) Origin and mutations in Indian and Eastern architecture, Transactions of Royal Institute of British Architects, Vol, VII, N. S. 1891, pp. 225-26, quoted by Vincent Smith.

(চিত্র ১৩)
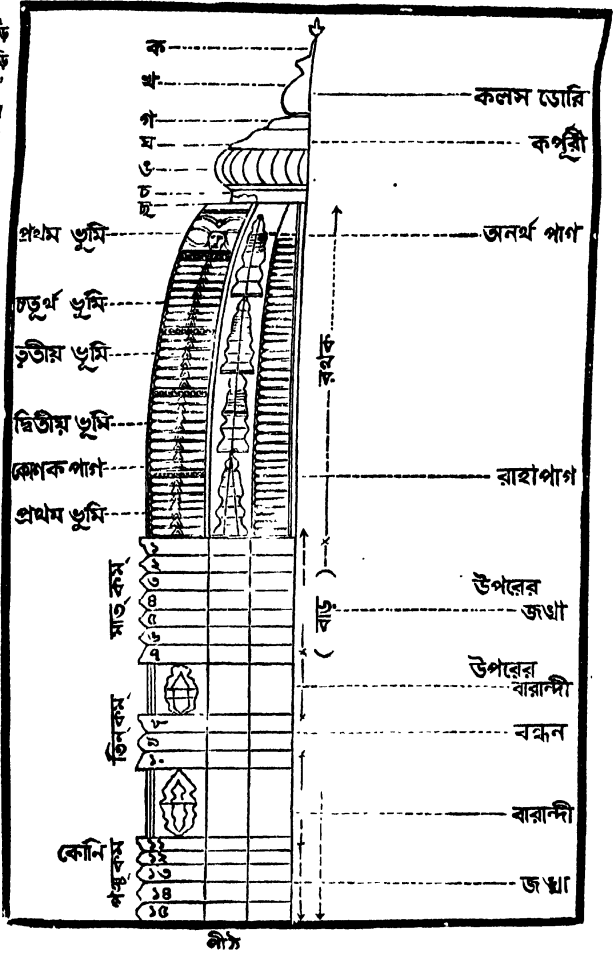
উৎকলে প্রচলিত আর্য্যাবর্ত্ত অথবা আর্য্য ভারতীয় স্থাপত্য পদ্ধতির শিখর দেশের অর্দ্ধ নক্সা।

[শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ২২

উড়িষ্যা দ্বিবিধ ভারতীয় স্থাপত্যের মিলন-তীর্থ বলিয়া মনে হয়। উত্তর ভারতের স্থাপত্য হইতে শিখরাংশ ও দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্য হইতে পিরামিডাকৃতি মণ্ডপসমূহের নির্ম্মাণ-কৌশল গ্রহণ করিয়া উড়িয়াশিল্পীরা দেশীয় রুচি অনুসারে মূল আদর্শের আবশ্যকানুযায়ী পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিয়াছে। উৎকলের স্বতন্ত্র স্থাপত্যরীতি যে এই উভয়ের সমবায়েই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, ইহাই সম্ভব বলিয়া বিবেচনা হয়।

ডাঃ এল, ডি, বার্ণেট্ মহাশয়কে কিন্তু এ মতের সমর্থক বলিয়া মনে হয় না, যে হেতু 'পাতিত' খিলান্ (horizontal arch) নির্ম্মাণপ্রণালী হইতেই শিখরের উৎপত্তি হইয়াছে, ফার্গুসনের এই অনুমান তিনি প্রামাণিকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন (৭)। ভারতীয় স্থাপত্যে বিমানের যে বহু প্রকার ভেদ রহিয়াছে সে কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। মহিশূর রাজ্যে চালুক্য স্থাপত্যপ্রথার নিদর্শন, দ্বাদশ শতাব্দীর বেলুড়মন্দিরে (৮) যে "তারাকৃতি"-ভিত্তিযুক্ত (star-shaped) বিমান দেখা যায়, তাহার সহিত উদ্গত স্তম্ভবিশিষ্ট উড়িষ্যার খাঁজকাটা বিমানের কতকটা সাদৃশ্য থাকিলেও অসাদৃশ্যের পরিমাণও বড় কম নহে (৯)। মাদ্রাজী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত এস্ কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার মহাশয় বলিয়াছেন যে, দেবগণের আকাশগামী রথের সহিত কাল্পনিক সাদৃশ্যবশতঃ শোভাযাত্রার রথগুলিকে (processional

---

(৭) Barnett's Antiquities of India, p. 238.

(৮) এই মন্দিরটি হৈশলরাজ বিষ্ণুবর্দ্ধন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা উত্তরাপথের ও দাক্ষিণাত্যের (দ্রাবিড়ের) বিভিন্ন স্থাপত্যপ্রথার সংমিশ্রণে উদ্ভূত চালুক্য প্রণালীর উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

(৯) Ibid, pl. XV.

cars) 'বিমান' বলা হইত। ইহা হইতেই গর্ভগৃহের উপরিস্থ চূড়াটি ('tower') ও 'বিমান' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। তাঁহার মতে শোভাযাত্রার 'বিমান' সমূহ ক্রমশঃ সামরিক রথের স্থান অধিকার করিয়াছিল (১০)। 'শ্রীমন্দিরের স্থাপত্য' অধ্যায়ে বর্ণিত শ্রীযুক্ত হেভেলের অনুমান আয়েঙ্গার মহাশয় যে অনেকাংশে সমর্থন করিতেছেন ইহা হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। মহাবলীপুরের প্রস্তর ক্ষোদিত মন্দিরগুলি 'রথ' নামে অভিহিত। ইহার মধ্যেও বিমানের আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিতে পাই। তাঞ্জোর জেলায় কাবেরী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত তিরুবদমরুদুরের (Tiruvadamarudur) বিখ্যাত রথটির চিত্র দর্শন করিলে মহাবল্লীপুরের একটি প্রস্তরক্ষোদিত রথের সহিত আকৃতিগত সাদৃশ্যের কথা সহজেই মনে পড়ে। উড়িষ্যা মন্দিরের পিরামিডাকৃতি "পিড়" দেউল বা মণ্ডপ যে ইহারই বংশধর এ অনুমান অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তিরুবদমরুদুরের রথের প্রতিকৃতির সহিত কোণার্ক-মন্দিরের চিত্র তুলনা করিলে এ কথা সহজেই প্রতীয়মান হইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে সার্ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের সম্মানার্থ বহু পণ্ডিত জনের প্রবন্ধাদি-পরিপূর্ণ যে স্মারক-পুস্তক (Memorial Volume) প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে কলিকাতা আর্টস্কুলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ই, বি, হেভেল প্রাচ্যমন্দিরের 'শিখর' অথবা 'বিমান' সম্বন্ধে কয়েকটি কৌতূহলজনক তথ্য প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে শিখর-নির্ম্মাণ-কৌশল ইদানীং যুদ্ধক্ষেত্ররূপে সর্ব্বজন-পরিচিত মেসোপোটেমিয়া বা ইরাক প্রদেশের বহুপ্রাচীন নিনেভে 'Nineveh' নগরী হইতে আমদানী হইয়াছিল। সেখানকার সুপ্রাচীন
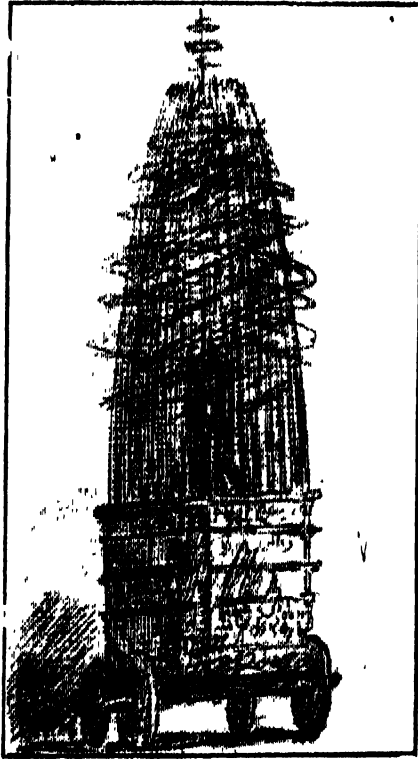
(১০) J. R. A. S., July, 1915, p. 523.

(চিত্র ১৪)

রথের বংশনির্ম্মিত বস্ত্রাবৃত বেষ্টনী হইতে মন্দির শিখরের উদ্বর্ত্তন।

[শ্রীযুক্ত সিম্পসনের নক্সা হইতে রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউট অফ্‌ ব্রিটিস্‌ আর্কিটেক্‌টস্‌ সমিতির সৌজন্যে]

[পৃঃ ২২

স্থাপত্য-নিদর্শনের মধ্যে এরূপ গঠনযুক্ত মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ না কি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং 'আর্য্যাবর্ত্ত' স্থাপত্য-পদ্ধতি যে কি পরিমাণে বিদেশী প্রভাবে অনুপ্রাণিত সে সম্বন্ধে এখনও মতভেদ রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। দুঃখের বিষয় বিশেষজ্ঞ-পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভিন্নদেশীয় স্থাপত্য প্রথার বিস্তার সম্বন্ধে যে কি উপায়ে মতামত নির্দ্ধারিত করিয়া থাকেন, এবং কি প্রকার বিশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বনে তাঁহারা নিজ নিজ মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন, তাহা তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে সকল সময়ে বিস্তারিত ভাবে প্রদত্ত হয় না। শ্রীযুক্ত সি, টি, রিভিওরা মোস্লেম স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থে মিসর দেশের কায়রো নগরস্থ হাকিম এর মস্‌জিদ ও সেখ অয়ুবের সমাধিমন্দিরের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে এই দুইটি ইমারতই 'কিম্ভূত-কিমাকার' (bizarre) ভারতীয় আদর্শ হইতে গৃহীত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত অষ্টম শতাব্দীর ওসিয়ার মন্দির এবং নবম বা দশম হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর অন্তর্গত মুক্তেশ্বর মন্দিরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (১১)। উড়িষ্যা হইতে ভারতীয় আদর্শ যদি মিসর পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারে, তাহা হইলে মেসোপটেমিয়া হইতে পারস্যের পথে বিদেশী আদর্শ ভারতে আসাও অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবে না। শ্রীযুক্ত হেভেল, লেয়ার্ড প্রণীত 'নিনেভে' হইতে প্রমাণ স্বরূপ যে চিত্রটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রতিলিপিটি উত্তমরূপে লক্ষ্য করিলে দৃষ্ট হইবে যে শিখরদ্বয়ের অগ্রভাগে যাহা 'আমলক' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা ভারতীয় আমলকের

---

(১১) Moslem Architecture by C. T. Riviora, Oxford University Press p. 158 & p. 164.

ন্যায় খাঁজ কাটা নহে, এবং শীর্ষস্থ (finial) কলসটীরও কোন চিহ্ন দেখা যায় না, সুতরাং হেভেলের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হইলে এ পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন ভারতে আসিয়া ঘটিয়াছে ইহাই স্বীকার করিতে হয়।

ভারতের প্রাচীনতম দেবালয় গিরি গুহায় অবস্থিত। পরবর্ত্তী-কালে, কোনও কোনও স্থলে মন্দির-স্থাপত্যে ক্ষোদিত গিরি-গুহাদির অনুকরণের চেষ্টা দেখা যায়। রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থে মন্দির-শিখরের উল্লেখ থাকিলেও (১২) খৃষ্ট পূর্ব্ব যুগের কোনও শিখর সংযুক্ত দেবালয় অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। গুপ্ত যুগের মন্দিরাদি অধিকাংশই সমতল ছাদ বিশিষ্ট, কেবল নাচ্না কুঠারা নামক স্থানে শিখর-সংযুক্ত একটি গুপ্ত যুগের মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পুস্তকাদি-নিহিত প্রমাণ হইতে যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে আর্য্যাবর্ত্ত শ্রেণীর 'শিখর' (মন্দির চূড়া) ভারতীয় স্থপতিগণ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত বলিয়াই বিশ্বাস জন্মে।

সে যাহা হউক ভুবনেশ্বরের স্থাপত্যকলায় উড়িয়া শিল্পিগণের যে আশ্চর্য্য প্রতিভা দেদীপ্যমান, শত বৈদেশিক-ঋণ স্বীকার করিলেও তাহার গৌরব কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না।

বিশেষজ্ঞগণ স্থাপত্যের দিক্ দিয়া উৎকলের মন্দিরগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে চাহেন। মুক্তেশ্বরের অস্তম্ভ (astylar) মন্দিরই প্রথম শ্রেণীর দেউলের প্রাচীনতম আদর্শ; লিঙ্গরাজ মন্দির দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত; ইহার অত্যুচ্চ বিমানাংশের ঊর্দ্ধদেশেই

---

(১২) Ramayana (II. 6-11) quoted in J. B. B. R. A. S, Vol. XXXIII, p. 260. Vide Ed. Bangabasi, p. 149.

(চিত্র ১৫)

তারাকৃতি ভিত্তিযুক্ত বেলুড় মন্দির। [পৃঃ ২৩

(চিত্র ১৬)

পীড় দেউলের ভিত্তির অর্দ্ধ নক্সা।
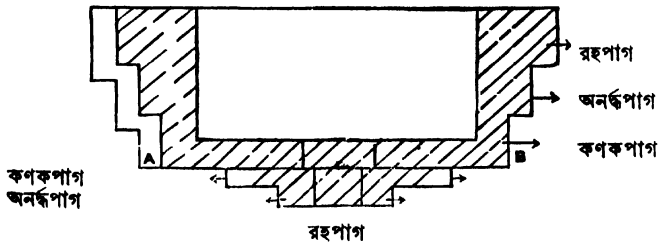
[শ্রীযুক্ত এম, এইচ, আর্ণট কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল নক্সা অবলম্বনে] [পৃঃ ২৪

কেবল ভুগ্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে, বাকী অংশ প্রায় খাড়া হইয়া উঠিয়াছে।

ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ প্রণালীর উদ্বর্তনপ্রসঙ্গে ভিন্সেণ্ট স্মিথ মহাশয়ও এই তিনটি বিশিষ্ট শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে পরশুরামেশ্বর ও মুক্তেশ্বর এই উভয় মন্দিরই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। এই দুই প্রকার মন্দিরের বিভিন্ন নির্ম্মাণ-প্রণালী বোধ হয় একই সময়ে পাশাপাশি ভাবে বর্ত্তমান ছিল, (running paripassu)। ইহাতে স্তম্ভের নাম-গন্ধ নাই (astylar)। উচ্চ শেখরযুক্ত লিঙ্গ-রাজমন্দিরই দ্বিতীয় শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই জাতীয় মন্দিরে জগমোহনের ছাদও অনেক উচ্চে অবস্থিত। কেহ কেহ বলিয়াছেন লিঙ্গরাজ মন্দিরের কারুকার্য্যময় শেখরাংশ কোনও মন্দিরের দারুময় আদর্শ (wooden model) হইতেই গৃহীত। ফার্গুসনের মতেও, যে মূল দৃষ্টান্ত হইতে লিঙ্গরাজ মন্দির পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহা সম্ভবতঃ কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল। স্থাপত্য-শিল্পের জন্য প্রস্তর ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বে কাষ্ঠই যে গৃহ বা মন্দির নির্ম্মাণের প্রধান উপকরণ ছিল, একথা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন (১৩,। তৃতীয় শ্রেণীর মন্দিরগুলি প্রথম দুই শ্রেণীর সংমিশ্রণে গঠিত। দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলি প্রায়শঃ ঐ শ্রেণীরই অন্তর্গত। এ গুলি স্তম্ভবিশিষ্ট, এবং বহু কারুকার্য্যে সুশোভিত। সাধারণতঃ 'রাজা-রাণীর' মন্দিরই ইহার

(১৩) ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বর্গীয় ডাঃ ফার্গুসন পশ্চিম ভারতীয় মৌর্য্য-চৈত্যাদির ও বিশেষ করিয়া "ভাজ" (Bhaja) গুহার উল্লেখ করিয়াছেন। (Archaeology in India p. 15-16). তাঁহার মতে এই ক্ষোদিত চৈত্য-গর্ভ গুহাটিতে সর্ব্বত্রই কাষ্ঠ নির্ম্মিত আদর্শের অনুকরণ দেখা যায়, এমন কি ছাদের আড়কাঠ (ribs) গুলিও বাদ পড়ে নাই।

শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনরূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই মন্দিরটি ‘রাজরাণীয়া’ নামক এক প্রকার প্রস্তরে নির্ম্মিত বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

ফার্গুসন বিমান গাত্রস্থ খণ্ডিত অংশগুলির কারুকার্য্য দেখিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, খোদাই কাজ করা কাঠের গুঁড়ির সহিত এগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ইহা হইতেই মন্দিরের মূল আদর্শটি যে কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল এরূপ অনুমান করা কতদূর ন্যায়সঙ্গত তাহা স্থাপত্যশিল্পবিদ্‌গণই বলিতে পারেন। লিঙ্গরাজ মন্দির মোটের উপর চারিটিভাগে বিভক্ত ;—

১। রেখা অথবা গর্ভ্ভগৃহ ও তদুপরিস্থ ধ্বজশেখর।

২। ভদ্রক অথবা জগমোহন।

৩। নাটমন্দির।

৪। ভোগ-মন্দির।

প্রাচীন গ্রীকমন্দিরেও এইরূপ তিন চারিটি প্রধান অংশ বা বিভাগ থাকার কথা জানা যায়। সম্প্রতি প্রাচীন তক্ষশিলায় যে সকল স্থাপত্য চিহ্নাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে জান্‌দিয়ালের গ্রীকপ্রণালীর মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরের প্রথমাংশেই pronaos অথবা porch। ইহা কতকাংশে জগমোহনের সহিত তুলনীয়। পরে naos বা sanctuary। ইহা কতকটা গর্ভ্ভগৃহের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত বলা যাইতে পারে। আসল গ্রীকমন্দির গুলিতে ইহার পর আর একটি ঘর থাকে, কিন্তু জান্‌দিয়ালে তাহা নাই। সর্ব্বশেষে, opisthodomos অর্থাৎ back porch বা পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠ। মার্শাল অনুমান করেন, জান্‌দিয়াল মন্দিরে এই back porch এর উপরেই মন্দিরচূড়া

(চিত্র ১৭)
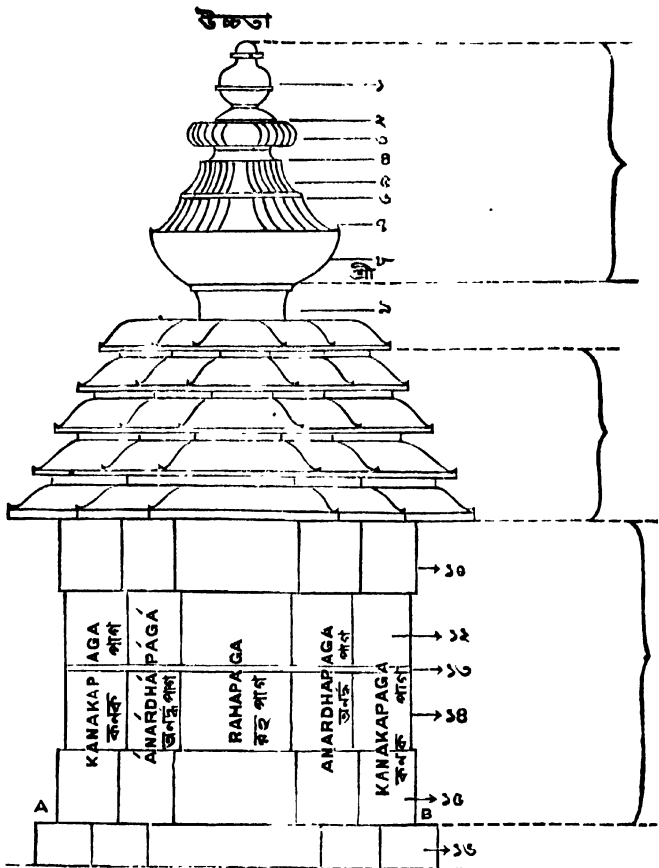
১। কলস। ২। থাপুরী বা কপুরী ৩। আমলা। ৪। আমলা বেকী। ৫। সিজুপত্রিম্বা পোখুড়া। ৬। ডোরি। ৭। ইরিপাতা ঢাই মারুণী। ৮। শ্রী। ৯। বেকী। ১০। দ্বিতীয় জঙ্ঘা। ১২। দ্বিতীয় বারান্দী। ১৩। বন্ধ বা বন্ধন। ১৪। প্রথম বারান্দা। ১৫। প্রথম জঙ্ঘা। ১৬। পৃষ্ঠ।

পীড় দেউলের নক্সা।

[শ্রীযুক্ত এম, এইচ, আর্ণট্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ভুবনেশ্বরের মন্দিরাদির সংস্কার বিষয়ক রিপোর্টের অন্তর্গত একখানি নক্সা অবলম্বনে]

[পৃঃ ২৪

অবস্থিত ছিল (১৪)। উড়িয়া মন্দিরে কিন্তু গর্ভগৃহ সর্ব্বশেষে অবস্থিত; তাহার উপরেই রেখার উচ্চ চূড়া। উড়িষ্যার মন্দিরে দেব-গৃহের পশ্চাদ্ভাগে কোন প্রকোষ্ঠ বা চাঁদনি নাই। ইহা ব্যতীত আরও বৈসাদৃশ্য দেখিতে পাই। গ্রীক মন্দিরের চারি পার্শ্বে স্তম্ভযুক্ত বারান্দা (peristyle) থাকে কিন্তু আর্য্যাবর্ত্ত-শ্রেণীর মন্দিরে ইহার কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। তলদেশের নক্সাতে (ground plan) ও অনেক গরমিল দেখা যায়। স্থাপত্য-প্রণালীতে ও ছাদ প্রভৃতির নির্ম্মাণ কৌশলে যে কত প্রভেদ রহিয়াছে তাহা আর বলিবার নহে। এই সকল কারণেই বোধ হয় অভিজ্ঞ দেশীয় স্থপতি-শাস্ত্রবিদ্‌গণ প্রতিপদে য়ুনানী ঋণ স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। এসম্বন্ধে স্বর্গীয় ডাঃ ফার্গুসন ও স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের মধ্যে যে বাদানুবাদ হইয়াছিল সে কথা পণ্ডিত সমাজ বোধ হয় অদ্যাবধি বিস্মৃত হয়েন নাই। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল Indo-Aryans গ্রন্থে ভারতীয় স্থাপত্যে তথাকথিত য়ুনানী প্রভাবের অসারতা প্রতিপন্ন করেন। ইহার উত্তরে ডাঃ ফার্গুসন বলেন যে, 'তাঁহার বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করা হয় নাই। ভারতীয় স্থাপত্য যে সম্পূর্ণ দেশীয় জিনিস একথা তিনি গোড়া হইতেই বলিয়া আসিতেছেন। ইহাতে মিসরীয়, ব্যাবিলনীয় (বাবিরুশীয়) আসিরীয় (Assyrian), গ্রীক অথবা রোমক প্রভাবের চিহ্ন মাত্র নাই (১৫)। স্থাপত্য বিষয়ে ভারতীয়-গণ সমসাময়িক কোন জাতির ছাঁচ বা নক্‌শা ধার করেন নাই, শুধু দীর্ঘকাল স্থায়ী মাল-মসলার সাহায্যে তাঁহাদের দারুনির্ম্মিত

(১৪) Sir John Marshall's Guide to Taxila, P. 87.
(১৫) Fergusson's Archaeology in India p. 9.

আদর্শগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন মাত্র (১৬)। তিনি কেবল এই কথা বলিয়াছিলেন যে, য়ুনানী প্রভৃতি ভিন্নদেশীয়দিগের সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বে ভারতীয়গণ হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণে, কষ্টসাধ্য (less tractable) কিন্তু অধিককালস্থায়ী প্রস্তরাদি ব্যবহার করিবার প্রয়োজন চিন্তা করেন নাই (১৭)। যদি কেহ বলিতে চাহেন যে, তাঁহাদের নিজস্ব কাঠে খোদা নক্‌সা (design) গুলি পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ করিয়া ভারতীয় শিল্পিগণ প্রস্তরের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন ও ইমারতে প্রস্তর ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন এ কথার বিরুদ্ধে তাঁহার কিছুই বলিবার নাই (১৮)।' এখন দেখিতেছি প্রতীচ্য খণ্ডের য়ুনানীদিগের নিকট হইতে প্রস্তরাদি স্থায়ী মালমসলার ব্যবহার-শিক্ষা সম্বন্ধে মতবাদ, কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া, মেসোপটেমিয়া ও পারস্য প্রভৃতি প্রাচ্য দেশেরই তথা-কথিত প্রাচীন স্থাপত্যপ্রভাবে পরিণত হইয়াছে। কালে ইহাও আবার কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে তাহাই বা কে বলিতে পারে?

---

(১৬) Ibid p. 8.
(১৭) Ibid p. 7.
(১৮) Ibid p. 9.

(চিত্র ১৮)
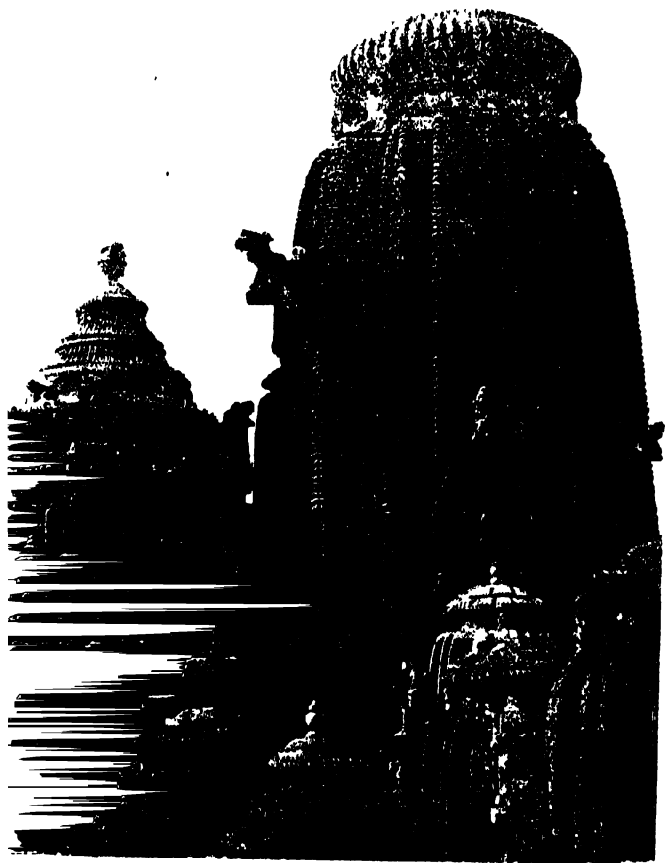
ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের উত্তর পার্শ্ব হইতে রেখা ও জগমোহন।

[শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ২৮

লিঙ্গরাজ পরিক্রমা।

এইবার ভুবনেশ্বরের বড় দেউলের বর্ণনা আরম্ভ করি। লিঙ্গরাজ-মন্দিরের ভিত্তির বহিঃস্থিত অংশ একসারি কলসের আকারে ক্ষোদিত। উচ্চ চূড়ার গাত্রে সুকৌশলে অনেকগুলি খাঁজ কাটা আছে। সেই জন্য দূর হইতে দেখিলে দেউলের 'রেখা' ত্রিতল বলিয়া মনে হয়। মন্দিরের গাত্রে উদ্গত ভাগে মাঝে মাঝে খাঁজ; এই সকল খাঁজের মধ্যে নানাপ্রকার মূর্ত্তি আছে। ক্ষোদিত জান্তব মূর্ত্তিসমূহের অনেক গুলিই সিংহ বা সিংহসদৃশ (leogriff) মূর্ত্তি। ইহা ছাড়া নৃত্যশীলা রমণী ও মিথুনমূর্ত্তিরও অভাব নাই। ইহার মধ্যে কতকগুলি আবার কোনারকের কামলীলা পরিচায়ক মূর্ত্তিসমূহের ন্যায় নিতান্ত কদর্য্যভাবাপন্ন (১)। সে যাহা হউক, ললিতকলার দিক্ দিয়া মন্দির ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আমাদের এ ক্ষুদ্র লেখনীতে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। বলেন্দ্রনাথের লীলাময়ী ভাষায় বলিতে গেলে, "সহস্র নাগবালা প্রস্তরস্তম্ভের বেষ্টনে শতপাকে চির-আবদ্ধ হইল—আবক্ষ নারীদেহের শিরোভাগে যেন মন্ত্রবলে অযুত ফণা পাষাণ হইয়া রহিল। শত দেব, শত দেবী, নবগ্রহ, নবরস, অযুত নরনারী, বিচিত্র পত্রপুষ্প, যৌবনবিলাসকলা পাষাণে চিরমুদ্রিত হইয়া নিশ্চল শিল্প-সৌন্দর্য্যে দেশ দেশান্তরের বিস্মিত নয়ন আকর্ষণ করিল।" মন্দির

(১) ষ্টার্লিং ভ্রমক্রমে এগুলিকে শিব ও শক্তির মিলনের চিত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

গাত্রে ভূমির সহিত সমান্তরাল যে থাকগুলি আছে, তাহাতে অনেক গার্হস্থ্য চিত্র অগভীর (bassi relievi) ভাবে ক্ষোদিত। মধ্যস্থিত থাকের (band) নিম্নভাগে আধুনিক coat of armsএর ন্যায় "ভো" নামক একপ্রকার অলঙ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিতে পাই, এগুলির ব্যবহার খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী হইতে প্রচলিত। দুই পার্শ্বে অর্দ্ধোপবিষ্টা রমণীমূর্ত্তিদ্বয় কেহ কেহ উড্ডীয়মান গন্ধর্ব্ববালা বলিয়া বিবেচনা করেন (২)। ষ্টার্লিং উড়িষ্যার ইতিহাসে ভুবনেশ্বরের মন্দির গাত্রস্থ coat of arms বা heraldic device সদৃশ এই প্রকার একটি চিহ্নের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে স্থানীয় পাণ্ডাদিগের মতে উহা নারায়ণের শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম-এই চিহ্নচতুষ্টয়ের সমবায়ে গঠিত (৩)। এরস্কিন্ এলিফ্যাণ্টা গুহায় এইরূপ স্থাপত্য অলঙ্কার লক্ষ্য করিয়াছিলেন (৪)। একই প্রকার 'মনগড়া' ব্যাখ্যা সকল স্থলে প্রযোজ্য হইতে পারে না। 'কীর্ত্তিমুখ' বলিয়া পরিচিত সদাব্যাদিতবদন যে এক প্রকার বিকটদংষ্ট্রাবিশিষ্ট 'গ্রাসমুখ' ভুবনেশ্বরের শৈব মন্দিরে ক্ষোদিত দেখিতে পাই, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 'রূপম্' নামক শিল্পকলা বিষয়ক ইংরাজী পত্রে তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন (৫)। 'ভো' জাতীয় ভাস্কর্য্য হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং প্রধানতঃ ইহা শৈবমন্দিরের সহিত সম্পর্ক-যুক্ত। স্কন্দপুরাণের বিষ্ণুখণ্ডে 'কার্ত্তিকমাস মাহাত্ম্য' নামক সপ্তদশ

(২) Annual Report Arch. Survey, 1903-4, p. 47.
(৩) Stirling's Orissa p. 98.
(৪) Bombay Transactions, Vol. I, p. 217 and plate VI.
(৫) Rupam, January, 1920, pp. 11-19.

(চিত্র ১৯)

মুক্তেশ্বর মন্দিরের জগমোহন-সংলগ্ন নাগিনী মূর্তি-সম্বলিত

কারুকার্য্য-শোভিত ক্ষোদিত স্তম্ভ।

নাগবালা প্রস্তর স্তম্ভের বেষ্টনে শতপাকে চির আবদ্ধ। [পৃঃ ৩১

অধ্যায়ে লিখিত আছে যে দৈত্যরাজ জলন্ধর ত্রিজগতের অধিপতি হইয়া গর্ব্বান্ধ হইয়া উঠে। সে শিব-পার্ব্বতীর বিবাহ সভায় রাহুকে দূত স্বরূপ প্রেরণ করিয়া বার্ত্তা জ্ঞাপন করে যে 'শিব ভিক্ষুক মাত্র, সুন্দরী রাজকুমারীর পতি হইবার যোগ্য নহে—পার্ব্বতীর অদৃষ্টে জলন্ধরের রাজ্ঞী হওয়াই লিখিত আছে।' রাহু এই অপমানজনক কথা উচ্চারণ করিতে না করিতেই শিবের ভ্রূযুগ্মের মধ্যদেশ দিয়া সিংহবদন, ঊর্দ্ধকেশ, লোলজিহ্ব, জলনয়ন, এক অতি কৃশকায় ভীষণদর্শন মূর্ত্তি 'অপর নৃসিংহের ন্যায়' আবির্ভূত হইয়া বজ্রনাদ করিতে করিতে রাহুকে গ্রাস করিবার জন্য বেগে পশ্চাৎগমন করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। রাহু প্রাণভয়ে ভীত হইয়া শিবের শরণাপন্ন হইলে আশুতোষ অবধ্য দূতের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া এই অভূতপূর্ব্ব মূর্ত্তিকে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। সে অত্যন্ত ক্ষুধাতুর বলিয়া প্রকাশ করিলে মহাদেব তাহাকে তাহার নিজের হস্ত-পদাদির মাংস আহার করিতে অনুমতি দিলেন। মূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ তাহার সমগ্রদেহের মাংস ভক্ষণ করিয়া ফেলিলে কেবল তাহার মস্তক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। শিব তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বরপ্রদান করিলেন "অদ্য হইতে তোমার নাম কীর্ত্তিমুখ হইবে; তুমি আমার মন্দিরের দ্বারদেশে অবস্থান করিবে। যাহারা পূর্ব্বে তোমাকে অর্চ্চনা না করিবে তাহারা আমার কৃপালাভে বঞ্চিত হইবে ('ত্বদর্চ্চং যে ন কুর্ব্বন্তি নৈব তে মে প্রিয়ঙ্করাঃ') তাহাদিগের অর্চ্চনা বৃথা হইবে ('তেষামর্চ্চ বৃথা ভবেৎ') (৬)।

(৬) স্কন্দপুরাণে, বঙ্গবাসী সংস্করণ, দ্বিতীয়খণ্ড, পৃঃ ১১৮২-১১৮৩।

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করিয়াছেন যে শৈবোপাসনার সহিত কীর্ত্তিমুখের এই সম্পর্ক খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়াই সম্ভব। শৈবমন্দিরে সরদালের উপর ইহা ক্ষোদিত হইত। ক্রমে ইহা শুভসূচক ভাস্কর্য্য অলঙ্কারে পরিণত হইয়া যায় এবং শৈব, বৈষ্ণব, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মন্দিরে স্থান পাইতে থাকে। দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাতারা অনেক-স্থলে বিগ্রহের উপরিভাগে, প্রভামণ্ডল বা প্রভাতোরণের স্থানে, কীর্ত্তিমুখ ব্যবহার করিয়াছেন দেখা যায়। কোনারকে প্রাপ্ত সূর্য্যমূর্ত্তির উপরিভাগে এবং ভুবনেশ্বরের কয়েকটি মূর্ত্তির শিরোদেশে 'কীর্ত্তিমুখ' লক্ষিত হইয়াছে। উড়িষ্যায় প্রাপ্ত কীর্ত্তিমুখগুলি প্রায়শঃ ভারতীয় শিল্পধারার বাঁধা ছাঁচের নমুনা, কেবল ভুবনেশ্বরের মন্দিরে একটি দ্বিহস্ত বিশিষ্ট কীর্ত্তিমুখের পরিকল্পনা, নিজদেহ ভক্ষণনিরত, স্কন্দপুরাণোক্ত ভীষণ সিংহাস্য পুরুষের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ভারতবর্ষের বাহিরে, সিংহলে, যবদ্বীপে, ও প্রাচীন কাম্বোজ প্রভৃতি রাজ্যের স্থাপত্য চিহ্নে কীর্ত্তিমুখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক পূর্ব্বোল্লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেখিতে পাইবেন (৭)। গুণ্ডিচা গৃহের শিল্প-সৌন্দর্য্য-জ্ঞাপক ৩৮ নং চিত্রে উড়িয়া শিল্পীরচিত একটি বীভৎসতাবিহীন, অভিনব 'কীর্ত্তিমুখ' স্থাপত্য অলঙ্কার পরিলক্ষিত হইবে (৮)।

লিঙ্গরাজ দেউলের শিখরাংশে, মধ্যের থাকের দুই পার্শ্বে মন্দিরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি অঙ্কিত। প্রত্যেক ধারে প্রধান দেউলের আটটি করিয়া ক্ষুদ্রাকার স্বরূপচিত্র। এগুলির

(৭) Rupam, No 1, p. 12.

(৮) প্রথমখণ্ড, পুরীর কথা, পৃঃ ১৩৬।

(চিত্র ২০)

লিঙ্গরাজ মন্দিরের বহিঃপ্রাচীর। | পৃঃ ৩১

সারি প্রায় বিমানের ঊর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। মন্দিরগাত্রে মন্দিরেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি স্থাপন প্রথা প্রাচীন বৌদ্ধ-রীতির অনুকরণমাত্র। বৌদ্ধ-চৈত্যের গাত্রে এই প্রকার মন্দিরের অনুরূপ ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিসকল স্থান পাইত। সুতরাং কোন কোনও পণ্ডিতের মতে এই রীতির প্রাদুর্ভাব মন্দিরের প্রাচীনত্ব-নিরূপণে সহায়তা করে। বঙ্গদেশে শিবমন্দিরের গাত্রেও এইরূপ দেবালয়ের প্রতিকৃতিযুক্ত উদ্গত স্তম্ভ অথবা pilasterএর প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। নদীয়া জেলায় শ্রীনগর গ্রামের প্রায় ২৫০ বৎসরের প্রাচীন মন্দির ও বাগ আঁচড়া গ্রামের কেদার রায়ের মন্দির প্রভৃতি নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ রীতি বঙ্গদেশে ক্রমশঃ প্রচলিত হইলেও উড়িষ্যার স্থাপত্য-প্রভাবের সহিত ইহার কোনওরূপ সাক্ষাৎ সম্পর্ক দৃষ্ট হয় না। দেখিলাম, মন্দির গাত্রের মূরতগুলির মধ্যে কোন কোনটি প্রায় মানুষপ্রমাণ। তন্মধ্যে কয়েকটি অনুমান পাঁচ ফুটের কম হইবে না। শিখরের ঊর্দ্ধভাগে কতকাংশে গম্বুজের ভার ধারণের উদ্দেশ্যে দ্বাদশটি উপবিষ্ট সিংহমূর্ত্তি রহিয়াছে। সমস্ত মন্দিরটির ন্যায় এ গুলিও প্রস্তরে নির্ম্মিত। মন্দিরশীর্ষে যে কলসাকৃতি চূড়াটি (finial) আছে, গ্রীক amphora বা vase জাতীয় পাত্রের সহিত তাহার আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্যের কথা রাজা রাজেন্দ্রলাল নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কিন্তু এ মত সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার মতে এ সাদৃশ্য কল্পনাপ্রসূত। এগুলি যাবনিক পাত্রের অনুকরণে নির্ম্মিত হইলে দেবালয়ের পবিত্র শীর্ষে স্থান পাইত কি না সন্দেহ। চূড়াসংলগ্ন ত্রিশূলের পার্শ্বে একটি পীতবর্ণ

ধ্বজদণ্ডে শৈবচিহ্নিত পতাকা পত-পত শব্দে উড্ডীয়মান। রেখা বা বিমান উচ্চে ১৬০ ফিট মতান্তরে, ১৮০ ফিট হইবে। ভিতরের মেজে প্রাঙ্গণের অপেক্ষাও নিম্নে অবস্থিত। ত্রিভুবনেশ্বরের শিবলিঙ্গ, স্বয়ম্ভু বা অনাদি শিবলিঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কপিল সংহিতায় ইহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"মূলং স্ফটিকসঙ্কাশং মহানীলঞ্চমধ্যমং।
মাণিক্যাভং তথোর্দ্ধঞ্চ লিঙ্গং ত্রিভুবনেশ্বরং॥" (৯)

এখন 'ত্রি' লোপ পাইয়া ত্রিভুবনেশ্বর সাধারণতঃ ভুবনেশ্বর বা লিঙ্গরাজ নামেই আখ্যাত হইয়া থাকেন। লিঙ্গমূর্ত্তিটি সাধারণ শিবলিঙ্গের ন্যায় নহে, উহা একটি বৃহৎ গ্রানাইট প্রস্তরখণ্ড, মধ্যদেশ সামান্য উচ্চ। বৃত্তের পরিধি ৮ ফিট, এবং গৃহ-কুট্টিম হইতে ইহা মাত্র ৮ ইঞ্চি উর্দ্ধে অবস্থিত। রায় বাহাদুর ডাঃ চুণিলাল বসু মহাশয় লিখিয়াছেন "কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত লিঙ্গরাজের শিরোদেশে যে একটি শ্বেত রেখার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে পাণ্ডাদিগের মতে উহা শ্যামতনু বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত রজত-শুভ্র কৈলাসনাথের মিলন প্রতিপন্ন করিতেছে। ইঁহার গাত্রে কয়েকটি ধূসর রেখা গঙ্গা ও যমুনার সিত ও অসিতধারা রূপে বর্ণিত হইয়া থাকে" (১০)। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রস্তর-স্তরে ধাতবপদার্থের সমাবেশ হেতু এই প্রকার রেখাদি জন্মিয়া থাকে। শিক্ষাভিমান-শূন্য ভক্ত তীর্থযাত্রী যে এ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে উৎসুক নহেন সে কথা বলাই বাহুল্য। সে যাহা হউক অন্তর্নিহিত ভাবটি

(৯) কপিলসংহিতা, A. S. B. Ms. p. 263.
(১০) পুরী যাইবার পথে, ১৫ পৃঃ।

(চিত্র ২১)

ভগবতী মন্দির গাত্রস্থ কোর্ট্ অফ্ আর্মস্ সদৃশ অলঙ্কার।

[রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থ নিহিত ৪৬ বি সংখ্যক চিত্র হইতে]

[পৃঃ ৩২

(চিত্র ২২

ভো বা: কোর্ট্ অফ্ আর্মস্ সদৃশ অলঙ্কারের নিম্নে কীর্ত্তিমুখ।

[রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থে প্রদত্ত চিত্র হইতে] পৃঃ ৩২

বুঝিয়া দেখিলে পাণ্ডাদিগের কথাগুলিও সত্যানুসন্ধিৎসু শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট পরিত্যজ্য বলিয়া বোধ হইবে না। ইহা শৈব ও বৈষ্ণব মতের যে সমন্বয় জ্ঞাপন করিতেছে ঐতিহাসিকের চক্ষে তাহার মূল্য নিতান্ত অল্প নহে। এক সময়ে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মোটেই সদ্ভাব ছিল না তাহা শিব ও বিষ্ণুর কলহ-বিবাদের পৌরাণিক কাহিনী হইতেই বুঝা যায়। লিঙ্গমূর্ত্তির পার্শ্বে যোনিমুদ্রা-জ্ঞাপক মুগ্‌নি অথবা মুংনি পাথরের বেষ্টনী আছে, তাহার ত্রিকোণাকৃতি অগ্রভাগ উত্তরদিকে অবস্থিত। লিঙ্গমূর্ত্তিটির গাত্র কিঞ্চিৎ অসমতল, মধ্যে মধ্যে indentationএর ন্যায় উচ্চনীচ দাগ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এই যে ১৫৬৭—৬৮ খৃঃ অব্দে সুলেমান কর্‌রানি কর্ত্তৃক উড়িষ্যা আক্রমণকালে মুসলমান সেনাপতি এই স্বয়ম্ভু লিঙ্গমূর্ত্তির উপর গদাঘাত করায় এই দাগগুলির উদ্ভব হয়। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয় মুসলমান ঐতিহাসিকগণের উড়িষ্যা-বিজয়-বৃত্তান্ত মূল পারসী গ্রন্থাদি হইতে ভালরূপই আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে অবগত হইয়াছি যে, ভুবনেশ্বরের মন্দিরাদির বর্ণনা বা শিবমূর্ত্তির অবমাননা সম্বন্ধে মুসলমান ইতিহাসে কোথাও উল্লেখ নাই, তবে মুসলমানেরা যে ইলোরার গুহায় গিয়া সেখানকার আশ্চর্য্য শিল্পকলা দর্শনে উহা জিনগণ (Jinn) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া মনে করিয়াছিল, সে কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বরের মন্দির-গাত্রস্থ ভগ্নদশা-পন্ন, বিনষ্টপ্রায়, মূর্ত্তিগুলি দেখিলে হিন্দুধর্ম্মবিরোধী আক্রমণকারি-গণের অত্যাচার অনুমান করা যায় বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণাভাবে ভুবনেশ্বরের শিবলিঙ্গও যে অপবিত্রীকৃত হইয়াছিল,

তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না (১১)। ইতিহাসে দেখিতে পাই উড়িষ্যাদেশ একাধিকবার মুসলমানগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। বাদাওনির উক্তি অবলম্বন করিয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, ফিরোজ সাহ জাজনগর অভিযান উপলক্ষে তত্রস্থ্য রাজধানী বানারস বা বারাণসীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন (১২)। এক সময়ে ভুবনেশ্বর যে দ্বিতীয় বারাণসী নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল এ কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে সুতরাং কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে—প্রাচীন কলিঙ্গনগরী হইতে অভিন্ন—এই ভুবনেশ্বরই যে সেই বারাণসী, সে সম্বন্ধে আধুনিক অভিজ্ঞসমাজে হয়তো কোনও সন্দেহ উপস্থিত না হইতেও পারে। ইহা গেল চতুর্দ্দশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের কথা। ইহার পর ১৫০৯ খৃঃ অব্দে প্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বকালে, গৌড়ীয় মুসলমান সেনা পুনরায় উৎকল আক্রমণ করে। মাদলা পঞ্জী মতে নবাবের সেনাপতি ইসমাইল গাজী এই উপলক্ষে পুরীনগর ধ্বংস করিয়াছিলেন (১৩)। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে দেখিতে পাই—

(১১) বসুমতী সংস্করণ চৈতন্যভাগবতে 'ওড্রদেশে' 'কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ' তাহার কথা আছে কিন্তু যবনরাজের নাম উল্লিখিত হয় নাই। এই সকল প্রমাণ সম্মুখে রাখিয়া মুসলমান আক্রমণকারীদিগের দ্বারা ভুবনেশ্বরে যে কোনও অনিষ্ট সংসাধিত হয় নাই, এ কথা অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করিয়া, একবারে অবিশ্বাস করিতে সাহসী হইতেছি না।

(১২) Mantab-ut-twarikh p. 329, Pt. I. qusted by R. D. Banerjee.

(১৩) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৪৩।

"যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িষ্যার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে॥" (১৪)

লিঙ্গরাজদেবের সমগ্র মন্দির একই সময়ে নির্ম্মিত হয় নাই। জগমোহন, রেখার পশ্চিমমুখের সহিত সংলগ্ন। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে উহা উড়িষ্যারাজ যযাতি কেশরী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজা যযাতি কেশরী 'যবন'দিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া বংশাবলীতে বর্ণিত আছে। এখানে 'যবন' শব্দ বৌদ্ধ প্রভৃতি ম্লেচ্ছদিগের প্রতি, কি মুসলমান আততায়িগণের প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ প্রবাদকথিত ১৪৬ বৎসর যবনাধিকারকাল (৩২৮—৪৭৪) পূর্ব্ববর্ত্তী গুপ্ত নরপতিগণের রাজত্বকালের অস্পষ্ট স্মৃতি (vague memory of early Guptas) বলিয়া বিবেচনা করেন। কথিত আছে যে, রাজা যযাতি মগধের গুপ্তরাজগণের অধীনে প্রদেশিক শাসনকর্ত্তারূপে (lieutenant) ভুবনেশ্বরে আসিয়া বৌদ্ধপ্রধান্য বিনষ্ট করিয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ভুবনেশ্বর নাকি ইতঃপূর্ব্বে উড়িষ্যায় বৌদ্ধদিগের রাজধানী ছিল। সরকার হইতে প্রকাশিত প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ক পুস্তকে (১৫) এ কথা লিখিত থাকিলেও ইহার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ উল্লিখিত হয় নাই। সম্ভবতঃ এ সকল উক্তি প্রবাদমূলক।

(১৪) চৈতন্য ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়, পৃঃ ৪২৬, শ্রীমৎ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সংস্করণ।

(১৫) A list of objects of antiquarian interest in the Lower Provinces of Bengal compiled at the Bengal Secretariat under orders of Government of India (1876) p. 225.

প্রবাদমতে যযাতি কেশরীর রাজত্বকালের শেষ অংশে মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনা হয়; তাঁহার জীবিতাবস্থায় মন্দির সমাপ্ত করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা সূর্য্য কেশরী নাকি এ কার্য্যে মোটেই হস্তক্ষেপ করেন নাই। সূর্য্যের উত্তরাধিকারী অনন্ত কেশরী পুনরায় মন্দির-নির্ম্মাণে ব্রতী হয়েন এবং তৎপরবর্ত্তী রাজা ললাটেন্দ্র কেশরী বা অলাবু কেশরীর রাজত্বকালে মন্দিরটি সমাপ্ত হয়। এ সম্বন্ধে দুইখানি বিভিন্ন বাঙ্গালা গ্রন্থে একই সংস্কৃত শ্লোক কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতভাবে উদ্ধৃত হইতে দেখিয়াছি। শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় (১৬) লিঙ্গরাজের মন্দির যে ৫৮৮ শকাব্দে নির্ম্মিত, তাহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত শ্লোকটি একাম্রপুরাণ হইতে উদ্ধৃত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—

"গজাষ্টেষুমিতে জাতে শকাব্দে কীর্ত্তিবাসসঃ।
প্রাসাদমকরোদ্রাজা ললাটেন্দুশ্চ কেশরী॥"

আমরা উড়িয়া অক্ষরে ছাপা একাম্রপুরাণে এ শ্লোকটি খুঁজিয়া পাই নাই। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় 'নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীগৌরাঙ্গ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "কেশরিবংশীয় ষষ্ঠ নৃপতি ললাটেন্দু কেশরী ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার নাম ও সময় ঐ ভুবনেশ্বরের মন্দিরে খোদিত রহিয়াছে"।

"গজাষ্টেন্দুমিতে জাতে শকাব্দে কৃত্তিবাসসঃ।
প্রাসাদং কারয়ামাস ললাটস্থেন্দুকেশরী॥"

লিপিখানির ছাপ, বা উহা ঠিক কোন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে সংবাদ, গ্রন্থে প্রদত্ত হয় নাই। মাদলাপঞ্জীর বংশাবলীর

---

(১৬) সেতুবন্ধ যাত্রা, পৃঃ ৩১।

হিসাবমতে ধরিতে গেলে যযাতি কেশরী ৪৭৪ হইতে ৫২৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং অলাবু কেশরীর রাজত্ব-কাল ৫৪ বৎসর—৬২৩ হইতে ৬৭৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত। এই বংশের অন্যতম রাজা নৃপতি কেশরী ৯৪৫ খৃঃ অব্দে কটকে রাজধানী স্থানান্তরিত করাতেই নাকি ভুবনেশ্বরের পূর্ব্ব-গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়। এ সকল কথা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া কতদূর গৃহীত হইতে পারে, তাহাও বিচারসাপেক্ষ। কানিংহামের মতে ৪৮১ খৃষ্টাব্দ যযাতি কেশরীর রাজত্বের নবম বৎসর (১৭), কিন্তু ডাঃ ফ্লিট যযাতি বা মহাশিব গুপ্তের রাজত্বকাল একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে অবস্থিত নহে, এইরূপই নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এ অনুমান অন্যান্য লিপির সহিত তুলনায় এই লিপি-নিহিত বর্ণমালার আপেক্ষিক প্রাচীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যে কেশরি-রাজগণকে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র উড়িষ্যার কৈসার বংশ (Caesars of Orissa) বলিয়া গৌরব অনুভব করিয়া-ছিলেন এবং যাঁহাদিগের রাজত্বকাল অন্ততঃ ছয় শতাব্দীব্যাপী বলিয়া বিবেচিত হইত (6th to 12th Century), আধুনিক ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদিগের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান। সুবিখ্যাত ডাঃ ফ্লিট তাঁহার "কটকের সোমবংশীয় রাজগণ" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন (১৮) যে, ক্ষোদিত লিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতিতে যযাতি কেশরী বা মহাশিব গুপ্ত এবং জন্মেজয় বা মহাভব গুপ্ত এই দুই নামই পাওয়া যায়। নাম দেখিলেই বুঝা যায় যে, উভয়

(১৭) Arch. Survey of India Reports, Vol. XVII, p. 64.
(১৮) Epigraphia Indica, Vol. II, pp. 324, 336.

রাজাই পরম শৈব ছিলেন। কূর্ম্ম কেশরী, বরাহ কেশরী প্রভৃতি বংশাবলীর নামগুলি ডাঃ ফ্লিট কাল্পনিক বলিয়াই বিবেচনা করেন। তাঁহার মতে অলাবু কেশরী বোধ হয় আলেপ খাঁ নামক কোনও মুসলমান শাসনকর্ত্তার নামের অপভ্রংশ মাত্র। শাহ ঔরংজেব যদি "সাহরংদেব" হইতে পারেন, (১৯) তাহা হইলে আলেপ খাঁর "অলাবু" নাম হওয়া বিচিত্র নহে। প্রবাদোক্ত রক্তবাহুকেও অনেকে বক্তিয়ার খিলিজির রূপান্তর বলিয়া সন্দেহ করেন। ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরের শিলালিপির যে পাঠ ও অনুবাদ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার সপ্তমভাগে ৫৫৯—৫৬০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে উদ্যোতক কেশরী নামক অপর একজন কেশরী উপাধিধারী নরপতি এবং তাঁহার মাতা কোলাবতীর নামের উল্লেখ দেখা যায় (২০)। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে কর্ণকেশরী নামক একজন উৎকলরাজের উল্লেখ আছে, কিন্তু কোনও তাম্র-লিপিতে ইঁহার নাম অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। চীন ত্রিপিটকের জাপানী সংস্করণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, খৃঃ ৭৯৬ অব্দে 'উচ' (Utcha) অথবা উৎকলদেশের নৃপতি কর্ত্তৃক চীন সম্রাট 'টি চুং' (Te Tsung) এর নিকট প্রেরিত একখানি "বুদ্ধাবতংসক সূত্র" পুঁথির কিয়দংশ প্রজ্ঞানামক কোনও চৈনিক ভিক্ষু নিজের মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। পুঁথির

---

(১৯) 'হিন্দুর মুখে আরঙ্গেবের কথা'—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাস শাখায় পঠিত; প্রবন্ধ (Pamphlet) পৃঃ ২।

(২০) এই শিলাফলকে যযাতি ও জন্মেজয় (জনমেজয়) ব্যতীত জন্মেজয়বংশীয় দীর্ঘবর, অপবার এবং উদ্যোতকের তিনজন পূর্ব্বপুরুষ, বিচিত্রবীর, অভিমন্যু ও চণ্ডীহরের নাম পাওয়া গিয়াছে।

সহিত যে উপহারপত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, সেই উৎকলরাজের নাম শুভকর কেশরী (২১)। মহাকোশলের গুপ্ত বা পাণ্ডবদিগের অন্যতম 'রণ কেশরীন্' সোমবংশীয় নৃপতিগণের পূর্ব্বপুরুষ উদয়নের বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাকে কেশরী বংশীয়দিগের মধ্যে ধরা যাইতে পারে কিনা তাহাও বিচার্য্য (২২)। কানিংহামের মতে যযাতি কেশরীর সূর্য্য কেশরীর নামক কোনও বংশধর খৃঃ ৫২৬ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন (২৩)। এই কয়েকজন ব্যতীত অপর কোনও কেশরিরাজকে ইতিহাস আপাততঃ মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে। আশ্চর্য্যের বিষয়, বংশাবলীতে উদ্যোতক কেশরীর নাম নাই। বংশাবলীতে কোলাবতী সঙ্কল্প বা বাসুকল্প কেশরীর মহিষী বলিয়া বর্ণিত। কৃত্তিবাসের মন্দির ভগ্নদশাপন্ন হওয়ায় ইনিই না কি তাহা নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। যে লিপিতে তাঁহার ও তৎপুত্র উদ্যোতকের নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব্বের নহে।

আমরা ভুবনেশ্বরের ইতিবৃত্ত ও নির্ম্মাণকাল-বিচারপ্রসঙ্গে অনেকদূর আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আপাততঃ গবেষণা স্থগিত রাখিয়া জগমোহনের বহির্দৃশ্যের বিষয় আলোচনা করিব। মাত্র জগমোহন

(২১) No. 89 in Mr. Buniya Nanjio's catalogue, Watter's on Yuan Chwang Vol. II, p. 196.

(২২) Rai Bahadur Hiralal's Inscription in C. P. & Berar, pp. 90-92.

(২৩) Archaeological Survey of India Report, Vol. XVII, C. P & Lower Gangetic Doabs, p. 87.

অংশটুকুর দৈর্ঘ্যে ৬৫ ফিট ও প্রস্থে ৪৫ ফিট হইবে (২৪)। Imperial Gazeteer এর লেখকের মতে বড় দেউলের (লিঙ্গরাজ মন্দিরের) 'শিখর' ও 'জগমোহন' একই সময়ের। দেওয়ালের নিম্নতম অংশে ১ ফুট চওড়া সাদা 'টাইল', তাহার উপর স্তম্ভের নিম্নাংশরূপে ক্ষোদিত একসারি কলস। এই কলস-গুলির উপরিভাগে এক একটি কারুকার্য্য-খচিত উদ্গত স্তম্ভ। প্রাচীরের বহির্দ্দেশ বহু খাঁজ বা কুলঙ্গীতে বিভক্ত। এই সকল কুলঙ্গীর মধ্যে বেশ উঁচু করিয়া ক্ষোদাই করা স্ত্রী-পুরুষ ও সিংহমূর্ত্তি প্রভৃতি।

জগমোহনের গাত্রে বহুবিধ কারুকার্য্য ও ক্ষোদিত চিত্রাদি পর্য্যাপ্তরূপে বিন্যস্ত রহিয়াছে। মধ্যস্থিত দ্বারদেশের দুইপার্শ্বে ছয় ছয়টি করিয়া গবাক্ষের প্রকোষ্ঠ-বেষ্টন স্তম্ভ (mullion bars)। উত্তর-দিকের স্তম্ভগুলি পূর্ব্বের ন্যায় ঠিকমতই রহিয়াছে ; কিন্তু দক্ষিণ-ধারে ইহার তিনটি সরাইয়া পুরোহিতগণের সুবিধার জন্য একটি দরজা ফুটান হইয়াছে (২৫)। যে ছয়টি স্তম্ভের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির নিম্নভাগে একটি করিয়া নৃত্যপরা রমণীমূর্ত্তি। জগমোহনের ছাদ পিরামিডাকৃতি। ছাদের ঢালু অংশ দুই ভাগে বিভক্ত। নিম্নের অংশে নয়টি থাক্ এবং উপরের অংশে ছয়টি থাক্। এই থাকগুলিতে অশ্ব, উষ্ট্র, হস্তী ও গবাদির শ্রেণী এবং পদাতিক ও সাদী সেনাদলের শোভাযাত্রা অঙ্কিত আছে। এই ক্রম-নিম্ন থাকগুলির মাঝে মাঝে বর্শা

---

(২৪) List of Ancient Monuments in Bengal.

(২৫) A list of the objects of antiquarian interest in the lower provinces of Bengal, 1879, p. 244.

ফলকের ন্যায় অলঙ্কার (finial) দৃষ্ট হয়। দেয়াল হইতে উদ্গত প্রস্তরাদির তোড়া (corbelling) যেন খুব তাড়াতাড়ি সারা হইয়াছে; সেই কারণে ছাদের ভার দেওয়ালের উপর সম্পূর্ণ-রূপে পড়িতে পারে নাই। জগমোহনের পূর্ব্বদিকের দ্বারটি চন্দনকাষ্ঠবিনির্ম্মিত; ইহাতে সুন্দর ক্ষোদাই কাজ আছে। জগ-মোহনের দ্বারের নিকট যে সকল উড়িয়া ও তেলেগু অক্ষরে ক্ষোদিত লিপি পাওয়া যায়, তাহা দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর বলিয়াই অনুমিত। বন্ধুবর র—মহাশয়ের আবিষ্কারফলে একটি লিপিতে অনিয়ঙ্কভীম বা অনঙ্গভীমের নাম পাওয়া যায়। আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে অনঙ্গভীম বা অনিয়ঙ্ক ১১৯২ খৃঃ অব্দ হইতে দশ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা চন্দ্রিকা দেবীর শিলালিপিতে অনঙ্গভীম কর্ত্তৃক যবনশত্রু পরাজয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ অনিয়ঙ্ক বড় দেউলের কোনও কোনও অংশ নির্ম্মাণ বা পুনঃসংস্কার করিয়া থাকিবেন। স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর বড় দেউলের জগমোহন (porch) নামক অংশের প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বস্থ দুইখানি উড়িয়ালিপির পাঠোদ্ধার করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন (২৬)। নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল। প্রথম লিপিখানি বীর শ্রীগজপ্তি (গজপতি) গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাট কলবরকেশ্বর প্রতাপ পুরুষোত্তমদেব মহারাজের বিজয় রাজ্যের ১৯ বৎসরে কৃষ্ণপক্ষ-তুলারাশি, দ্বিতীয়ায়, রবিবারে বিসি বেহারার আদেশক্রমে উৎকীর্ণ। কৃতিবাস (কৃত্তিবাস) কটকে অবস্থানকালে পূজা

---

(২৬) J. A. S. B. 1893, p. 104. et. seq.

অবকাশে মহারাজের আজ্ঞা হইল, "যে কেহ বিসি বেহারার প্রতি 'চন্দ্রবাণ' নিক্ষেপ করিবে সে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। ইহা সত্ত্বেও যদি কেহ এরূপ কার্য্য করে, সে 'ভুবনেস্ত্র' (ভুবনেশ্বর) দেবের অভিশাপে অভিশপ্ত হইবে—সে রাজদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইবে।" লিপির পাঠ হইতে অনুমান হয় যে বিসি বেহারা রাজার কোনও প্রিয়ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার শত্রুবর্গের অভাব ছিল না। ঐন্দ্রজালিক উপায়ে লোকের অনিষ্ট সাধনের জন্য 'বাণমারা' প্রভৃতি প্রক্রিয়াদি অবলম্বনের কথা বঙ্গদেশেও শুনা যায়, কিন্তু আধুনিক যুগে অনেকেই তান্ত্রিক অভিচারে বিশ্বাস হারাইয়াছেন। শত্রুর অনিষ্ট চেষ্টা নিবারণ-কল্পে রাজা ও দেবতার 'ক্রোধোৎপাদনের ভয় দেখাইয়া এরূপ প্রতিষেধ-পন্থা অবলম্বনের দৃষ্টান্ত প্রত্নলিপিসংগ্রহে অধিক পাওয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। দ্বিতীয় লিপিখানি রাজা কপিলেশ্বর দেবের বিজয় রাজ্যের চতুর্থ অঙ্কে সোমবার কৃষ্ণপক্ষ সংক্রান্তি মিথুন রাশির নবমীতে ক্ষোদিত। এ খানি পুরাদস্তুর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে উৎকীর্ণ। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রাজা 'ভিতর পূজা অবকাশে,' রাজগুরু বাসু মহাপাত্র ও ভুবনেশ্বর মহাপাত্রের সম্মুখে আদেশ দিলেন যে, আমার উড়িষ্যা রাজ্যে যত রাজা (সামন্ত 'রাজা') আছেন, তাঁহারা সকলেই রাজহিতে ব্রতী হইবেন, সদাচারে থাকিবেন ও অসদ্মার্গগামী হইবেন না। যাঁহারা রাজার 'অনহিতে ব্রতি' তাঁহারা রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত হইবেন, তাঁহাদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লওয়া হইবে।

ভোগমণ্ডপের পশ্চিমাংশে নাট-মন্দির। ইহা প্রবাদ-কথিত নরপতি শালিনী কেশরীর মহিষী কর্ত্তৃক ১০৯০-১১০৪ খৃঃ অঃ মধ্যে

নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। ফার্গুসন, নাটমন্দিরের নির্ম্মাণকাল ১১০০ খৃঃ অব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মন্দিরের এ অংশটি প্রায় ৫২ বর্গ-ফিট জমির উপর নির্ম্মিত। নাটমন্দিরের উত্তর ও দক্ষিণদিকে ২ ফিট চওড়া ও ৩ ফিট উচ্চ ঢালু ভিত্তির বেষ্টনী (berm) আছে। ইহার সম্মুখভাগে কতকগুলি দেবালয়ের চিত্র ক্ষোদিত। এই সকল চিত্রের মধ্যভাগে এক একটি উপবিষ্ট মানব-মূর্ত্তি দেখা যায়। বৌদ্ধ চৈত্যে দৃষ্ট এই শ্রেণীর চিত্রের সহিত এগুলির যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। নাটমন্দিরের পূর্ব্বদিকে মাত্র একটি দরজা; সেখান দিয়া ভোগমণ্ডপে যাইতে হয়। এ দরজাটি কিন্তু দেখিতে সেরূপ সুন্দর নহে। পশ্চিমদিকের মাঝের দ্বারটি বেশ প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ইহা চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত। তক্তাগুলি সুন্দর ক্ষোদাই করা; সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য ও মজবুদ করিবার উদ্দেশ্যে উহাতে অনেকগুলি পিতলের পেরেক বসান আছে। এই দরজার চৌকাঠ সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট কালো ক্লোরাইট পাথরে নির্ম্মিত। চিত্রগুলি কোনারকের ক্লোরাইট (Chlorite) দ্বারেরই অবিকল অনুরূপ। আবর্ত্তিত লতার ভিতরে ক্রীড়াশীল শিশুমূর্ত্তি; নীচে ও তাহারই পার্শ্বে, নানা ভঙ্গীতে কতকগুলি অশ্লীল মিথুন-মূর্ত্তি। যাহারা এরূপ সৌন্দর্য্যসম্পন্ন ক্রীড়াশীল দেবশিশুগণের কল্পনা করিয়াছিল, তাহারাই আবার সেই সঙ্গে এইরূপ জুগুপ্সিত চিত্রাদি সম্পাদনে কিরূপে যে মনঃসংযোগ করিতে পারিয়াছিল, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। কেহ কেহ বলেন, নবরসের বিকাশদ্যোতক অন্যান্য চিত্রগুলির ন্যায় এগুলিও এ স্থলে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। ভিতরে চারিটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ আছে, তাহার উপর লোহার কড়ি। ভিতরের দেওয়ালে উড়িয়া ও

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কয়েকটি লিপি আছে কিন্তু সেগুলির এখনও সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। দেওয়ালে যেরূপ চূণবালির পলস্তারা পড়িতেছে, আর কিছুদিন পরে এগুলির পাঠোদ্ধারের কোনও সম্ভাবনা থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্বদিকের দেওয়ালে দুইটি কুলঙ্গী, তাহার একটিতে হরপার্ব্বতীর অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি। নাটমন্দিরের ঢালু ছাদ তিন থাকে উঠিয়াছে; তাহার পরে সামান্য সমতল চতুষ্কোণ অংশ। ইহার চারিধারে 'সারাসেন' প্রথায় খাঁজ কাটা (Saracenic battlement) আলিসা। কার্ণিসগুলি সমতলপ্রায়, ধারে ধারে বর্শাফলকের ন্যায় সূক্ষ্মাগ্র অলঙ্কার।

নাটমন্দিরে এখন আর দেবদাসী নাই। "নাটুয়া পিলারা" (বালকনর্ত্তকগণ) উৎসবাদির সময় নৃত্যগীত করিয়া থাকে। শুনিয়াছি, নাটুয়াদের গীত শুনিতে মন্দ নহে। পরমশ্রদ্ধাস্পদ অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় তাঁহার 'উড়িষ্যার চিত্রে' এই বালকসঙ্গীতের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচীন প্রতীচ্য সভ্যতার ইতিহাসপ্রসঙ্গে শুনিতে পাই, দেবগণের পরিচারিকা Hoebe র স্থান যখন তরুণ বালক Ganymede অধিকার করে, তখন নাকি তাৎকালিক য়ুনানী সভ্যতার অধঃপতন অনেকদূর গড়াইয়াছে। 'দেবদাসী'র স্থানে 'নাটুয়া পিলা' আসায় আধুনিক উৎকলের নৈতিক উন্নতি কি অবনতি সূচিত হইতেছে, তাহা যাঁহারা উড়িয়া-সমাজের সহিত সুপরিচিত, তাঁহারাই বলিতে পারেন। নাটমন্দিরের পশ্চিমদিকের দুয়ারের পার্শ্বে অবস্থিত একখানি শিলালিপির কথা শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উল্লেখ

করিয়াছেন (২৭)। ইহা সূর্য্যবংশীয় রাজা কপিলেশ্বর দেবের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ। মন্দিরের কোনও অংশ নির্ম্মাণের কথা ইহাতে উল্লিখিত হয় নাই। রাজা কপিলেশ্বরদেব লিঙ্গরাজের পূজা যথাযথভাবে নির্ব্বাহিত হওয়ার জন্য দেবোদ্দেশে কিয়ৎপরিমাণ ভূসম্পত্তি উৎসর্গ করিয়াছিলেন, শুধু ইহাই লিখিত আছে।

বড় দেউলের ভোগ-মন্দিরটি না কি রাজা কমল কেশরীর কীর্ত্তি; অন্যমতে ইহা জগৎ কেশরীর রাজত্বকালে, আনুমানিক ৮৫০ হইতে ৮৭০ খৃঃ অব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এ অনুমান অবশ্য বংশাবলীর বর্ণনার উপর নির্ভর করিতেছে; সুতরাং কতদূর সত্য, বলা যায় না। শুনিতে পাওয়া যায় যে, প্রথমে উহা কথকতা ও ভাগবতাদি পাঠের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল। মণ্ডপটি সস্তম্ভ— অনুমান প্রায় ৩০ বর্গ ফিট স্থান অধিকার করিয়া আছে। নিম্নে ২ ফিট উচ্চ ও ৩ ফিট চওড়া berm বা ঢালু বেষ্টনী ভিত্তির স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার গাত্রে অগভীরভাবে স্ত্রীপুরুষের মিথুনমূর্ত্তি, নানা জীবমূর্ত্তি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের প্রতিকৃতি ও পুষ্প-গুচ্ছাদি খোদিত। ভিত্তির উপরই একটি সুদীর্ঘ আলম্বন (frieze); তাহাতে মধ্যে মধ্যে কপোত, হংস, হস্তী, উষ্ট্র ও গবাদি সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ। কয়েকটি ক্ষোদিত চিত্র সম্পূর্ণ নহে, শিল্পী রেখাঙ্কন করার পর যেন আর সেগুলি সমাপ্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। পূর্ব্বে দুই দিকে স্তম্ভসারির মধ্যে পাঁচ পাঁচটি করিয়া ফাঁক ছিল, এখন কেবল মাঝের অংশটি খোলা রহিয়াছে। অন্যগুলি পার্শ্ব হইতে দেওয়াল গাঁথিয়া বন্ধ করা হইয়াছে।

---

(২৭) Orissa and her remains, p. 364.

পূর্ব্বদিকের মধ্যস্থিত দ্বারটিই প্রধান প্রবেশ-পথ। নিম্নে সামান্ত অশোভন সোপানত্রয়। এ ঘরের খিলান ভালরূপ সমাপ্ত হয় নাই, মাত্র অর্দ্ধেকাংশে কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে লোহার 'সরদাল'। ইহা বোধ হয় পরে লাগান হইয়াছে। স্তম্ভের উপরের অংশ (architrave) স্থানে স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে। ভোগমন্দিরেরও পিরামিডাকৃতি ঢালু ছাদ। সর্ব্বসমেত সাত থাক কার্ণিস; প্রথমে চারি থাক, তাহার উপর ছাদের ঢালু অংশ, উহার পরে অপর তিনটি থাক। ভদ্রক বা জগ-মোহনের দক্ষিণ প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বে কতকগুলি ধাতবমূর্ত্তি আছে; এগুলির মধ্যে খোঁজ করিলে বিলাতের বার্‌মিংহামে প্রস্তুত (Brummagem) পিতলের মূর্ত্তি পাওয়া যায় কি না, বলিতে পারি না, তবে কয়েকটি দেখিয়া নিতান্ত আধুনিক বলিয়াই বোধ হইল। পর্ব্বদিন উপলক্ষ্যে এগুলির মধ্য হইতে চন্দ্রশেখর নামক একটি ক্ষুদ্রাকার ধাতবমূর্ত্তি ত্রিভুবনেশ্বর মহাদেবের প্রতিনিধিস্বরূপ উৎসবস্থানে নীত হইয়া থাকে। রথযাত্রার সময় চন্দ্রশেখরের অভ্যর্থনার জন্য পার্ব্বতীমূর্ত্তিটিকে ভোগমণ্ডপে আনয়ন করা হয়। অন্যান্য মন্দিরগুলির সহিত লিঙ্গরাজের যোগাযোগ বুঝিতে হইলে কয়েকটি স্থানীয় পর্ব্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা আবশ্যক। মার্গশীর্ষের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে চন্দ্রশেখর, পাপনাশিনী তীর্থের উত্তরপার্শ্বে অবস্থিত সরকারী ডাক্তারখানার সন্নিকটস্থ যজ্ঞেশ্বরমন্দিরে গমন করেন। ইহার পর মাঘ-সপ্তমীতে ভাস্করেশ্বরমন্দিরে যাইয়া সেখানে তিল-ভোগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ফাল্গুনমাসের শুক্লা সপ্তমীতে কপিলযাত্রা। ভুবনেশ্বরের প্রতিনিধি কপিলেশ্বর হ্রদে স্নাত হইয়া কপিলেশ্বর-মন্দিরে ভোগাদি গ্রহণ করেন। তাহার পর দমন-

ভঞ্জিকা পর্ব্ব। বাঙ্গালায় এ পর্ব্বের অনুরূপ কোনও অনুষ্ঠান আছে বলিয়া বোধ হয় না। তাই ইহার একটু বর্ণনা আবশ্যক। বিন্দুসাগর-সন্নিকটস্থ তীর্থেশ্বর-মন্দিরই ইহার নির্দ্দিষ্ট স্থান। তাই চন্দ্রশেখর বিগ্রহও এই উপলক্ষ্যে এই স্থানেই নীত হইয়া থাকেন। সংস্কৃত দমনক বাঙ্গালায় দোনাশাক (thyme বা mint)। শুনিয়াছি, ভুবনেশ্বরে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। দমন-ভঞ্জিকার দিন 'দোনা'-নির্ম্মিত আভরণে দেবতাকে সজ্জিত করা হয়। ভুবনেশ্বরে আষাঢ়ের শুক্লাষ্টমী পরশুরামাষ্টমী নামে খ্যাত। এই তিথিতে লিঙ্গরাজ পরশুরামেশ্বর মন্দিরে নিজ প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া থাকেন। কার্ত্তিকের শুক্লা দ্বিতীয়ায় যম-দ্বিতীয়া পর্ব্ব। এই দিন চন্দ্রশেখর লিঙ্গরাজ মন্দিরের পশ্চিমদিকে অবস্থিত যমেশ্বর-মন্দিরে আনীত হয়েন। কার্ত্তিক মাস বড়ই অস্বাস্থ্যকর। আমাদের বাঙ্গালা দেশেও কার্ত্তিকের প্রথম ভাগে যমপুরীর সকল দুয়ার খোলা থাকে বলিয়া প্রবাদ আছে। যাঁহারা ম্যালেরিয়াচ্ছন্ন পল্লীতে এই সময় বাস করিয়াছেন, তাঁহারাই এই প্রবাদের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বোধ হয়, এই সময়ে যমরাজের প্রকোপ অধিক বলিয়া এই তিথির নাম যম-দ্বিতীয়া হইয়া থাকিবে। ভুবনেশ্বরেও রথযাত্রা হইয়া থাকে, তবে এ রথ আষাঢ়ের নহে। ফাল্গুনের শুক্লাষ্টমী বা অশোকাষ্টমী তিথিতেই ইহার অনুষ্ঠান। আমরা আসিবার সময় দেখিয়াছিলাম যে, রথের প্রকাণ্ড চাকা কয়টি বড় দাণ্ডতে পড়িয়া আছে। উড়িষ্যায় জগন্নাথ মন্দিরে যেরূপ শক্তি-দেবতা বিমলা, ত্রিভুবনেশ্বরের মন্দিরে সেইরূপ বৈষ্ণব-দেবতা নৃসিংহ। ভুবনেশ্বর শৈব-তীর্থ হইলেও যাত্রিগণ এখানে সর্ব্বপ্রথমে অনন্ত-বাসুদেবের

মন্দিরেই পূজার্চ্চনা করিয়া থাকে। ভুবনেশ্বরে উল্লেখযোগ্য এই একমাত্র বৈষ্ণব মন্দিরের প্রভাব হইতেই বুঝা যায় যে, সম্প্রদায়-গত বিদ্বেষ এস্থান হইতে বহুদিনই তিরোহিত হইয়াছে। সুধী বলেন্দ্রনাথ বিভিন্ন দেবোপাসকগণের মধ্যে এই সদ্ভাব ও দেবতায় দেবতায় আদান-প্রদান লক্ষ্য করিয়া ইহার সামঞ্জস্য-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। রথযাত্রার ন্যায় ভুবনেশ্বরের মন্দিরে দোলযাত্রাও সম্পাদিত হয়, তাহার প্রধান অনুষ্ঠান হরিহর-মূর্ত্তির দোলন। প্রাবরণোৎসবে ত্রিভুবনেশ্বর গ্রীষ্মবস্ত্র ত্যাগ করিয়া শীতবস্ত্র পরিধান করেন। পুরুষোত্তমেও ইহার অনুরূপ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া জগন্নাথদেবের দেহে শীতবস্ত্র উঠে। ভুবনেশ্বরের পুষ্যাযাত্রা জগন্নাথদেবের অভিষেক ; ভুবনেশ্বরে যেরূপ শয়ন-চতুর্দ্দশী জগন্নাথক্ষেত্রে সেইরূপ শয়ন-একাদশী। ভুবনেশ্বর ও জগন্নাথ এই উভয় স্থানেই সেই চন্দনযাত্রা, সেই মকরসংক্রান্তি, ভৈমী-একাদশী প্রভৃতি অভিন্ন অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়।

ডাক-বাংলার সম্মুখ দিয়া যে রাস্তাটি গিয়াছে, তাহারই নাম বড়দাণ্ড বা বড়রাস্তা। নামে বড় বটে, কিন্তু চওড়ায় ৪০ ফিটের বড় বেশী নহে। শুনিয়াছি, এই বড়দাণ্ডের শেষ প্রান্তে, ডাক-বাংলার সন্নিকটে, রেল-ষ্টেশন নির্ম্মিত হইবে, এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল ; কিন্তু রথযাত্রার সময় স্থান-সঙ্কীর্ণতা-বশতঃ রথ ঘুরাইবার অসুবিধা হইতে পারে, এই ওজুহাতে নাকি পাণ্ডামহাশয়েরা আপত্তি করিয়া ষ্টেসনটি হইতে দেন নাই। ভুবনেশ্বর তো স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, নড়াইবার উপায় নাই এবং উপায় থাকিলেও শাস্ত্রমতে 'শিবলিঙ্গং ন চালয়েৎ', তাই রথে 'চন্দ্রশেখর' দর্শন করিয়াই যাত্রিগণ দৃষ্টি সার্থক করিয়া থাকেন। আমরা দেবদর্শনান্তে মন্দির

(চিত্র ২৩)
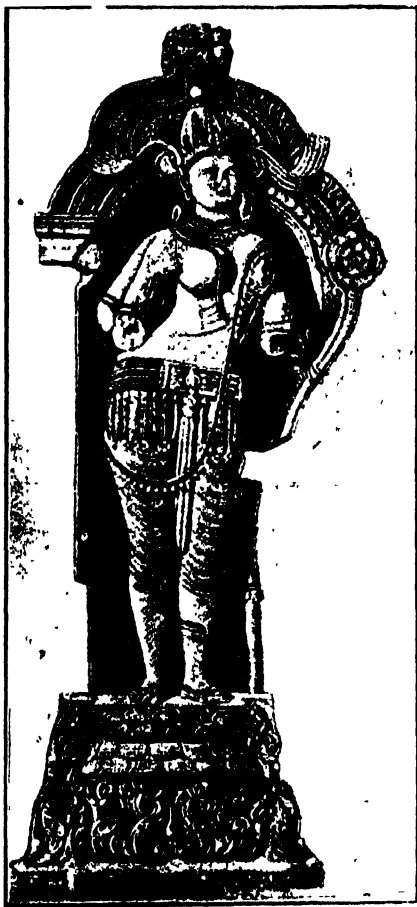
ভুবনেশ্বর মন্দিরের ভগবতী-মূর্ত্তি।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রদত্ত চিত্র অবলম্বনে]   [পৃঃ ৫৯

প্রদক্ষিণকালে দেখিতে পাইলাম যে, শেখরাংশের মধ্যদেশের তিনটি খাঁজেই তিনটি মানুষপ্রমাণ দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে। পশ্চিমে কার্ত্তিক, দক্ষিণে গণপতি এবং উত্তরে ভগবতী। কেবল পূর্ব্বদিকে কোন দেবমূর্ত্তি নাই। ভগবতীমূর্ত্তির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভগ্নহস্ত ক্লোরাইটের ভগবতীমূর্ত্তিটি প্রায় ৭ ফিট উচ্চ। পরবর্ত্তী কালে এই মূর্ত্তিটির উপর একটি 'খোলা চৌচালার' ন্যায় আবরণ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে কিন্তু মন্দিরের গঠনপ্রণালীর সহিত সামঞ্জস্য হয় নাই বলিয়া ইহাতে সৌন্দর্য্যহানি ঘটাইতেছে। ভগবতীমূর্ত্তির পরিমাপাদি শিল্প-শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুযায়ী। হিন্দু শিল্পিগণের এ সকল দেবমূর্ত্তি স্বেচ্ছায় গঠন করিবার অধিকার না থাকায় ভিন্সেণ্ট স্মিথ্ বলিয়াছেন যে ইহাতে বর্দ্ধকীর সৌন্দর্য্য উদ্বোধন-প্রতিভা অপেক্ষা দক্ষতার সহিত পাথর কাটিয়া খোদাই করিবার ক্ষমতাই ভালরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। ('the skill of the stone cutter rather than of the creative sculptor')। স্বাধীনভাবে স্বীয় কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া সৌন্দর্য্যসাধনা করিলে যে চারুশিল্প সমধিক উন্নতিলাভ করে তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু বাঁধানিয়ম বজায় রাখিয়া শিল্পী যে সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে পারে না এ উক্তিও সম্পূর্ণ বিচার-সহ নহে। Idealism অথবা ভাবপ্রবণতাই ভারতীয় শিল্পের প্রাণ। ভারতীয়গণ কখনও বাস্তবের হুবহু নকলে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। শিল্প শাস্ত্রোক্ত তালমান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অমসৃণ প্রস্তরাদিতেও তাঁহারা অপূর্ব্ব সুষমার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইউরোপীয় সমঝ্দারগণ ভারতীয় চিত্রকলার সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছেন; ভরসা হয়, তাঁহারা ক্রমে

ভারতীয় ভাস্কর্য্যেরও প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হইবেন। জনৈক লেখকের মতে (২৮) শুধু পার্ব্বতীর গাত্রবসনখানিতে যেরূপ অত্যুৎকৃষ্ট কারুকার্য্য রহিয়াছে তাহা দর্শন করিলে শিল্পিগণকে "অলৌকিক দৈবশক্তি সম্পন্ন বলিতে কুণ্ঠা বোধ হয় না"।

পূর্ব্বে 'ভো' নামক যে স্থাপত্য অলঙ্কারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা মন্দির-গাত্রের মাঝের খাঁজটিতে খোদিত। ইহা শিখরের যে স্থানে অবস্থিত তাহার উচ্চতা মন্দির-চূড়ার সমগ্র উচ্চতার প্রায় এক তৃতীয়াংশ হইবে। চিহ্নটির দুই পার্শ্বে বাদন-নিরতা স্ত্রীমূর্ত্তি আছে; উপরেই একটি গজসিংহমূর্ত্তি। শিখরের অগ্রভাগের সন্নিকটে একটি বাতায়ন দেখিতে পাওয়া যায়। শিখরগাত্রে উদ্গত গজসিংহমূর্ত্তির সংখ্যা আটটির কম নহে। ইহার মধ্যে ভোগমন্দিরের পার্শ্বস্থ মূর্ত্তিটিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। শিখরের নিম্নভাগে ভিত্তিসান্নিধ্যেও গজসিংহমূর্ত্তি রহিয়াছে দেখিলাম; মধ্যে দুই একটি করিয়া পদ্মোপরি অবস্থিত গজমূর্ত্তি। ইঞ্জিনীয়ারগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, শিখরের শিরোদেশে না কি পাথরের কড়ি (beam) ব্যবহৃত হইয়াছে। বৃত্তাকার উচ্চ শিখর-স্কন্ধের চতুঃপার্শ্বে আটটি মূর্ত্তি আছে;—চারিটি সিংহ মূর্ত্তি, এবং অপর চারিটি মূর্ত্তি, জনৈক ইংরাজ স্থপতি প্রেতিনী বা রাক্ষসীমূর্ত্তি (she-goblin) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদেরই উপরিভাগে ৬৪ খাঁজযুক্ত গম্বুজ এবং তদুপরি কলস অবস্থিত। করোগেটের (corrugate) ন্যায় ধারে খাঁজযুক্ত এই গম্বুজটিই "আমলা" শিলা। কাহারও কাহারও মতে কথাটির অর্থ অমৃতকরক বা অমৃতকলস

(২৮) ৺ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী প্রণীত 'ভারত ভ্রমণ', পৃঃ ৪৭৩।

(Dew Vessel)। আবার কেহ কেহ প্রকাশ করেন, ইহা "অমল" শিলার অপভ্রংশমাত্র। সাধারণতঃ ইহা আমলক (Philanthus Emblica বা Emblica Myrobalan) ফলের সাদৃশ্য-জ্ঞাপক বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। হেভেলের মতে ইহা আকারে, বৈষ্ণবদিগের নিকট আদরণীয়, পরম পবিত্র নীলপদ্ম-পুষ্পের বীজের ন্যায়; সুতরাং আমলকফলের সহিত আমলাশিলার আকারগত সাদৃশ্য তিনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন বলিয়া মনে হয়। যদি আমলকফলের অনুকরণেই মন্দিরের আমলা শিলা নির্ম্মিত হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহাতে কোনও রূপকভাবের দ্যোতনা আছে কিনা তাহাও বিশেষজ্ঞদিগের বিবেচ্য। অচার্য্য সার্ জগদীশ চন্দ্র বসু 'অর্দ্ধামলক' চরমদানের চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাঁহার নবনির্ম্মিত বিজ্ঞান মন্দিরের গাত্রে স্থাপত্য অলঙ্কার-রূপে উহা গ্রথিত করিয়াছেন (২৯)। মধ্যযুগে উৎকলদেশীয় কোনও হিন্দু মন্দিরনির্ম্মাতা বৌদ্ধসম্রাট্ অশোকের শেষদান অর্দ্ধামলকের কথা যে অবগত ছিলেন তাহা সাহস করিয়া বলা যায় না তবে 'হস্তামলক' প্রভৃতি সুপরিচিত নাম দেখিয়া মনে হয় যে ভাবপ্রবণ হিন্দুস্থাপত্যে আমলক নিদর্শন-জ্ঞাপক চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হওয়া অসম্ভব নহে। পূর্ব্বোল্লিখিত 'শিখর' প্রবন্ধে হ্যাভেল মহোদয় বলিয়াছেন যে,—এই আমলার ন্যায় আকৃতিযুক্ত অলঙ্কার অশোকস্তম্ভের শিরোদেশেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমলার উপরিস্থিত অংশের নাম 'খাপড়ী; এ কথাটি কর্পূরীর অপভ্রংশ। খাপড়ীর উপরিভাগে কলস ও ধ্বজপদ্ম। কেহ

(২৯) ভারতী, পৌষ, ১৩২৪, পৃঃ ৮৭৫।

কেহ অনুমান করেন যে, মন্দির নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইয়া আসিলে শিখরের শিরোভাগে শস্য, মণিরত্ন, স্বর্ণ ও রজত প্রভৃতি মূল্যবান্ ধাতু এবং মন্দির-প্রতিষ্ঠা জ্ঞাপক নাম ও তারিখ যুক্ত উৎকীর্ণ তাম্রলিপি সংরক্ষিত হইত। মাদ্রাজ অঞ্চলে কোথাও কোথাও না কি এই অংশে ক্ষোদিত (৩০) লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাই কলস সন্নিহিত অংশ উদ্‌ঘাটন করিয়া উড়িষ্যায় অন্যান্য মন্দির হইতে তাম্রলিপি উদ্ধার করা উচিত, এ প্রস্তাবও সুধীজন-সমক্ষে উপস্থাপিত হইয়াছে (৩১)। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জৈশবাল মহাশয়, ভুবনেশ্বরে যাহারা বংশানুক্রমে মন্দির-চূড়ায় পতাকা বন্ধনের জন্য আরোহণ করে তাহাদের নিকট হইতে অবগত হইয়াছিলেন যে, লিঙ্গরাজ মন্দিরের শীর্ষদেশে আমলকের নিম্নে এইরূপ একখানি ক্ষোদিত তাম্রফলক রক্ষিত আছে (৩২)। মন্দিরের তত্ত্বাবধায়কগণ এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে এ প্রবাদ ভিত্তিশূন্য।

চূড়ার উপরিস্থ কলসের আকৃতি যে গ্রীক amphora জাতীয় পাত্রের অনুরূপ,—তাহা রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র উড়িষ্যা ও বিহারের মন্দির শীর্ষস্থ অনেকগুলি কলসের আকৃতির সহিত তুলনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যখন পর্ণশালা ব্যতীত মানবের অপর কোন আশ্রয় ছিল

---

(৩০) বহরমপুর গঞ্জাম হইতে প্রকাশিত 'আশা' নামক পত্রে খৃঃ ১৯১৭ সালের ১৮ই জানুয়ারী তারিখে জনৈক পত্র লেখক এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

(৩১) Mr. Tarini Charan Rath in J. B. O. R. S. Vol III. Pt III.

(৩২) J. B. O. R. S. June 1909. p. 298.

না, তখন প্রত্যেক কুটীরের উপরিভাগে এক একটি জলপূর্ণ কলস রাখা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইত। আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গ্রীষ্মকালে অগ্নিভয়-নিবারণার্থ পর্ণশালার শিরোদেশে জলপূর্ণ কলস রাখার নির্দ্দেশ দেখিতে পাই; না রাখিলে অর্থদণ্ড দিতে হইত। কালে যখন ইষ্টক ও প্রস্তর-গ্রথিত মন্দির ও অট্টালিকাদি নির্ম্মিত হইতে লাগিল, তখন শোভন অলঙ্কাররূপে জলপূর্ণ ঘটের প্রতিকৃতি মন্দির ও অট্টালিকা-শীর্ষে সহজেই স্থান পাইল। হিন্দুসমাজে জলপূর্ণ কলস শুভসূচক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে; সুতরাং এই হেতুবাদেও দেবালয়সংক্রান্ত স্থাপত্যে ইহার ব্যবহার অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

বড় দেউলের সীমানামধ্যে যে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির (minor temples) আছে তাহার মধ্যে ভগবতীর মন্দিরটিই শ্রেষ্ঠ। অপর একটি মন্দিরে ভুবনেশ্বরী "গোপালিনী" নামে খ্যাতা (৩৩)। একাম্রকানন বা ভুবনেশ্বরের মাহাত্ম্যসূচক কপিল-সংহিতা, একাম্রপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের বর্ণনানুসারে এই একাম্রকাননই যে তাঁহার প্রিয় বিরামনিকেতন, এ কথা মহাদেবপ্রমুখাৎ অবগত হইয়া ভগবতী স্বয়ং এই তীর্থস্থান সন্দর্শন-মানসে আগমন করিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বর একাম্রতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইলেও এখানে 'একাম্রনাথ' বা 'একাম্রেশ্বর' নামক কোনও বিগ্রহ নাই। 'একাম্রনাথ স্বামী' মহাদেব কাঞ্চী নগরীতে বিদ্যমান। 'স্থল মাহাত্ম্য' নামক গ্রন্থ উল্লেখ করিয়া স্বর্গীয় গোপীনাথ রাও লিখিয়াছেন যে, দেবী পার্ব্বতী এখানে একপদে দণ্ডায়মানা থাকিয়া, ঊর্দ্ধবাহু ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া

(৩৩) Ganguly's Orissa. p. 366.

বহুকৃচ্ছ্র-সাধনপূর্ব্বক তপস্যা করায় মহাদেব তাঁহাকে এই স্থানে এক আম্রবৃক্ষতলে দর্শন দিয়াছিলেন তাই বিগ্রহটি এই নামে অভিহিত হইয়াছে (৩৪)। ওড্রদেশের সহিত দক্ষিণীদিগের যতই সম্বন্ধ থাকুক না কেন, 'একাম্র' তীর্থের নামটি পর্য্যন্তও যে, উড়িষ্যার নিজস্ব নহে, উত্তম প্রমাণ না পাইলে এ মত সহসা প্রচার করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

বাঙ্গালীর সুপরিচিত গ্রন্থ শিবায়নে দেখিতে পাই—হৈমবতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

* * *

"বারাণসী তব প্রিয় করিনু দর্শন॥
ইহার সমান স্থান আর কোথা আছে।
সেই কথা কহ প্রভু অধীনীর কাছে॥"

তদুত্তরে মহেশ্বর বলিতেছেন,—

"কাশীসম গোপনীয় আছে মম স্থান।
উৎকল দেশেতে তাহা আছে বিদ্যমান॥
দক্ষিণ-সাগর-তীরে সেই তীর্থ হয়।
একাম্রকানন নাম জানিবে নিশ্চয়॥

* * *

কত তরু কত লতা কিবা শোভে তায়॥
কোকিল করিয়া আদি যত বিহঙ্গম।
নিরন্তর প্রেমভরে করে বিচরণ॥
এমন মোহন স্থান আর কোথা নাই।
স্নেহবশে গুপ্ত কথা কহি তব ঠাঁই॥"

(৩৪) Elements of Hindu Iconography Vol. II, Pt. II, p. 408.

ভগবতী কৌতূহল-পরবশ হইয়া একাম্রকাননে আসিয়া দেখিলেন, গো-সাগর অথবা বিন্দু-সরোবর হইতে সহস্রকুন্দেন্দুপ্রভ ঘটোধ্নী গাভী উঠিয়া এক শিবলিঙ্গের শিরোদেশ পয়োধারায় অভিষিক্ত করিল। পরে উহা যথারীতি নমস্কার করিয়া প্রদক্ষিণানন্তর পুনরায় 'বরুণালয়ে' প্রত্যাগমন করিল। শিবায়নে এ প্রসঙ্গে গো-সাগরের কথা নাই, তৎপরিবর্ত্তে দক্ষিণ-সাগরের কথা আছে,—

* * *

"দক্ষিণ-সাগর হ'তে আসে ধেনুগণ॥

* * *

দক্ষিণ-সাগরে সবে যায় পুনর্ব্বার॥

* * *

তাহা দেখি মহেশ্বরী বিস্ময়ে মগন।
গাভীগণে ধরিবারে করেন মনন॥
তাহাদিগে ধরিবারে দেবী মহেশ্বরী।
গোপীবেশ নিজে ধরি গিরিজা সুন্দরী॥
ফল-মূল প্রতিদিন ক'রে আহরণ।
ধেনু-দুগ্ধ দিয়া শিবে করেন পূজন॥"

এইরূপে দেবী গোপালিনী হইয়া গাভীগুলির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন।

কৃত্তি ও বাস নামে দুই জন দুষ্ট দৈত্য দেবীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সামান্য আভীরবধূ জ্ঞানে তাঁহার প্রণয়প্রার্থী হয়। দেবী তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার মানসে তাহাদিগের নিকট অঙ্গীকার করেন যে, যে নত হইয়া তাঁহাকে মস্তকে বা স্কন্ধে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে, তিনি তাহারই প্রার্থনা পূরণ করিবেন।

তাহারা স্বীকৃত হইলে দেবী স্কন্ধে পদার্পণ করিয়া দৈত্যদ্বয়কে পদদলিত করিয়া নিহত করিলেন। তাঁহার পদভরে সেই স্থান নিম্ন হইয়া জলাশয়ে পরিণত হইল। তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ 'পাদহরা' পুষ্করিণী যাত্রিগণকে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কপিলসংহিতায় আছে, এই পুষ্করিণী দর্শন ও তথায় পূজা করিলে মানবগণ সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে—

"পাদে দেব্যা হরো যস্মাৎ তস্মাৎ পাদহরা শ্রুতা।
তাং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা চ নরস্তু সুখমেধতে॥" (৩৫)

শিবায়নে সপ্তদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"আমার চরণদ্বয় ধরি যেই জন।
স্কন্ধদেশে কিংবা শীর্ষে করিয়া স্থাপন॥
ভূমি হ'তে মোরে যেই তুলিতে পারিবে।
সেই জন মম পতি অবশ্যই হবে॥
গোপীর বচন শুনি দৈত্য দুই জন।
আনন্দে মগন হ'য়ে কহিল তখন॥
শুন শুন গুণবতি বচন দোঁহার।
শীর্ষদেশে পদ দান করহ তোমার॥
তাহা শুনি মহেশ্বরী যুগল চরণ।
দৈত্যদ্বয়-শিরোপরি করিয়া স্থাপন॥
যেমন মর্দ্দন দেবী করিলেন বলে।
অমনি মূর্চ্ছিত হয়ে বীরদ্বয় পড়ে॥
পদভরে পুতিলেন দোঁহে মহেশ্বরী।
প্রাণ ত্যজি গেল দোঁহে পাতাল-নগরী॥

---

(৩৫) Ms. A. S. B. p. 24.

(চিত্র ২৪)
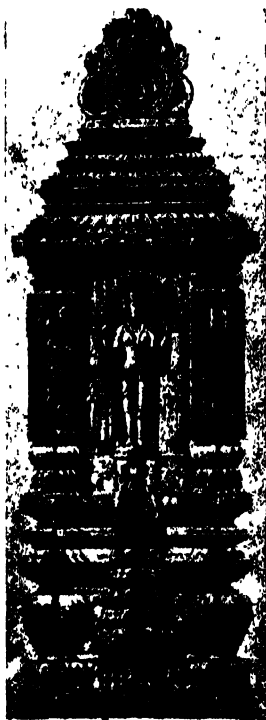
ভগবতী মন্দিরের একটি খাঁজ বা কোলঙ্গা।

ধ্যর মূর্ত্তিটি চারিহস্ত বিশিষ্ট ভগবতী ; মূর্ত্তির দুইটি হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।
দেবীর পদ্মাসনের দুইপার্শ্বে দুইটি চাকোর ; ইহারা দেবীর পদতল
চন্দ্র মনে করিয়া সুধাপানের আশায় যেন উদ্‌গ্রীব
হইয়া রহিয়াছে।

[রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থ হইতে] [পৃঃ ৬১

অত্যুত্তম হ্রদ তথা হইল সৃজন।
দেবী-হ্রদ নাম তার বিদিত ভুবন॥”

প্রচলিত প্রবাদমতে ভগবতীর মন্দির, প্রধান দেউলের দুই শতাব্দী পরে নির্ম্মিত। তথাকথিত কেশরী-বংশের গঙ্গাকেশরী নামক কোনও রাজা এই মন্দিরের নির্ম্মাতা বলিয়া কথিত। অবশ্য, এ জনশ্রুতির ঐতিহাসিক ভিত্তি কত দূর, তাহা স্থির করা সুকঠিন; তবে ভগবতী-দেউলটি যে পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও কারণ দেখা যায় না। যাঁহারা পৌরাণিক আখ্যায়িকা হইতে ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্কাশনে তৎপর, তাঁহারা শিবমুখে একাম্রকাননের উল্লেখ শুনিয়া দেবীর তথায় আগমন বিষয়ক বৃত্তান্ত—শাক্ত তান্ত্রিক প্রভাবে ভগবতীর মন্দিরটি যে পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত, এই মতেরই পোষকতায় গ্রহণ করিয়া থাকেন। হয় তো “পাদহরা” পুষ্করিণী ভগবতী-মন্দির-নির্ম্মাণকালেই নিখাত হইয়াছিল বলিয়া উহার উদ্ভব এই পূত কাহিনীতে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। নামে গোপালিনী হইলেও দেবীর সিংহবাহিনী মূর্ত্তি। মন্দিরটি জগমোহনবিশিষ্ট। গর্ভগৃহ ও জগমোহন এই উভয় অংশ সংযুক্ত করিয়া একটি ছাদ সমন্বিত গমনাগমনপথ (lobby) রহিয়াছে। সুদৃশ্য প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখেই নবগ্রহ-প্রস্তর। এ মন্দির উৎকৃষ্ট ইষ্টকের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট লাল বালিয়া-পাথরে নির্ম্মিত। লিঙ্গরাজ-মন্দির অপেক্ষা ইহার বর্ণ সমধিক নয়নাভিরাম বলিয়াই মনে হয়। মন্দির দৈর্ঘ্যে ১০০ হাত, প্রস্থে ৩২ ও উচ্চে প্রায় ১৬ হাত। ক্ষুদ্র হইলেও ইহা অতি সুন্দরভাবে লতাপুষ্প ও নানারূপ ক্ষোদিত অলঙ্কারে সজ্জিত। ইহা ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূরত ও অগভীর খোদাই করা (bas-relief) চিত্রাদিরও অভাব নাই।

শ্রীযুক্ত রায় চুণিলাল বসু বাহাদুর স্বীয় ওজস্বিনী ভাষায় পার্ব্বতী মন্দিরের ভাস্কর্য্য বিষয়ক শিল্প-চাতুর্য্যের যে প্রশংসা-বাদ করিয়াছেন, তাহার নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিয়া মন্দিরদর্শকগণ কেহই উহা অত্যুক্তিদুষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিবেন না। "পার্ব্বতীর মন্দিরের প্রস্তরময় গাত্রে যে সকল মনুষ্য ও অন্যান্য জীবের মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে * * * বিরূপ ও ভগ্ন হইলেও তাহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব ও সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া শিল্পীর সূক্ষ্মদৃষ্টি, সত্যপ্রিয়তা ও কার্য্যকুশলতার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। প্রাচীন ভারতরমণীগণের বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি যেরূপ নৈপুণ্যের সহিত ক্ষোদিত হইয়াছে, অশ্বারোহী যোদ্ধবর্গের বেশভূষার পারিপাট্য যেরূপ নৈপুণ্যের সহিত ক্ষোদিত করা হইয়াছে, বহু আড়ম্বরে সজ্জিত হস্তীগুলিকে যেরূপ স্বাভাবিকভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে,—স্তম্ভ, কার্ণিশ, গবাক্ষ প্রভৃতির গঠনে যেরূপ সূক্ষ্ম রচনা-কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা দেখিলে প্রাচীন ভারতে শিল্প-বিজ্ঞান যে অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না (৩৬)।"

অভিজ্ঞগণের মতে উৎকলশিল্পের সৌন্দর্য্যকলার ইহা একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহার শিল্প-নৈপুণ্য অনির্ব্বচনীয়। পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, "ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দিরের অঙ্গীভূত হইলেও শিল্পকৌশলে ইহা আরও উচ্চশ্রেণীস্থ।" মন্দিরটির চারিধার প্রাচীরে বেষ্টিত বলিয়া বাহির হইতে উহা ভালরূপ দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ভুবনেশ্বরে তান্ত্রিক ব্রহ্মচারিগণের যৌন-সম্বন্ধ-বিষয়ক উপাসনা

(৩৬) 'পুরী যাইবার পথে'—সাহিত্য-সংহিতা হইতে পুনর্মুদ্রিত, পৃঃ ১৭।

(চিত্র ২৫)

লিঙ্গরাজমন্দিরের গাঁজে অবস্থিত দণ্ডায়মান গণেশ মূর্ত্তি।

[রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত চিত্র হইতে]   [পৃঃ ৬৩

(চিত্র ২৬

স্কন্দ অথবা কার্ত্তিকেয়।

(মুসে গিমে চিত্রশালায় রক্ষিত প্রস্তর ক্ষোদিত দেবমূর্ত্তি)

[ম্যাল্‌রঁ হইতে]   [পৃঃ ৬৪

প্রচলিত হইলে পর এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়। পূর্ব্বে না কি শৈবোপাসনার মধ্যে তান্ত্রিক ভাব স্থান পায় নাই, পরে তন্ত্রোক্ত মতের প্রাধান্যের সহিত কেবল গৌরীপট্টের যোনিচিহ্ন যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায় ত্রিভুবনেশ্বরে একটি বিভিন্ন শক্তি-মূর্ত্তি সংস্থাপনের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। গোপালিনী-মন্দিরের পৃষ্ঠ-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে আরও অন্যান্য মন্দির ছিল বলিয়া অনুমিত হয়; কিন্তু এখন তাহার কোনও চিহ্ন নাই। গোপালিনী মন্দিরের নিকট অপর একটি মন্দিরে গণেশ ও কার্ত্তিকেয়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। স্বর্গীয় ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয় এ মূর্ত্তি-দ্বয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "হেরম্বের সুবিশাল কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তিটির গঠননৈপুণ্য বাস্তবিকই আনন্দদায়ক (৩৬)।"

কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তির পূজা এদেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এ সম্বন্ধে ময়ূরভঞ্জের পুরাতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তকে আলোচনা করিয়াছেন। 'ললিতবিস্তরে' ও 'লোকেশ্বর শতকম্' গ্রন্থে স্কন্দমূর্ত্তির উল্লেখ আছে। স্কন্দের উপাসকগণ 'কৌমার' নামে অভিহিত হইত। কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে সুবৃহৎ কার্ত্তিকেয় মন্দির দেখিয়াছিলেন, এ কথা 'রাজতরঙ্গিণীতে' লিখিত আছে (৩৭)। কার্ত্তিক-মূর্ত্তি দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ ও ষড়্ভুজ এই তিন রূপেই পরিকল্পিত

(৩৬) ভারতভ্রমণ পৃঃ ৪৭৩। ভুবনেশ্বরে কেদারেশ্বর মন্দিরের 'রেখা'র দক্ষিণ থাঁজেও একটি দণ্ডায়মান গণেশমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। J. A. S. B. 1908 vol. IV. no 6, p 311.

(৩৭) রাজতরঙ্গিণী, ৪র্থ অধ্যায়, ৪২২। Sir M. A. Stein's translation Vol I. p. 160. জয়াপীড়ের রাজত্বকাল খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষাংশে ৭৫১-৭৮২ বলিয়া অনুমিত।

হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন ময়ূরবাহন কার্ত্তিক পুরাকালে মোরগবাহন ছিলেন (৩৮)। মনে পড়ে, পরিহাসরসিক দীনবন্ধু গাহিয়াছিলেন—

"দুর্গির ছাওয়াল কার্ত্তিকরে ভাই, মোরগ চেপে যায়।" কিন্তু ইহার ভিতর মূর্ত্তিতত্ত্ববিষয়ক সত্য কতটুকু নিহিত ছিল বাঙ্গালী তখন তাহা বুঝে নাই।

দাক্ষিণাত্যে কার্ত্তিক সুব্রহ্মণ্য নামেই পরিচিত। সারদাতিলক তন্ত্রে সুব্রহ্মণ্য "কুক্কুটধ্বা" "রক্তাঙ্গ বালাখ্যা" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালায় যে তিনটি প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীন কার্ত্তিক মূর্ত্তি সংরক্ষিত হইয়াছে তাহার মধ্যে দুইটি রাজসাহী জেলার অন্তর্গত গোদাগাড়ী থানার এলাকায় আবিষ্কৃত। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির মূর্ত্তিত্রয়ে দেখিতে পাই কার্ত্তিক 'ময়ূর-বাহন' রূপেই পরিকল্পিত। ভুবনেশ্বরে, মেঘেশ্বর মন্দিরের শিখরের পশ্চিমভাগে যে চতুর্ভুজ কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তি দেখা যায়, তাঁহার উপরের বামহস্তটি জনৈক স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক ধৃত কুক্কুটের পুচ্ছদেশ স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। নিম্নভাগের দক্ষিণ হস্ত আশীর্ব্বাদমুদ্রায় বিন্যস্ত; একটি ময়ূর যেন চঞ্চুদ্বারা তাহাতে মৃদু আঘাত করি-তেছে। কার্ত্তিকের এ মূর্ত্তিটি পদ্মাসনে দণ্ডায়মান। ইহাতে কুক্কুট ও ময়ূর এ উভয়েরই সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইলেও ইহাদের কোনটিই বাহনরূপে ব্যবহৃত হয় নাই (৩৯)। গণেশ মূর্ত্তিও বহু প্রাচীন। কিন্তু মহাভারতীয় যুগে গণেশোপাসনা প্রচলিত ছিল না, শ্রীযুক্ত

(৩৮) Archaeological Survey of Mayurbhanj, p. 31.
(৩৯) J, A. S. B. 1908, Vol IV, No. 6, p. 311.

বিজয়চন্দ্র মজুমদারপ্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন (৪০)। গ্রাণওয়েডেল তাঁহার ভারতে বৌদ্ধ শিল্পবিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, (৪১) বিনায়ক অথবা গণেশ জাপানেও দেবতা বলিয়া পরিগণিত। অশোকের কন্যা চারুমতী নেপালে খৃঃ ৩য় শতাব্দীতে গণেশ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে (৪২)। নগেন্দ্র বাবু বলেন, ভবিষ্যপুরাণে সূর্য্যমন্দিরে বিনায়কের পূজা হইত এরূপ লিখিত আছে, তাহাতেই অনুমান হয় বিনায়কপূজা প্রাচীনকালে মগধে সৌরদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পরে হিন্দু ও মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ, এই উভয় সম্প্রদায় কর্ত্তৃকই গৃহীত হয় (৪৩)। আচার্য্য ফুসে তাঁহার মূর্ত্তিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের কোনও প্রস্তর ক্ষোদিত চিত্রে স্কন্দ ও গণেশ ইন্দ্রের সহিত দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এরূপ দেখা গিয়াছে। পুরাণ ও তন্ত্রে নাকি ৫৪ প্রকার বিভিন্ন গণেশ মূর্ত্তির অর্চ্চনার কথা পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, আমরা মন্দির পরিক্রমণ প্রসঙ্গে গণেশের কুলজী (৪৪) আলোচনা করিয়া আর কালক্ষেপ করিব না।

পূর্ব্বদিকের প্রধান প্রবেশদ্বারের (propylon) সম্মুখেই একটি

(৪০) J. R. A. S. 1907. p 339.
(৪১) Buddhist Art in India, p. 183.
(৪২) Oldfieid's Nepal Vol. II, p. 98, quoted in Mr. N. N. Vasu's A. S. Mayurbhanj, Int. p. XXIII.
(৪৩) Ibid, p. 22.
(৪৪) সুলেখক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৩২৭ সালের বৈশাখের প্রবাসী পত্রে গণেশের কুলজীর বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধটি মূর্ত্তিতত্ত্ববিষয়ক বহু মূল্যবান তথ্যে পরিপূর্ণ।

বাঁধা আঙ্গিনা আছে। উহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা। দৈর্ঘ্যে আন্দাজ ৬৫ ফিট। দ্বারের দুই পার্শ্বে দুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপ দৃষ্ট হয়। প্রাঙ্গণের পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বিভিন্ন সময়ে নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে। তাহার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র মন্দির বড় দেউলের নাটমন্দিরের ন্যায় সারাসেনিক (Saracenic) প্রথায় খাঁজ-কাটা আলিসায় শোভিত। কেহ কেহ এ প্রকার-স্থাপত্যবৈচিত্র্যকে ইংলণ্ডের নর্ম্মাণ-টুডর (Norman-Tudor) যুগের অট্টালিকাস্থ পুষ্পালঙ্কারাদির সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। প্রবেশদ্বারের কিঞ্চিৎ বামভাগে অখণ্ড-প্রস্তর-নির্ম্মিত স্তম্ভোপরি সুবৃহৎ বৃষভমূর্ত্তি উপবিষ্ট রহিয়াছে। ইহা ইতর প্রাণীর প্রতিকৃতিনির্ম্মাণ-বিষয়ক তক্ষণ-কার্য্যের একটি সুসম্পন্ন দৃষ্টান্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে ('is worthy of note as a specimen of well-finished animal carving')। বৃষ-স্তম্ভটি ধ্বজশেখরের পরবর্ত্তী কালে স্থাপিত বলিয়াই মনে হয়। প্রস্তরময় বৃষের পার্শ্বে নীলপ্রস্তরখোদিত লক্ষ্মী-নারায়ণের সুন্দর মূর্ত্তি দেখিলে বাস্তবিকই চক্ষু তৃপ্ত হয়। গোপালিনীর মন্দির ব্যতীত ভুবনেশ্বরের ল্যাটেরাইট (laterite) প্রস্তরময় মন্দির-প্রাঙ্গণে আরও কতকগুলি দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তি আছে; তন্মধ্যে গণপতি, লক্ষ্মী নৃসিংহ, সাবিত্রী দেবী ও মহিষারূঢ় চতুর্ব্বাহু যমরাজ প্রভৃতির মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। এই নৃসিংহমূর্ত্তি সম্বন্ধে ৺রায় বরদাপ্রসন্ন সোম বাহাদুর (৪৫) লিখিয়াছেন যে "পুরী ও কাশীধামে যে সকল নৃসিংহমূর্ত্তি দেখা যায়, সেগুলিতে নৃসিংহের এক হস্ত প্রহ্লাদের মস্তকোপরি স্থাপিত এবং অপর হস্ত হিরণ্যকশিপু বিনাশে নিয়োজিত; কিন্তু এ মূর্ত্তিতে নৃসিংহ দেবের কোলে

(৪৫) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১১শ ভা, পৃঃ ১৩৩।

লক্ষ্মী বসিয়া আছেন" (৪৬)। এই সকল মূর্ত্তি ব্যতীত মন্দিরমধ্যে একটি অরুণ-স্তম্ভও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

লিঙ্গরাজ বা বড় দেউলের বৃহত্তম প্রাঙ্গণ ৩৬৬ হাত দীর্ঘ ও পূর্ব্বপশ্চিমে ২৬৬ হাত প্রস্থ, চারিদিকে পাঁচ হাত উচ্চ প্রাচীর।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের মধ্যে কোন কোনটি গম্বুজযুক্ত, কোন কোনটির সমতল ছাদ। ইহার মধ্যে একটি মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এটি উচ্চে মাত্র ২০ ফিট এবং কুট্টিম-পরিমাপ ৬ বর্গ-ফিট। মধ্যে একটি বালিয়া পাথরের শিবলিঙ্গ আছে, দেখিলে অখণ্ড প্রস্তর-স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ বলিয়া মনে হয়। মন্দিরপ্রাঙ্গণ অপেক্ষা শিবলিঙ্গটি ৫ ফিট ৬ ইঞ্চি নিম্নে অবস্থিত। ইহা হইতে অনুমিত হয়, পরবর্ত্তী কালে স্থানটির "লেভেল" উঁচু করা হইয়াছিল ; কিন্তু শিবলিঙ্গ স্থানান্তরিত করা নিষিদ্ধ বলিয়া এ মন্দিরটি পূর্ব্বেরই ন্যায় রহিয়া গিয়াছে। বড় দেউলের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে যে ক্ষুদ্র মন্দিরটি আছে তাহাতে গঙ্গা ও যমুনা মূর্ত্তি দেখা যায়। মূর্ত্তিদ্বয়ের এক হস্তে কলস, অপর হস্তটি উরুর উপর বিন্যস্ত। ছত্রধারিণী মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়া আছে (৪৭)।

---

(৪৬) বলা বাহুল্য ইহা লক্ষ্মী-নৃসিংহ বিগ্রহেরই প্রকার ভেদ। শ্রীযুক্ত টি গোপীনাথ রাও মহাশয় এইপ্রকার মূর্ত্তির যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে দেখিতে পাই, নৃসিংহদেবের দেহ লক্ষ্মীর দক্ষিণ ভুজলতায় বেষ্টিত। দেবীর বাম হস্তে একটি পদ্মপুষ্প ; নিম্নে গরুড় মূর্ত্তি। Elements of Hindu Iconography pp. 145-61. স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় রচিত Orion গ্রন্থে (p. 120, foo-tnote) হিরণ্যকশিপুর সহিত বৈদিক নমুচির সাদৃশ্য উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই বৈদিক বৃত্তান্ত হইতে হিরণ্যকশিপুর উপাখ্যান উদ্ভূত হইয়া থাকিবে।

(৪৭) ভুবনেশ্বরের গঙ্গা যমুনার চিত্র এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে ম্যাকেঞ্জি কলেক্‌সনের চিত্র সমূহের মধ্যে রক্ষিত আছে। J. A. S. B. 1908, June, Vol IV, p. 313.

এই সকল দেখিতে দেখিতে বেলা অনেক হইয়া গেল। আমরা ইতোমধ্যে বড় দেউল প্রদক্ষিণ করিয়া লইলাম। আমাদের অদৃষ্টে পাণ্ডা জুটিয়াছিল ভাল। সাধারণ পাণ্ডা ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ইঁহার কেবল পয়সা আদায়ের দিকে লক্ষ্য ছিল না। একস্থলে সিংহমূর্ত্তির উপর অশ্বারোহণ-ভঙ্গীতে উপবিষ্ট এক যোদ্ধ পুরুষের ক্ষোদিত চিত্র দেখাইয়া পাণ্ডা মহাশয় বলিলেন, "দেখিলেন বাবু, সেকালে আমাদের দেশেও ঘোড়া চড়িবার সময় সাহেবদের মত হাঁটু পর্য্যন্ত উঁচু বুট জুতা পরার রেওয়াজ ছিল'। আমরা হঠাৎ এরূপ মন্তব্যের প্রত্যাশা করি নাই, তাই পাণ্ডা মহাশয়ের কথায় বড় আনন্দ লাভ করিলাম। পরে জানিতে পারিলাম, রাজা রাজেন্দ্রলাল যখন মন্দিরের পুরাতত্ত্ব ও শিল্পকলা বিষয়ক অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে এই পাণ্ডা মহাশয় ও তাঁহার পিতাঠাকুর তাঁহার সহিত প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন। বিবুধ সংসর্গের এমনিই মহিমা বটে! সাঞ্চী স্তূপের পশ্চিম তোরণে দক্ষিণ দিকস্থ স্তম্ভের বহির্ভাগে যে সকল কারুকার্য্য ও ক্ষোদিত চিত্র আছে তাহাতে সিংহাকৃতি লিওগ্রিফ্ আরূঢ় মনুষ্য-মূর্ত্তিও দৃষ্ট হইয়া থাকে (৪৮)। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সার্ জন্ মার্সালের মতে এই সকল লিওগ্রিফ্ এবং পক্ষ-বিশিষ্ট জন্তু মূর্ত্তি, সমস্তই পশ্চিম এসিয়া হইতে আমদানি (৪৯)। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে না থাকুক খণ্ডগিরির গুহা-চিত্রে পক্ষযুক্ত হরিণ ক্ষোদিত আছে দেখিয়াছি। এ সকল নক্সা ব্যাবিলন, নিনেভে

(৪৮) Marshall's Guide to Sanchi, Plate IV.

(৪৯) Ibid, p. 44.

প্রভৃতি স্থান হইতে যে কি প্রকারে ভারতে আসিয়াছিল তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। যাঁহারা রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র রচিত উড়িষ্যার পুরাতত্ত্ব বিষয়ক বিরাট গ্রন্থ (Antiquities of Orissa) পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত গ্রন্থের স্থানবিশেষে প্রাচীন উপানৎ-বিষয়ক আলোচনাপ্রসঙ্গে, বিভিন্ন দেবমূর্ত্তি ও মন্দিরগাত্রস্থ চিত্রাদি হইতে সংগৃহীত, Wellington boot প্রভৃতির ন্যায় জানুদেশ পর্য্যন্ত উচ্চ বিলাতী top-boot এর আকৃতিবিশিষ্ট উপানৎ বা 'সেকেলে' জুতার woodcut চিত্রের কথা, বোধ হয় সহজে বিস্মৃত হইবেন না। শুনিয়াছি ভুটান দেশের লোকেরা আজিও এই প্রকার কাপড়ের জুতা ব্যবহার করে। পিতার মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পাণ্ডা মহাশয়ও যে একজন সমঝ্দার ব্যক্তি হইয়া উঠিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ডাঃ ব্লক্ (Dr. Bloch) প্রভৃতিকেও এই পাণ্ডাই মন্দির-সীমানার বহিঃস্থিত একটি উচ্চ মঞ্চ হইতে লিঙ্গরাজ-দেউল দর্শন করাইয়াছিলেন। মঞ্চটি এখনও বিদ্যমান। বঙ্গদেশের ছোট লাট প্রভৃতি অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজপুরুষ এই স্থান হইতে মন্দির দর্শন করিয়াছেন। বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট সার্ জন্ উড্‌বার্ণ প্রথমে ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে ভুবনেশ্বরে গমন করেন। ভগ্নদশাপন্ন মন্দিরগুলি পুরাতত্ত্ব হিসাবে যে কত মূল্যবান তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া তিনি প্রথমে ব্রহ্মেশ্বর, রাজরাণী, মুক্তেশ্বর ও পরশুরামেশ্বর এই চারিটি মন্দিরের জীর্ণসংস্কারের আনুমানিক ব্যয় নিরূপণ করিতে আদেশ দেন, এবং এতৎসম্বন্ধীয় কাগজপত্রাদি তাঁহার হস্তগত হইলে সমস্ত খরচা মঞ্জুর করেন। এই উপলক্ষে তিনি স্থানীয় হিন্দু ভদ্রলোকদিগকে জানাইয়া দেন যে, বৎসরে

৪০০৲ চারি শত টাকা করিয়া চাঁদা উঠিলে লিঙ্গরাজ মন্দির মেরামতের জন্য তিনিও সরকার হইতে তিন চারি বৎসর কাল প্রতিবৎসর ৪০০৲ চারিশত টাকা করিয়া মেরামত খরচা দিবেন (৫০)। প্রথম চারিটি মন্দির মেরামত করিতে ১৬০১৯ টাকা ব্যয় হয়। শুধু লিঙ্গরাজ মন্দিরের জীর্ণ-সংস্কার কার্য্যেই ২৮৬১ টাকা লাগিয়াছিল। উড্‌বার্ণ মহোদয় পুনরায় ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ভুবনেশ্বর পরিদর্শনার্থ গমন করেন। তাঁহার এই দ্বিতীয়বার আগমন উপলক্ষে কতকগুলি ক্ষুদ্র মন্দির মেরামতের ব্যবস্থা হয়। সার্ জন্ উড্‌বার্ণ ১৯০২ খৃঃ অব্দে আগষ্টমাসে শেষবার ভুবনেশ্বরে গমন করেন। তাঁহার কার্য্যকালে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির গুম্ফাগুলিও সংস্কৃত ও সংরক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া ৮৪০৭ টাকা ব্যয়ে সহস্রলিঙ্গ সরোবর, সারি দেউল ও ভাস্করেশ্বর মন্দির উত্তমরূপে মেরামত করা হইয়াছিল।

শিল্প ভাস্কর্য্যাদি লক্ষ্য করিতে গেলে ত্রিভুবনেশ্বরের মন্দির ও প্রাঙ্গণস্থ ক্ষুদ্র মন্দিরগুলি দুই দিনেও দূরের কথা দুই মাসেও দেখিয়া শেষ করা যায় না।

অধ্যাপক ক—মহাশয়ের ন্যায় বিশেষজ্ঞ ও কলারসিক সঙ্গী পাইয়া আমার যে কিরূপ সুবিধা হইয়াছিল, তাহা আর বলিবার নহে।

মন্দিরের গাত্রে অঙ্কিত কতকগুলি লতাপাতা ও পশুপক্ষীর চিত্র আমাদের বড়ই কৌতূহলোদ্দীপন করিয়াছিল। এই 'লতা মণ্ডন' যে কত সুন্দর তাহা চিত্র হইতেই প্রতীয়মান হইবে।

(৫০) Report of repairs by M. H. Arnott, preface.

অনেকস্থলে আবর্ত্তনভঙ্গীর শোভন সামঞ্জস্যে আমাদের বঙ্গদেশীয় কুললক্ষ্মীদিগের আলিপনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল স্বয়ং ভুবনেশ্বরে অবস্থান করিয়া বড় দেউল, পরশুরামেশ্বর ও মুক্তেশ্বর প্রভৃতি বিভিন্ন মন্দিরের গাত্রনিহিত চিত্রগুলির প্রাণিবৃত্তান্ত (Zoology) ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব কিছুই আলোচনা করিতে ছাড়েন নাই। বরাহ, বর্হী, মৃগ, বানর, গোধা, মূষিক, শুক, রাজহংস ও অন্যান্য পশুপক্ষী ও সরীসৃপাদি সমস্তই এই সকল চিত্রমধ্যে বিদ্যমান (৫১)। লতা, পুষ্প প্রভৃতির চিত্রেও উড়িয়ারা বড় কম পারদর্শিতা লাভ করে নাই। পদ্মপুষ্পের আলেখ্যের ত অভাব নাই—কোনটি পূর্ণবিকচ, কোনটি অর্দ্ধস্ফুট, কোনটি বা কোরকমাত্র। আবার কোনও মন্দিরে টোপাপানার ন্যায় 'বড় ঝাঁঝি' প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদ্, কোথাও বা লাউ-শশা-জাতীয় (Cucurbitaceous) লতার অন্তর্গত বহু বল্লরীর চিত্র নানা মনোজ্ঞভাবে স্থাপত্য অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ডাঃ মিত্র সকল কথাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে উদ্ভিদাদি চিত্রণ-পারিপাট্যে উড়িয়া শিল্পিগণ মিশরীয় ও আসিরীয় শিল্পীদিগের অপেক্ষা ভাল বই মন্দ নয়। উড়িয়া শিল্পী উদ্ভিদাদির ক্ষোদিত প্রতিরূপগুলি শিল্প-সৌন্দর্য্যের সহায়কমাত্র মনে না করিয়া মুখ্য অঙ্গ বলিয়াই বিবেচনা করিত এবং অন্য প্রাচীন জাতি অপেক্ষা ইহারা এই শ্রেণীর অলঙ্কার স্থাপত্য-শিল্পে অনেক অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছে (৫২)।

---

(৫১) Mitra's Indo-Aryans Vol. I, p. 99-101

(৫২) "The Uriya artists depended very largely on the beauty of vegetable forms......and introduced them as

এক সিংহমূর্ত্তির বেলায় উড়িয়াগণ যা কিছু বিভ্রাট করিয়া বসিয়াছে; নতুবা তাহাদিগের হস্তক্ষোদিত হস্তী, বানর, হরিণ, গণ্ডার প্রভৃতি সচরাচর দৃষ্ট জীবজন্তুর প্রতিকৃতি কোনটিই নিন্দনীয় নহে।

primary, and not as accessory, ornament in their architecture much more extensively than any other nation of antiquity." Mitra's Indo-Aryans, Vol. I, p. 98.

বিন্দুসাগর।

মন্দির হইতে বাহির হইয়া আমরা স্থানীয় শাস্ত্রগ্রন্থাদিমতে মণিকর্ণিকাসমতুল্য বিন্দুসাগর তীর্থ দেখিতে চলিলাম। স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালের বিভিন্ন তীর্থের বারি বিন্দু বিন্দু গ্রহণ করিয়া তবে নাকি এই বিন্দু-সরোবরের উদ্ভব হইয়াছিল। তীর্থযাত্রীর নিকট বিন্দু-সরোবর ও ত্রিভুবনেশ্বর-লিঙ্গরাজ উভয়ই পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও অবশ্য দর্শনীয়। একাম্রপুরাণে স্বয়ং মহাদেব ভগবতী সন্নিধানে বিন্দুসাগরের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—"অয়ি অম্বিকে! দেশকাল পাত্রভেদে যে পুণ্য আহৃত হয় তাহা অল্প হইলেও অক্ষয়; কিন্তু বিন্দুহ্রদ তীর্থে সবিশেষ পুণ্যলাভ হইয়া থাকে এইরূপ কথিত আছে। অয়ি শঙ্করবল্লভে! বিন্দুহ্রদের পুণ্য মহিমা ও তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব, দেবতাবৃন্দ সকলে শ্রবণ করুন এবং তুমিও অবধান কর। ত্রিভুবনে যে সকল তীর্থক্ষেত্র, পুণ্যাশ্রম, কানন, কান্তার, নদ, নদী, সরীসৃপ, সরোবর, হ্রদ, কূপ, প্রপা (জলসত্র), গঙ্গাদি সরিৎ সমূহ, ক্ষীরোদাদি সমুদ্র ও জল প্রণালী আছে, তৎসমূহ, বিন্দু বিন্দু করিয়া যে পুণ্যস্থলে মিলিত হয় এবং সমগ্র বিশ্বের বিন্দু ক্ষরিত হয় বলিয়া যাহার নাম বিন্দু সরোবর তাহার ন্যায় পুণ্য তীর্থ আর কুত্রাপি নাই" (১)। একাম্র পুরাণের প্রায় সমসাময়িক গ্রন্থ কপিল সংহিতায় বিন্দুসরোবরের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লিখিত আছে—

(১) দেশে কালে চ পাত্রে চ পুণ্যমপ্যল্পমক্ষয়ং।
বিশেষং পুণ্যমাখ্যাতং তীর্থে বিন্দুহ্রদেঽম্বিকে। ২১

"হে বিপ্রগণ! একাম্রকাননে যে বিন্দু সরোবর নামক তীর্থের কথা শোনা যায় তাহার বারি পান করিলে ও তাহার জলে স্নান করিলে মানবের আর নরকের ভয় নাই। বিন্দুভব সরোবর অপেক্ষা পুণ্যতর তীর্থ কথনো ত্রিলোকে ছিল না বা কথনো হইবে না। হে বিপ্রগণ! ঐ সরোবরের সলিল যে অমৃত সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। ঐ বিন্দুভব সরোবরে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি বৃষভধ্বজ মহাদেবের বিগ্রহ দর্শন করিবে সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শিবতনুতে বিলীন হইয়া যাইবে" (২)।

মাহাত্ম্যং তস্য বক্ষ্যামি পুণ্যং বিন্দুহ্রদস্য চ।
শৃণ্বন্তু ত্রিদশাঃ সর্ব্বে ত্বং চ শঙ্করবল্লভে॥ ২২
ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি পুণ্যক্ষেত্রাশ্রমাণি চ।
কান্তারবননদ্যশ্চ গিরয়শ্চ সরীসৃপাঃ॥ ২৩
সরাংসি হ্রদকূপানি নির্ঝরাঃ সাগরাঃ প্রপাঃ।
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ ক্ষীরোদাদ্যর্ণবাস্তথা।
স্রবন্তি যত্র বৈ সর্বে বিন্দুনালস্বরূপিণঃ [বিন্দুজালকরূপিণঃ ?]॥২৪
বিন্দু[ঃ] স্রবন্তি [স্রবতি ?] বিশস্য তেন বিন্দুসরঃ স্মৃতং।
ন তেন সদৃশং কিঞ্চিৎ পুণ্যতীর্থমুদাহৃতং॥ ২৫

একাম্রপুরাণ, গোবিন্দরথ সম্পাদিত উড়িয়া সংস্করণ, (Cuttack Printing Company 1912.) পৃঃ ১২১।

(২) একাম্রকাননে বিপ্রস্তীর্থং বিন্দুসরঃ শ্রুতং।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ ন নরো নরকং ব্রজেৎ॥

* * *

ন ভূতং ন ভবিষ্যঞ্চ তীর্থং বিন্দুভবাৎ পরং।
বিন্দুভবজলং বিপ্রা অমৃতং নাত্র সংশয়ঃ॥
বিন্দুভবে নরঃ স্নাত্বা যঃ পশ্যেদৃষভধ্বজং।
[পশ্যেৎ বৃষভধ্বজং]
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ শিবদেহে প্রলীয়তে॥
কপিলসংহিতা Ms. A. S. B., p. 24.

বঙ্গদেশেও উড়িষ্যার এই তীর্থমাহাত্ম্য বড় কম ঘোষিত হয় নাই। শিবায়নে শিবের উক্তির মধ্যে দেখিতে পাই;—

"ইহাতে করিবে স্নান যেই সাধু জন।
আমার সাযুজ্য পাবে ওহে দেবগণ॥
বিন্দুহ্রদে স্নান করি মম লিঙ্গবরে।
দর্শন করিবে যেই অতি ভক্তিভরে॥
পাতক কদাচ দেহে না রহিবে তার।
মম লোকে যাবে অন্তে বচন আমার॥"

মন্দিরের পরই বড় দাণ্ড। বড় দাণ্ড অতিক্রম করিয়া বিন্দু-সাগরে যাইবার পথ। দুই পার্শ্বে দুই সারি দোকান; তাহার মধ্যে কোন কোনটিতে শুক্‌না বেগুণ, সারো (কচু) ও বৈত-কঁখারু (বিলাতি কুমড়া) বিক্রীত হইতেছে। তরিতরকারী বড়ই দুর্ম্মূল্য বলিয়া বোধ হইল। অপর একটি দোকানে সিদ্ধি-ঘোঁটা বাটির ন্যায় লাল পাথরের মোটা বাটি ও চন্দন-ঘষা 'পাটা' প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ সজ্জিত রহিয়াছে দেখিলাম। শুনিয়াছিলাম, ভুবনেশ্বরে গণেশ, লক্ষ্মী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমূর্ত্তিও (statuettes) বিক্রয় হয়। শ্রীযুক্ত হেভেল প্রস্তর খোদাই-(stone-carving) বিষয়ক সরকারী monograph পুস্তিকায় স্থানীয় ভাস্করদিগের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারাই ত অনেক পুরাতন মন্দিরের ভগ্ন অংশগুলি সরকারের ব্যয়ে সুন্দর ভাবে মেরামত করিয়া দিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে উপযুক্ত প্রদর্শক অভাবে আমাদিগের অদৃষ্টে তাহাদের শিল্পশালা দর্শন করা ঘটিয়া উঠিল না। স্থানীয় সূচী-শিল্পের নিদর্শনের মধ্যে দেখিলাম, কতকগুলি কারুকার্য্য করা "বটুয়া" অথবা থলিয়া। উড়িয়াগণ সাধারণতঃ ইহার মধ্যে পান, মসলা প্রভৃতি

রাখিয়া থাকে। আমাদিগকে নূতন লোক দেখিয়া স্থানীয় দোকানদারেরা অসম্ভব রকম দাম চাহিয়া বসিল। মিষ্টান্নের দোকানে তেলে-ভাজা জিলাপীই বেশী, তাহাও আবার টাট্‌কা নহে; তবে পূর্ব্ব হইতে বায়না দিলে ভাল খাবার ও পাওয়া যায়। এই সকল দোকান দেখিতে দেখিতে আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যে বিন্দু-সাগর-তীরে উপস্থিত হইলাম। এই বিন্দুসরোবরের পূতসলিলে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব অবগাহন করিয়াছিলেন। গোবিন্দ দাসের করচায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে লিঙ্গরাজ দর্শন করিয়াছিলেন কেবল তাহাই লিখিত আছে—

"তার পর লিংরাজের মন্দিরে যাইয়া।
কি জানি কি ভাবে প্রভু উঠিল কান্দিয়া॥" (৩)

কিন্তু চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে দেখিতে পাই—

তবে প্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর।
গুপ্ত কাশীবাস যথা করেন শঙ্কর॥
সর্ব্বতীর্থ জল যথা বিন্দু বিন্দু আনি।
বিন্দুসরোবর শিব সৃজিলা আপনি॥
শিব প্রিয় সরোবর জানি শ্রীচৈতন্য।
স্নান করি বিশেষ করিলা অতি ধৈন্য॥
দেখিলেন গিয়া প্রভু প্রকট শঙ্কর।
চতুর্দ্দিকে শিবধ্বনি করে অনুচর॥

(৩) গোবিন্দ দাসের করচা, Sanskrit Press Depository Edition, পৃঃ ৪৩।

নৃত্যগীত শিব অগ্রে করিয়া আনন্দ।
সে রাত্রি রহিলা সেই গ্রামে গৌরচন্দ্র ॥ (৪)

চৈতন্য মঙ্গলেও এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"কাঠাতিপাড়া ধরণী ছাড়িঞা একাম্রবনে।
দেখিল ভুবনেশ্বর লিঙ্গ বিরোচনে॥
বিন্দুসরোবরে স্নান কৈল গৌরচন্দ্র।" (৫)

শ্রীমৎ মুরারি গুপ্তের করচায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ত্রিভুবনেশ্বর দর্শন ও একাম্র ক্ষেত্রে অবস্থানবিষয়ক বিবরণ একটু বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীমৎ মুরারি লিখিয়াছেন শ্রীচৈতন্যদেব ভূমিতলে দণ্ডবৎ হইয়া নতমস্তকে কৃত্তিবাসদেবকে বন্দনা করিয়াছিলেন। তিনি গদ্ গদ্ বচনে দেবাদিদেব গিরীশের স্তব উচ্চারণ কালে জনৈক শিবভৃত্য তাঁহাকে 'বরমাল্য গন্ধে' বিভূষিত করিয়া তাঁহাকে বহির্গৃহে স্থান দিয়াছিল। সুখনিদ্রায় সে রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিয়া, মহাপ্রভু পরদিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বিন্দুসরোবরে স্নান ও শ্রীভুবনেশ্বর দেবকে দর্শন পূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীচৈতন্য প্রেমানন্দে পরিপ্লুত হইয়া তথায় সুখে সমাসীন হইয়াছিলেন। তৎপরে ভক্তগণসঙ্কল্পিত বরান্ন ভোজনান্তর তিনি কৃষ্ণপদাম্বুজ ধ্যান করিয়া সংহৃষ্টচিত্তে সুপ্তিমগ্ন হইয়াছিলেন। দেবাদিদেব শূলপাণির মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা শ্রীচৈতন্যের মনে উদয় হইতেই একজন ব্রাহ্মণ হস্তে মহাপ্রসাদ আনয়ন করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে উহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নতমস্তকে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া

---

(৪) ৺শিশিরকুমার ঘোষের সংস্করণ, পৃঃ ২৯৮।
(৫) চৈ, ম, উৎকলখণ্ড, পৃঃ ১০০।

অমৃতবৎ উহা আস্বাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই শিব নির্ম্মাল্য ভক্ষণের কথা শ্রবণ করিয়া তদীয় অন্যতম ভক্ত, মহাতেজা, দামোদর পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ভৃগুশাপ হেতু শিবনির্ম্মাল্য গ্রহণ করিতে নাই তাহা জানিয়াও ভগবান কেন উহা ভক্ষণ করিলেন?" এ কথার উত্তরে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহাদিগকে ভেদবুদ্ধি পরিহার করিতে উপদেশ দিয়া, বুঝাইয়া দেন যে, 'স্বয়ম্ভু লিঙ্গসান্নিধ্যে হরিহরের ঐক্য বিষয়ে অভেদবুদ্ধি হইয়া পূজা করিলে কদাপি শাপগ্রস্ত হইতে হয় না এবং তথায় মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলে লোকে রোগ মুক্ত হয়, স্থির সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় এবং মোক্ষলাভ করিয়া থাকে"। (৬)। এইরূপে শ্রীচৈতন্য নিজ উদারতা গুণে নিজ অনুচরগণের মধ্য হইতে সম্প্রদায়গত বিদ্বেষবহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাছে কেহ শিবের প্রসাদ বলিয়া অগ্রাহ্য করে এই ভয়ে কপিলসংহিতাকারও লিঙ্গরাজের নৈবেদ্য মহাপ্রসাদ বলিয়া প্রচার করিয়া বলিয়াছেন যে, পুণ্য শঙ্কায় যদি কাহারও কর্ত্তৃক ইহা অনাদৃত হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি নিশ্চয় নিরয়গামী হইবে সন্দেহ নাই। অদ্যাপি লিঙ্গরাজের প্রসাদ, জগন্নাথদেবের প্রসাদের ন্যায়, জাতিভেদমূলক স্পর্শদোষরহিত মহাপ্রসাদ বলিয়াই পরিগণিত (৭)। বিন্দুসাগর তীরে আপাতত: আমাদের প্রসাদ

(৬) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতম্—শ্রীমৎ মুরারি গুপ্ত প্রণীতম্ অষ্টমসর্গ পৃঃ ১৩৬-১৩৭, নবমসর্গ পৃঃ ১৩৮-১৩৯-১৪০।

(৭) "মহাপ্রসাদং নৈবেদ্যমিতি প্রাহুর্ম্মহর্ষয়ঃ।
একাম্রকাননে বিকোর্দেহে ব্রাহ্মণসত্তমাঃ॥
নৈবেদ্যং লিঙ্গরাজস্য পুণ্য শঙ্কাঞ্চ মা কৃথাঃ।
তদনাদৃত্য নরকং যাতি নাত্যত্র সংশয়ঃ॥"

কপিলসংহিতা, A. S. B. Ms. p. 26.

(চিত্র ২৭)

বিন্দু সাগর।

[রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থে প্রদত্ত চিত্র হইতে]   [পৃঃ ৭

চিত্র ২৮)

বিন্দুসাগর মধ্যস্থ দ্বীপ।

[শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে]   [পৃঃ ৮০

পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। আমরা আর কালক্ষেপ না করিয়া হ্রদে অবতরণ করিলাম। হ্রদের জল পঙ্কিলপ্রায়। এখন হ্রদ-নিহিত ভূমধ্যস্থ প্রস্রবণও এ আবিলতা দূর করিতে সমর্থ নহে। পূর্ব্বকালের সেই "দৃক্‌পেয় * * পান্থশ্রান্তিহরং সুধাজনিতনিস্যন্দানন্দদবপুঃ" প্রভৃতি বর্ণনা এখন কথামাত্রেই পর্য্যবসিত। দক্ষিণালুব্ধ পাণ্ডাদিগের উপদ্রবে দূরদেশাগত যাত্রী সুস্থ হইয়া এই পঙ্কিল জলে নামিয়াও যে স্নান করিবে, সে সুবিধা বিরল। আমরা অল্পদূর জলে নামিয়া পুনরায় তীরে ফিরিয়া আসিলাম। এত বড় পাথর-বাঁধান পুষ্করিণী আর কখনও দেখি নাই। বহু তীর্থযাত্রিসমাকীর্ণ এই বিশাল সরোবর দর্শন করিলে বাস্তবিকই মনে ভক্তিরসের সঞ্চার হয়, ভক্তকবির কথায় বলিতে ইচ্ছা করে,—

কোটি কোটি তীর্থযাত্রী করি প্রণিপাত।
খনিয়া তুলেছে তোমা, ওগো পুণ্যখাত॥

*   *   *   *

কোটি কোটি পুষ্পাঞ্জলি অর্ঘ্য নিবেদন।
তব বক্ষে মন্দিরের করেছে সৃজন॥ (৮)

বিন্দুসাগরের দক্ষিণধারে জলের কিনারা পর্য্যন্ত পাথরের সিঁড়ি এখনও অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে তবে অন্যান্য ধারে কতক কতক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জলের গভীরতা গড়ে ৬ ফিট হইতে ১০ ফিট মাত্র হইবে (৯)। পুরীর নরেন্দ্র-সরোবরের ন্যায়

(৮) শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কৃত পর্ণপুট, পৃঃ ১৩-১৪।

(৯) Puri Gazetteer p. 243. List of ancient monuments in Bengal গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে কিন্তু ১৬ ফুট অর্থাৎ ১০।১১ হাত জলের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে, (Vide p. 254)।

বিন্দুসাগরের মধ্যস্থলেও একটি অনতিক্ষুদ্র (৫০´ × ৬০´) দ্বীপ থাকায় সরোবর-শোভা বহুল বর্দ্ধিত হইয়াছে। দ্বীপমধ্যস্থ একটি ক্ষুদ্রমন্দিরে বিষ্ণুর স্নান-যাত্রাপর্ব্বোপলক্ষে যাত্রিগমাগম হইয়া থাকে। মন্দিরমধ্যস্থ ফোয়ারা হইতে জলধারা পাণ্ডাগণ কর্ত্তৃক সুকৌশলে বিগ্রহগাত্রে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় সরলপ্রকৃতি দর্শকেরা অনেকেই এ ঘটনা অলৌকিক বলিয়া মনে করে। বলা বাহুল্য, নিকটস্থ একটি মণ্ডপের উপরিস্থ আধারসঞ্চিত বারিরাশি ফোয়ারার নলমুখে নির্গত হইয়া বিগ্রহের এই স্নান-লীলা সুসম্পন্ন হয়। এ তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িলে তীর্থমহিমা ক্ষুণ্ণ হইবে, এই আশঙ্কায় বোধ হয়, সকল কথা সাধারণকে জানিতে দেওয়া হয় না। বিন্দুসাগরের স্বচ্ছ ও সুনির্ম্মল বারিরাশি বিশেষ নয়নানন্দকর বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই ইহা দেব-মাহাত্ম্যের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-নাথ বসু মহাশয় একাম্র পুরাণের ৩য় অধ্যায় হইতে যে অংশ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন (১০) তাহাতে স্বয়ং মহাদেবের মুখে নিম্নলিখিত উক্তি প্রদত্ত হইয়াছে—"আমি মেঘেশ্বর নাম গ্রহণ করিয়া এখানে (একাম্রতীর্থে) অবস্থান করিব। এই হ্রদের (বিন্দু সাগরের) সুনির্ম্মল ও স্বচ্ছ জল আমার সদাই প্রীতিকর হইবে। এ সলিলে সকল পাপ ধৌত হইয়া যায়।" এখনও বিন্দুসাগরে মুমুক্ষু নরনারীর সমাগম দেখা যায় বটে, কিন্তু পূর্ব্বকালের সে Romance এর গন্ধ আর কল্পনার সাহায্যেও আনয়ন করা সহজ নহে। এখন আর সন্তরণরতা তরুণীগণ 'প্লবমান বৃদ্ধ কমঠীর' পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাহাকে তাঁহাদের

(১০) J. A. S. B. 1897, pp. 11—15.

লীলাতরঙ্গীতে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন না। কচ্ছপপ্রবর ডুব দিয়া পলাইতে গেলে, এখন আর তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে ডুব দিয়া তাহাকে ধরিতে যান না। বিলাসিনীবৃন্দের 'শাখামৃগের ন্যায় বিচিত্র জলক্রীড়াভঙ্গীতে' আর তটদেশে দর্শকবৃন্দের জনতা বৃদ্ধি হয় না। বিন্দু-সরোবরে জলকেলির এই অপূর্ব্ব বিবরণ "Epigraphia Indica" গ্রন্থে প্রকাশিত ক্ষোদিত লিপির পাঠ ও অনুবাদ হইতে গৃহীত। হিন্দু ষ্টুয়ার্ট নামে সুপরিচিত কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট (Col. Stuart) (১১) কর্ত্তৃক এই প্রস্তরলিপিখানি সংগৃহীত হইয়াছিল। লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রাজা অনঙ্গ ভীমদেবের কন্যা, হৈহয়রাজ পরমারি অথবা পরমাদ্রির পত্নী চন্দ্রিকা দেবী, একাম্রকাননে এক বিষ্ণুমন্দির সংস্থাপন করিয়া, বলদেব, কৃষ্ণ ও সুভদ্রার ('বলকৃষ্ণৌ সুভদ্রাঞ্চ') মূর্ত্তিত্রয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মন্দিরটি বিন্দু-সরোবরের তীরে অবস্থিত ছিল বলিয়া লিপিলেখক উমাপতি বিন্দু-সরোবরে অঙ্গনাগণের জলক্রীড়ার কথাও উল্লেখ করিতে ছাড়েন নাই। অক্ষরের আকৃতি হইতে লিপিখানি খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু লিপিমধ্যে চন্দ্রা বা চন্দ্রিকাদেবী কর্ত্তৃক মন্দির নির্ম্মাণ কাল "ব্যোম-বিয়ৎ-ফণীন্দ্ররসনা-চন্দ্র" অর্থাৎ ১২০০ শক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এখন ভুবনেশ্বরের একমাত্র বৈষ্ণব মন্দির, রাঢ়ীয় শ্রেণীর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ

(১১) ইনি পরবর্ত্তীকালে মেজর জেনারাল পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৮২৮ অব্দে ১লা এপ্রিল তারিখে কলিকাতার চৌরঙ্গীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। "বিগ্রহ অপহারক" বলিয়া ইনি তদানীন্তন সমাজে বড়ই অখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধিস্তম্ভ হিন্দুমন্দিরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। কথিত আছে, ষ্টুয়ার্ট গঙ্গাসাগরে (সাগরদ্বীপে) একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ভট্ট ভবদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত অনন্ত বাসুদেবের দেউল (১২)। লিপিকথিত মন্দিরের আর চিহ্নমাত্রও নাই। সাধারণের স্মরণপথ হইতে উহা বহুপূর্ব্বেই অপসৃত হইয়া গিয়াছে। মন্দিরগুলি সংরক্ষণের জন্য সরকার হইতে ব্যবস্থা না হইলে, আরও কয়েকটি প্রাচীন মন্দির বোধ হয় এই দশাই প্রাপ্ত হইত। ওড্রকলা-লক্ষ্মীর বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা বিবেচনা করিলে বাস্তবিকই রাজা রাজেন্দ্রলাল ধৃত Thomas Browne এর ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে—"Oblivion reclineth on her pyramids turning old glories into dreams."

(১২) শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে রাজারাণী দেউলটিও বৈষ্ণব মন্দির।

অনন্ত বাসুদেব।

আমরা ভুবনেশ্বরের মন্দির লিঙ্গরাজ দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি শুনিয়া বন্ধুবর র—জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি অনন্ত-বাসুদেব মন্দিরেও গিয়াছিলে?" কেবল দেশ বেড়াইতে যাঁহারা আসেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু তীর্থ-কর্ত্তব্যাদি সম্পাদন করিতে হইলে পুরাণোক্ত নির্দ্দেশ-অনুসারে অগ্রেই এই বিষ্ণু-মন্দির দর্শন করা বিধেয় (১)। কপিল সংহিতার একাদশ অধ্যায়-পাঠে জানা যায় যে শিবের এই তীর্থে আগমনের পূর্ব্বে বাসুদেব ও অনন্ত তথায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন (২)। কিম্বদন্তী-মতে বিষ্ণুই মহাদেবকে এই স্থানে তাঁহার গুপ্ত আবাস সংস্থাপন করিতে অনুমতি প্রদান করেন (৩)। সেইজন্য লিঙ্গরাজের পূজার পূর্ব্বে ভুবনেশ্বরের এই একমাত্র বিষ্ণুমন্দিরে অনন্ত ও বাসুদেবের অনুমতি-গ্রহণ-উদ্দেশ্যে পূজার্চ্চনা করিতে হয়। বিন্দুসাগরে স্নান ও পিতৃ-তর্পণাদি না করিয়া এবং যথারীতি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক অর্দ্ধ-পাপহরা দেবীর পূজা সমাপন না করিয়া কোনও পুণ্যকামী তীর্থযাত্রীই লিঙ্গরাজ দেবকে দর্শন করার অধিকার লাভ করেন না। সম্ভবতঃ এই প্রচলিত বিধি ও পূর্ব্বোক্ত জনশ্রুতি হইতে সাধারণের

---

(১) "তস্মাদ্বিন্দুহ্রদে স্নাত্বা দ্রষ্টব্য পুরুষোত্তমঃ। দেবী পাপহরা চৈব দ্রষ্টব্যা সাবধানতঃ"। শিবপুরাণ ২য় অধ্যায় quoted in J, A. S. B. Vol. VIII, 1972. p. 343.

(২) কপিলসংহিতা, ১১শ অধ্যায়, ২২ পৃঃ, এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি।

(৩) Ant. Orissa, Vol. II. p. 62.

বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে ভট্ট ভবদেবের এই মন্দির লিঙ্গরাজ দেউল অপেক্ষাও প্রাচীন।

পৌরাণিক বৃত্তান্ত হইতে ঐতিহাসিক তথ্য নিষ্কাশন বড়ই দুরূহ ব্যাপার। ব্রহ্মপুরাণে অনন্ত বাসুদেবের যে 'গুহ্য বৃত্তান্ত' বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে কলিযুগের কোন মন্দিরনির্ম্মাতার উল্লেখ দেখা যায় না এবং উহা যে একাম্রক্ষেত্রে অবস্থিত এরূপ স্পষ্ট ইঙ্গিতও কোথাও নাই (৪)। ভৌগোলিক অবস্থান-প্রসঙ্গে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের (৫) উল্লেখ এবং স্বর্গদ্বার দর্শন ও সমুদ্রস্নানের কথা হইতে বুঝা যায় যে পুরীতীর্থের মন্দিরটির বিষয়ই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য জগন্নাথদেবের মন্দিরের অন্তর্গত অনন্ত বাসুদেবের ক্ষুদ্র মন্দির সাধারণের নিকট সেরূপ সুপরিচিত নহে, এবং কপিল সংহিতা প্রভৃতি তীর্থ-মাহাত্ম্য বিষয়ক গ্রন্থে একাম্রক্ষেত্রের এই জনার্দ্দন মূর্ত্তিরই বিশেষ উল্লেখ রহিয়াছে, দেখিতে পাই।

'একাম্রে পরমং ব্রহ্ম বাসুদেবেতি সংজ্ঞকঃ।
ভাতি পাষাণ-বপুষা মুক্তিদোমুরনাশনঃ॥
কৃত্বা কার্য্যমকার্যং বা দৃষ্টৈ্বকাম্রে জনার্দ্দনং।
নরো বৈকুণ্ঠমাপ্নোতি নান্যথামুনিসত্তমাঃ॥' (৬)

ব্রহ্মপুরাণে কিন্তু একাম্রক্ষেত্র বিষয়ক ৪১ অধ্যায়ে কোথাও অনন্ত বাসুদেবের উল্লেখ নাই সুতরাং মনে হয়, যে এই ব্রহ্মপুরাণোক্ত অনন্তবাসুদেব ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেব না হওয়াই

---

(৪) ব্রহ্মপুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৬৭ অধ্যায়, পৃঃ ৬৯০—৬৯৩; ঐ, ঐ, ৪৫ অধ্যায়, ৮৬ ও ৮৭ শ্লোক, পৃঃ ২০১।

(৫) ঐ পৃঃ ৬৯৩।

(৬) কপিল সংহিতা, এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি, পৃঃ ৩০।

(চিত্র ২৯)
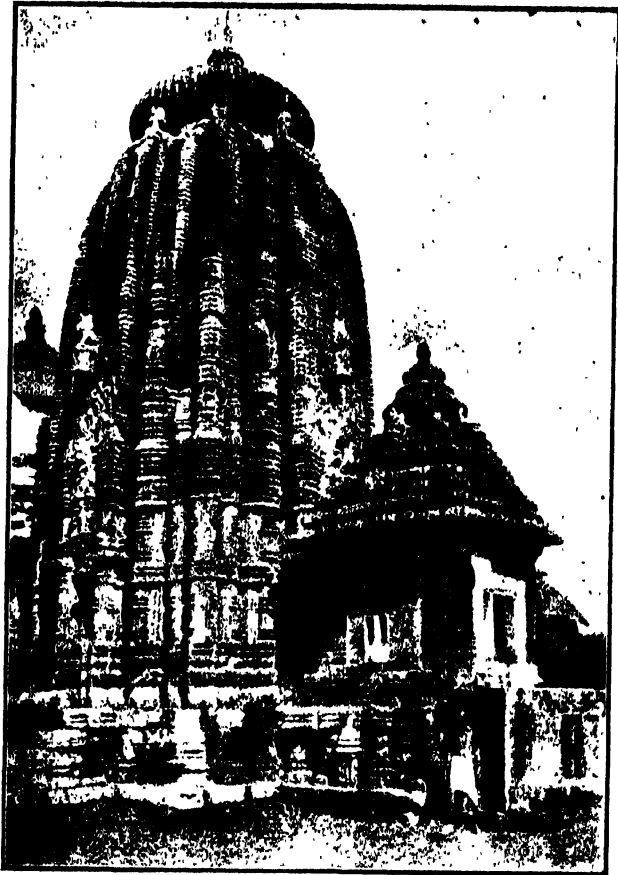
অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের শিখর দেশ।

(দক্ষিণ পশ্চিম হইতে)

বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে]

সম্ভব। ব্রহ্মপুরাণের প্রাগুক্ত অংশ রচনাকালে সম্ভবতঃ ভুবনেশ্বরের এ মন্দিরটি নির্ম্মিত হয় নাই, কপিল সংহিতা পরবর্ত্তী কালের রচনা বলিয়া ইহাতে এ বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে (৭)।

ব্রহ্মপুরাণোক্ত বৃত্তান্তে বিশ্বকর্ম্মা এই বিগ্রহ মূর্ত্তির নির্ম্মাতা, এবং প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং দেবরাজ। মেঘনাদ ইন্দ্রপুরী অধিকার করিলে পর অনন্তবাসুদেব মূর্ত্তি লঙ্কায় আনীত হয় এবং বিভীষণ উহা ভ্রাতার নিকট হইতে চাহিয়া লন। রামচন্দ্র লঙ্কা-বিজয়ের পর অযোধ্যাপুরীতে এই মূর্ত্তি আনয়ন করেন এবং 'দুর্লভ বৈষ্ণব পদে' প্রবেশ-কালে সমুদ্ররাজকে উহা প্রদান করেন। পরে 'কাংসাদি দুষ্ট রাজগণকে বধার্থ' সঙ্কর্ষণসহায় ভগবান কৃষ্ণ বসুদেবকুলে অবতীর্ণ হইলে, "সরিৎপতি সমুদ্র কোনও কারণান্তরে" জল হইতে এই প্রতিমা উদ্ধার করেন। দ্বাপরযুগের এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াই পুরাণ-কার অনন্ত বাসুদেব-মাহাত্ম্য সমাপ্ত করিয়াছেন। মন্দিরটি লিঙ্গরাজ মন্দিরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়াই হয়তো কপিল-সংহিতা রচয়িতা পাছে উহার গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়, এই ভয়ে লিখিয়াছেন যে যদি কেহ 'আমি একাম্রক্ষেত্রে গিয়া পুরুষোত্তম-দেবকে দর্শন করিব' এই কথা কয়টি মাত্র উচ্চারণ করে, তাহা হইলেও সে ব্যক্তি বিষ্ণুপুর গমন করে (৮)।

র—বলিলেন, "তীর্থযাত্রী হিসাবে না হইলেও আর এক কারণে

---

(৭) ব্রহ্মপুরাণে একাম্রক্ষেত্রস্থ অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের বর্ণনা না থাকিলেও ভাস্করেশ্বর নামক অপর একটি মন্দিরেরও উল্লেখ দেখা যায় (৪১ অধ্যায়, ৭৭ শ্লোক, বঙ্গবাসী সংস্করণ)। বৃহদায়তন শিবলিঙ্গবিশিষ্ট এই দেউলটি অদ্যাপি ভুবনেশ্বরে বিদ্যমান রহিয়াছে।

(৮) "একাম্রকং গমিষ্যামি দ্রক্ষ্যামি পুরুষোত্তমং। ইত্যুচ্চরন্তি যস্যাস্যো সোঽপি বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ॥" কপিলসংহিতা (A. S. B. Ms.), পৃঃ ২৯।

এই মন্দিরটী বাঙ্গালীর অবশ্য-দ্রষ্টব্য। মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা ভট্ট ভবদেব রাঢ়ীয় শ্রেণীর সাবর্ণ গোত্রীয় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছিলেন। বঙ্গদেশে সাবর্ণ চৌধুরীদিগের বংশধরগণ এখনও বিদ্যমান" (৯)।

র—ভায়ার এ কথা শুনিয়া আমাদেরও বিশেষ আগ্রহ জন্মিল; বলিলাম, "আজ বৈকালেই তুমি আমাদিগকে সেখানে সঙ্গে লইয়া চল।"

মন্দিরে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। আমরা প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া মন্দির-দর্শনের জন্য জনৈক পাণ্ডার সাহায্য গ্রহণ করিলাম। সে ব্যক্তি একটি আলো লইয়া আমাদিগকে মন্দির প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিল। প্রাঙ্গণটি আগাগোড়া বালিয়া ও মুগ্‌নি পাথরের টালি দিয়া বাঁধান। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন বহুসংখ্যক খণ্ডালাইট (Khondalite) জাতীয় প্রস্তরের খণ্ডও এ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে (১০)। মন্দিরের চারিদিকে ৯ ফিট্ উচ্চ ল্যাটেরাইট্ প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর। এই চৌহদ্দিভুক্ত সমগ্র ভূ-খণ্ডের পরিমাণ ·৩০৩ একর্—সোজা হিসাবে প্রায় এক বিঘা আন্দাজ হইবে। আসল মন্দিরটি যে জমির উপর অবস্থিত তাহার পরিমাপও ·০৮২ একরের কম নহে। এ মন্দিরের নির্ম্মাণপ্রণালী ঠিক লিঙ্গরাজ মন্দিরেরই অনুরূপ। খোদাই কাজ ও নক্সা প্রভৃতিতে পদে পদে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, যেন বড় দেউলের ইহা একটী ছোট-খাট সংস্করণ মাত্র। তবে একটু তফাৎ এই যে অন্যান্য দেব-মন্দিরগুলি পূর্ব্বদ্বারী; কেবল এই দেউলটীরই তোরণ পশ্চিম মুখে অবস্থিত। ভারতবর্ষে মন্দিরাদি হউক বা আবাস-গৃহই হউক

(৯) J. A. S. B. Vol. VIII, 1912, p. 340.
(১০) M. Ganguli's Orissa, p. 370.

(চিত্র ৩০)
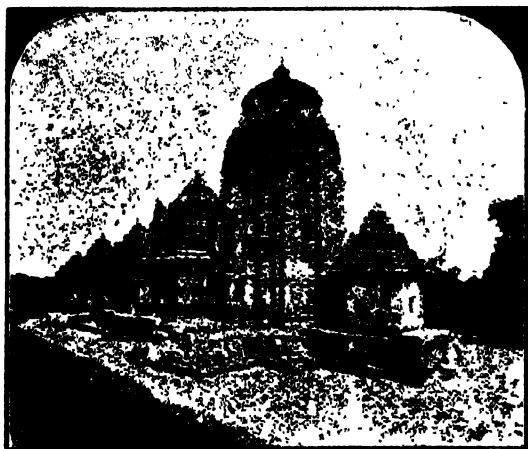
অনন্ত বাসুদেব মন্দির।

[শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে]

[পৃঃ ৮৬

বায়ু ও আলোকের অবাধ চলাচলের জন্য এবং সম্ভবতঃ স্বাস্থ্য-সংরক্ষণকল্পে, পূর্ব্বদ্বারী করিয়াই নির্ম্মিত হইত; শিল্পশাস্ত্রে মতে নরসিংহ অবতার ব্যতীত বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারের মন্দিরগুলি পূর্ব্ব-দ্বারী করিয়া নির্ম্মাণ করার নির্দ্দেশ দেখা যায় (১১)। ডাক্তার লেবঁ (Le Bon) এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে মণিকোঠায় প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ উদীয়মান সূর্য্যের সম্মুখীন থাকেন এই উদ্দেশ্যেই প্রধান দ্বার পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত হইত। সাধারণ রীতির এই ব্যতিক্রম এ ক্ষেত্রে যে কি কারণে ঘটিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

দেখিলাম, প্রবেশদ্বারের অনতিদূরে পশ্চিম পার্শ্বস্থ প্রাচীরের ভিতরের দিকে দুইখানি শিলালিপি সংলগ্ন রহিয়াছে। একখানি ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তি এবং অপরখানি স্বপ্নেশ্বর কর্ত্তৃক মেঘেশ্বরদেবের মন্দিরপ্রতিষ্ঠাবিষয়ক। এই লিপিদ্বয়ে ব্যবহৃত বর্ণমালা, বর্ত্তমান বঙ্গাক্ষরের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষর সমূহের নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত; দ্বিতীয় ও চতুর্থ নৃসিংহদেবের তাম্রশাসনে ব্যবহৃত অক্ষরগুলির ন্যায় দস্তুর মত বাঙ্গলা হরফ্ নহে (১২)।

প্রধান মন্দিরের চারিটি কোণে চারিটি ক্ষুদ্র মন্দির অবস্থিত; তাহার মধ্যে দুইটী ভগ্নদশাপন্ন। আমরা মন্দির দর্শন-কালে কোনও পাণ্ডাকে পশ্চিমদিকস্থ ক্ষুদ্র মন্দিরটীতে পাক করিতে দেখিয়া-

---

(১১) 'মানসার' শিল্পশাস্ত্রে এইরূপই বর্ণিত আছে—"পূর্ব্বকে শ্রীকরং প্রোক্তং নারায়ণমথাপি বা। গ্রামস্যাভিমুখং বিষ্ণুং নারসিংহং পরাঙ্মুখম্॥" (M. A. Ananthalwar's Indian Architecture, pp. 147—148. Book I, Chap IX.) কিন্তু শিবালয়গুলি যে পশ্চিম দ্বারীও হইতে পারিত 'মানসার' গ্রন্থে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

(১২) R. D. Banerji's The Origin of the Bengali Script, p. 6.

ছিলাম। অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে স্বতন্ত্র পাকশালা নির্দ্দিষ্ট থাকায় র-ভায়া প্রাচীন মন্দিরের এরূপ অপব্যবহার অন্যায় বলিয়া বিশেষ অনুযোগ করিলেন। পাণ্ডা মহাশয়ও লজ্জিতভাবে প্রতিশ্রুত হই-লেন যে তিনি আর কখনও সে মন্দির এরূপভাবে ব্যবহৃত হইতে দিবেন না। বস্তুতঃ মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণ এ বিষয়ে অবহিত হইলে মধ্যযুগের এই সকল প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তিস্তম্ভগুলি এখনও অনেকাংশে অনায়াসেই রক্ষা পাইতে পারে। মন্দিরের চারিটি অংশ (১)—শিখর (২)—জগমোহন (৩)—নাটমন্দির (৪)—ভোগমন্দির। জগমোহনের দ্বারদেশে নবগ্রহ-প্রস্তর সংলগ্ন থাকায় অনুমান হয় যে নাটমন্দিরটী পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল, যেহেতু মন্দিরের পুরোভাগে অবস্থিত মণ্ডপাদির দ্বারদেশেই সাধারণতঃ এ প্রস্তর সংলগ্ন থাকিতে দেখা যায়। নাটমন্দিরের অবস্থান হেতু মন্দিরের অন্তর্দ্দেশ বড়ই অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে এবং উহার গঠনও নিতান্ত সাদাসিধা ধরণের; সেজন্য উহা পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত বলিয়াই ধারণা জন্মে। ভোগমণ্ডপে অন্ন, ব্যঞ্জন প্রভৃতির ভোগ প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইহাই মহাপ্রসাদ বলিয়া পরিগণিত। জগন্নাথ ও লিঙ্গরাজের প্রসাদের ন্যায় অনন্ত বাসুদেবের প্রসাদও জাতিভেদজনিত স্পর্শদোষে কলুষিত হয় না। বিশেষজ্ঞগণ এই প্রসাদ-মাহাত্ম্য মন্দিরের প্রাচীনত্বের একটী সুস্পষ্ট নিদর্শন বলিয়া বিবেচনা করেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভোগমণ্ডপটিও পরবর্ত্তী-কালে নির্ম্মিত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে কোনরূপ কারুকার্য্য নাই; কেবল দেওয়ালের পন্থের কাজেই যাহা কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়। শিখর ও জগমোহনের গাত্রের খাঁজ ও কুলঙ্গিতে বহুসংখ্যক মূর্ত্তি আছে, কিন্তু নাটমণ্ডপে এরূপ একটীও

(চিত্র ৩১)
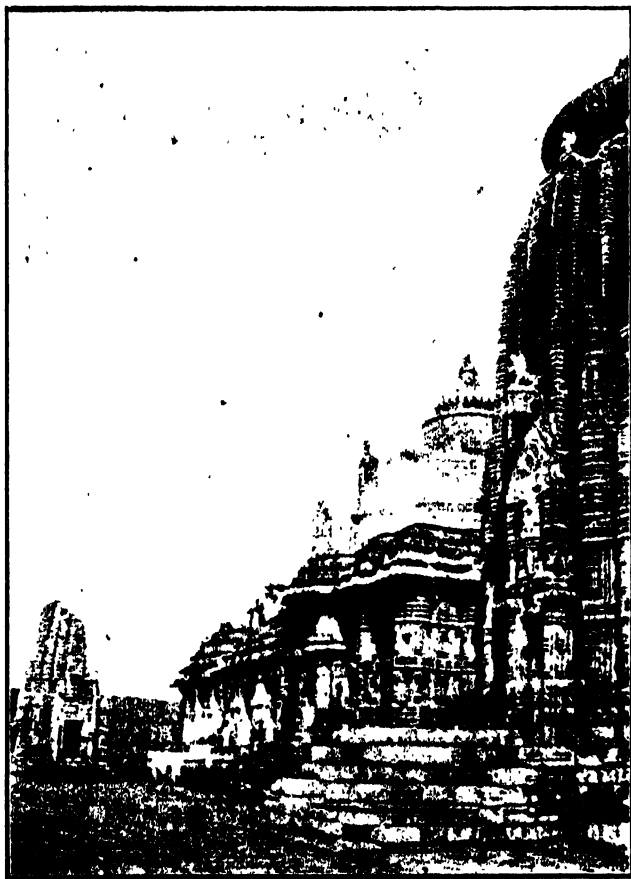
অনন্ত বাসুদেবের মন্দির।

(দক্ষিণ পশ্চিম হইতে)

বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে। [পৃঃ ৮।

মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় না। রাজা রাজেন্দ্রলাল কলস পর্য্যন্ত শিখরাংশের মাপ ৬০ ফিট্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর মহাশয়ের মতে বিমানের উচ্চতা ইহা অপেক্ষা আরও অধিক হওয়াই সম্ভব। শিখরের সহিত সংলগ্ন ছোট ছোট তিনটী মন্দির আছে। এগুলি জগমোহনের ন্যায় প্রবেশ-প্রকোষ্ঠরূপেই (vestibule) ব্যবহৃত হইত। শিখরের ও জগমোহনের চারি ধারে দুই সারি করিয়া কুলঙ্গী। শিখরদেশের ঊর্দ্ধাধঃ বিস্তৃত মধ্যভাগের দুই পার্শ্বে পোস্তাবন্দীর (buttress) মত তিনটী করিয়া উদ্গত অংশ রহিয়াছে। খাঁজগুলি আমলক হইতে নিম্নদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তবে ঊর্দ্ধভাগে, কুলঙ্গীর পরিবর্ত্তে, উহাতে একসারি করিয়া বিমানের ক্ষুদ্রাকৃতি প্রতিরূপ গঠিত হইয়াছে।

জগমোহন, নাটমণ্ডপ ও ভোগমণ্ডপ "পীড়" শ্রেণীর দেউল। সবগুলিরই ছাদ পিরামিডাকৃতি। এই ছাদগুলি অটুটভাবে বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এক দেওয়াল হইতে অপর দেওয়াল পর্য্যন্ত লম্বমান লোহার স্থূল কড়ি ব্যবহৃত হইয়াছে। উড়িষ্যার মন্দিরগুলি অনেক স্থলেই একবারে ভিত্তিভূমি হইতে উঠিয়াছে, দেখা যায়। বাহির হইতে 'মেজে থামাল' করিয়া গাঁথিবার নিয়ম সকল ক্ষেত্রে রক্ষিত হয় নাই। অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে 'রেখা' (বিমান) ও জগমোহন অংশে পোঁতা পর্য্যন্ত গাঁথনির দুইটী বিভিন্ন স্তর দেখা যায়। তাহার মধ্যে একটির বহিঃসীমা অপরটি হইতে প্রায় একফুট্ আন্দাজ ভিতরের দিকে সরিয়া গিয়াছে। এই দুইটি স্তর যথাক্রমে 'তলপৃষ্ঠ' ও 'খুর পৃষ্ঠ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে (১৩)। বৈষ্ণব মন্দির

(১৩) M. Ganguly's Orissa, p. 370.

বলিয়া খুব পৃষ্ঠাংশে পদ্মদল ক্ষোদিত হইয়াছে। মন্দিরের জগমোহন সমচতুষ্কোণ। বাহিরের ধারের মাপ ৩৩ ফিট্ ও ভিতর দিকের মাপ ১৯ ফিট্ করিয়া। জগমোহনের দুইপার্শ্বে দুইটী দুয়ার। তৃতীয় দুয়ারটী দিয়া নাটমণ্ডপে যাওয়া যায়। গর্ভগৃহ ও জগমোহনের মধ্য দেশে কিন্তু একাধিক দ্বার নাই। নাটমণ্ডপের দুইধারে তিনটী করিয়া দরওয়াজা আছে। সপ্তম দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ভোগমণ্ডপে প্রবেশ করা যায়। এই দুয়ারটি ব্যতীত ভোগমণ্ডপের উভয় পার্শ্বে তিনটী-তিনটী করিয়া ছয়টী দুয়ার আছে; সুতরাং বাহিরে না আসিয়া মন্দিরের একাংশ হইতে অন্যাংশে যাওয়ার বিশেষ কোনও অসুবিধা ঘটে না। নাটমণ্ডপের বাহিরের অংশের পরিমাপ ২৯×২৪ ফিট্ এবং ভিতরের মাপ দৈর্ঘ্যে ২৭ ফিট্ ৪ ইঞ্চি ও প্রস্থে ১৬ ফিট্ ৯ ইঞ্চি। ভোগমণ্ডপের বহির্দ্দেশ ও অন্তর্দ্দেশ যথাক্রমে ২২×১৯ ফিট ও ১৯×১২-৬ ফিট। বিমানের উত্তর-দিকের খাঁজে বিষ্ণুর একটি ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি আছে, কিন্তু উহার মস্তক, পদদ্বয় ও চারিটী হস্তের দুইটী হস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যাহা কিছু ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যায়, যে একটী পদ উপর দিকেই উত্তোলিত ছিল (১৪)। দক্ষিণ দিকের দুইটী হস্তের মধ্যে উপরটিতে চক্র ও নিম্নেরটিতে শঙ্খ এখনও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে দুইটি অনুচর,—একটীর হস্তে পদ্ম পুষ্প ও অপরটী বাদ্যযন্ত্র ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দক্ষিণ দিকের কুলঙ্গিতে বরাহ-মূর্ত্তি অনন্তের পৃষ্ঠে সমাসীন। বরাহদেবের মস্তকাবরণের একটু বিশেষত্ব আছে। এ খাঁজটিতে উড়িয়্যার সুপরি-

(১৪) Ibid, p. 371.

(চিত্র ৩২)
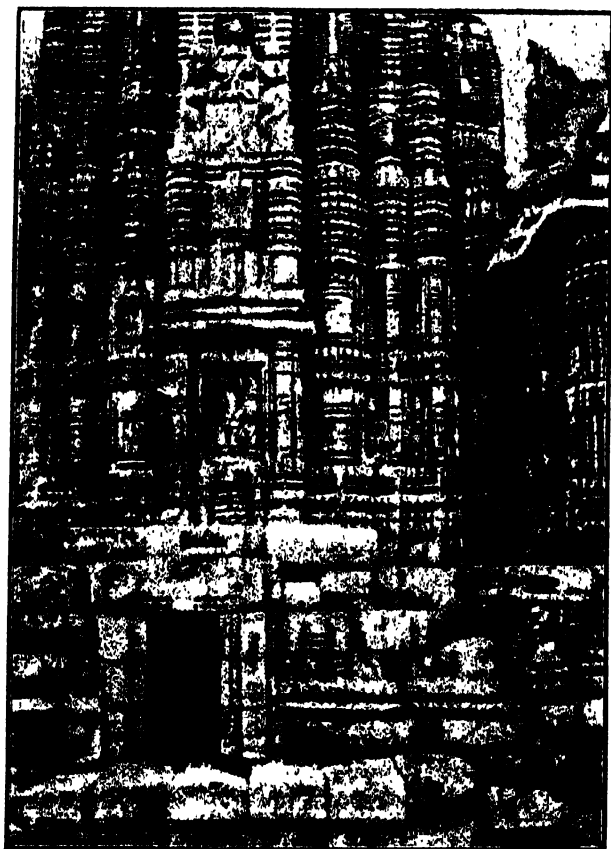
অনন্ত বাসুদেব মন্দির।

শিখর গাত্রে ভাস্কর্য্য ও ক্ষোদিত চিত্র।

[বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে]

চিত প্রথানুযায়ী ত্রিপত্র খিলান ও উপরে একটি 'কীর্ত্তিমুখ' দৃষ্ট হয়। এই স্থানে বেশ স্বাভাবিক ভাবে খোদিত দুইটী রাজহংসের চিত্রও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিমানাংশে দিক্‌পতি বা দিক্‌পাল-দিগের মূর্ত্তিসমূহ যে সকল খাঁজে অবস্থিত, তাহার ঠিক উপরিভাগের কুলঙ্গীগুলিতে তাহাদিগের স্ব স্ব শক্তিগণের মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে; আকৃতিগত সাদৃশ্যে ও বিশেষ বিশেষ বাহনাদি হইতে ইঁহাদিগকে সহজেই চিনিয়া লওয়া যায় (১৫)। জগমোহনের ছাদের সম্মুখ-ভাগে স্তম্ভোপরি সন্নিবিষ্ট ত্রিকোণাকার গাঁথুনি অংশ (pediment) বহু স্থাপত্য-অলঙ্কারে সমাচ্ছন্ন। উহার উত্তরাংশে অবস্থিত ক্ষোদিত চিত্রসমূহের মধ্যে পঞ্চফণাযুক্ত নাগ ও নাগিনী মূর্ত্তি, স্ত্রী ও পুরুষ মূর্ত্তিসমূহ, হস্তীশ্রেণী, ঘোড়ার মিছিল, পাল্কী ও বেহারার চিত্র প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভোগমণ্ডপের পূর্ব্বদ্বারের দুই পার্শ্বের কুড্যস্তম্ভের (pilaster) গাত্রে উঁচু করিয়া খোদা, পদ্মাসনো দণ্ডায়মান দুইটী বিভিন্ন প্রকারের বিষ্ণুমূর্ত্তি রহিয়াছে। বামদিকের মূর্ত্তিটী গুম্ফযুক্ত। এ মূর্ত্তির শিরো-ভূষণে যথেষ্ট কারুকার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় এবং দেহেও অলঙ্কারের অভাব নাই। গলদেশে মধ্য-মণিযুক্ত হার এবং বাহু, প্রকোষ্ঠ ও পদদ্বয়ে বিভিন্ন অলঙ্কার নৈপুণ্যের সহিত ক্ষোদিত। চারিহস্তের মধ্যে দক্ষিণ দিকের হস্তদ্বয়ে চক্র ও মাল্য এবং বাম দিকের হস্ত দুইটীতে শঙ্খ ও গদা রহিয়াছে। দক্ষিণদিকের বিষ্ণুমূর্ত্তি গুম্ফযুক্ত নহে। ইহার ডাহিন্ পার্শ্বের নীচের হাতটি বামদিকের গদাধৃত হাতটীর উপর "আশীর্ব্বাদ মুদ্রায়" বিন্যস্ত। এই দুয়ারের ঠিক বাম পার্শ্বে সংলগ্ন একটী দণ্ডায়মান স্থূলোদর

---

(১৫) Ibid, p. 372.

মূর্ত্তির শিরোদেশে কতকগুলি সর্পমুখ ক্ষোদিত দৃষ্ট হয়। মূর্ত্তির অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; নিম্নাবস্থিত দক্ষিণ হস্তটিতে পদ্মপুষ্প দেখিয়া ইহা শৈব মূর্ত্তি কি বিষ্ণুমূর্ত্তিরই প্রকার-ভেদ, সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। ভোগমণ্ডপের উত্তরের দ্বারে কোনও রূপ ক্ষোদিত চিত্র দেখা যায় না।

এ মন্দিরে জান্তব মূর্ত্তির অভাব নাই। ক্ষোদিত চিত্রের হস্তী-গুলি কোণার্ক মন্দিরের আলম্বনস্থ হস্তীসমূহেরই ন্যায় স্বাভাবিক-ভাবে সন্নিবিষ্ট। 'হনুমন্ত লতা' নামে অভিহিত স্থাপত্য অলঙ্কারের (১৬) লতামধ্যস্থ বানরমূর্ত্তিগুলিও বড়ই সুন্দর। পার্শ্বদেবতার ক্ষোদিত মূর্ত্তির দুইপার্শ্বে অবস্থিত রাজহংসের চিত্রের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর অন্য চিত্রের মধ্যে দক্ষিণদিকে জগমোহন-গাত্রস্থ মধ্যকার কুলঙ্গীর মৎস্য ও মকর অলঙ্কারগুলিতে (arabesques) যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভুবনে-শ্বরের মন্দিরের ভাস্কর্য্য-বিষয়ক প্রসঙ্গে যে সকল লতামণ্ডনাদির চিত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারই অন্তর্গত 'ফুললতা' নামক একপ্রকার নক্সার ব্যবহার এ মন্দিরের অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। এ নক্সায় লতার ফাঁকে ফাকে বিভিন্ন জন্তুর চিত্র সুকৌশলে বসান রহিয়াছে। স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরও জগমোহন-গাত্রস্থ লতাপাতা ও অন্যান্য কারুকার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে চিত্র-ব্যতিরেকে, শুধু ভাষার সাহায্যে, এ মন্দিরের প্রকৃত বর্ণনা সম্ভব নহে। এসিয়াটীক সোসাইটির পত্রিকায় স্বর্গীয় রায় বাহাদুরের প্রকাশিত ভট্ট ভবদেব প্রবন্ধে অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরের ভাস্কর্য্য-সম্পদের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

---

(১৬) Ganguly's Orissa, p. 377.

(চিত্র ৩৩)
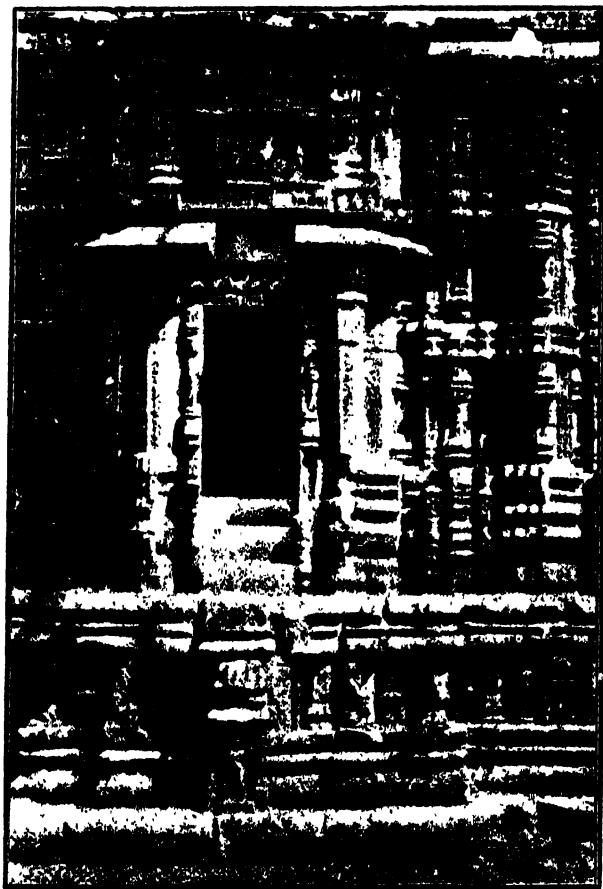
অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের জগমোহন অংশে ভাস্কর্য্য নিদর্শন।

[বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে]

[পৃঃ ৯২

নাটমন্দিরের ভিতর স্তম্ভের উপর মুগ্‌নি রাথরের একটী গরুড় মূর্ত্তি আছে। মণিকোঠা অথবা গর্ভগৃহটী বড়ই অন্ধকার, ভিতরে দিবারাত্রি টিম্ টিম্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে। ইহাতে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া যেন অধিকতর দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। মন্দিরস্থ দেবতার মধ্যে রাজা রাজেন্দ্রলাল অনন্ত (বলরাম) এবং বাসুদেব (কৃষ্ণ) শুধু এই দুইটী বিগ্রহের উল্লেখ করিয়াছেন (১৭)। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও তৃতীয় কোন মূর্ত্তির উল্লেখ করেন নাই (১৮); কিন্তু ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তিতে অনন্ত, বাসুদেব ও নৃসিংহ এই তিনটি মূর্ত্তি সংস্থাপনের কথা উল্লিখিত আছে। স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও এই তিনটি মূর্ত্তিই লক্ষ্য করিয়া (১৯) এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। মূর্ত্তিগুলির গঠন সেরূপ সুন্দর নহে। উচ্চতায় প্রায় পাঁচ ফিট্ পরিমাণ হইবে। অনন্ত নামধেয় বাসুদেবের শিরোপরি বহুসংখ্যক সর্পফণা চন্দ্রাতপের ন্যায় বিন্যস্ত। তিন দেবতার মন্দির হইলেও সাধারণতঃ ইহা বিষ্ণুমন্দির বলিয়াই প্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ ইহা বন্ধুবর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় কথিত ব্যূহবদ্ধ পূজা প্রণালীর অন্যতম দৃষ্টান্ত (শ্রীমূর্ত্তির উদ্ভব বিষয়ক অধ্যায় দ্রষ্টব্য) (২০)। অনন্ত ও বাসুদেবের

(১৭) Ant. Oriss. Vol, II. p. 62.

(১৮) Ganguly's Orissa, p. 369.

(১৯) J A. S. B. 1912 Vol VIII. p. 338.

(২০) পাঞ্চরাত্রমতানুযায়ী ব্যূহবদ্ধ উপাসনা প্রণালী ভারতের পূর্ব্বাংশ অপেক্ষা দক্ষিণাংশেই অধিক পরিচিত। ইহার বিস্তৃত বিবরণ Dr. Otto F. Schrader প্রণীত ইংরাজী গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে (Introduction to the Pancharatra and the Ahirbudhnya Samhita, pp. 35-36, 144-145)।

প্রতিষ্ঠাকালে সম্মুখে একটী বাপী (জলাশয়) খনিত হইয়াছিল এবং দেবত্রয়ের পরিচর্য্যার জন্য মন্দিরের সেবিকা স্বরূপ একশত অঙ্গনা নিয়োজিত হইয়াছিল। মন্দিরের সম্মুখে বিন্দুসরোবর ব্যতীত অপর কোনও জলাশয় নাই। তাই লিপি-বর্ণিত 'বাপী' বিন্দুসরোবরেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। ইহাতে বর্ত্তমান বিন্দুসাগর যে মন্দির-প্রতিষ্ঠার পরে রচিত, এইরূপই অনুমিত হয়। জলাশয়টী এখন পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত; দেবদাসীরাও আর নাই বটে—কিন্তু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের বৈষ্ণব-মন্দির এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দুইজন বিখ্যাত বিদেশী লেখক উড়িষ্যার ভাস্কর্য্যে অশ্লীলতার বিষয় আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে বৈষ্ণবদিগের মধ্যেই এ দোষ বিশেষভাবে বিদ্যমান (২১)। শৈবদিগের কঠোর আরাধনাপ্রণালীতে বৈষ্ণবদিগের মধুর রসের স্থান নাই (২২). রাজা রাজেন্দ্রলাল ইহার প্রতিবাদ-কল্পে অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে এই সুবৃহৎ ও বহু কারুকার্য্য-সমন্বিত মন্দিরে একটীও সেরূপ আপত্তিজনক মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় না। সুধী রাজেন্দ্রলাল যথার্থই বলিয়াছেন যে শিল্পীর নিজের রুচি এবং মন্দিরে অল্প বা অধিক পরিমাণ ভাস্কর্য্য-অলঙ্কার ও চিত্রাদি ব্যবহারের আবশ্যকতা অনুসারে এই শ্রেণীর মিথুন মূর্ত্তি-সমূহের অল্প বা অধিক প্রাদুর্ভাব নির্দ্ধারিত হইত (২৩)। বৈষ্ণব মন্দিরের মধ্য জগন্নাথ মন্দিরে এবং কোন কোন বঙ্গদেশীয় প্রাচীন মন্দিরেরও

---

(২১) Hunter's Orissa, Vol. I, pp. 111-112.

(২২) Fergusson's Tree and Serpent Worship, p. 71.

(২৩) Ant. Oriss. Vol. II, p. 10.

(চিত্র ১৪)

স্কেল ৩২:১
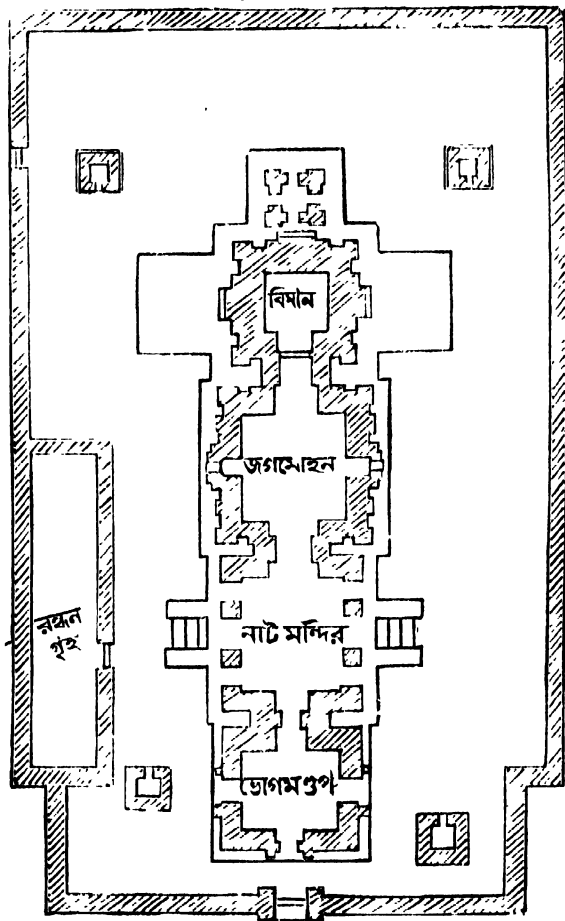
অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের নক্সা।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে]   [পৃঃ ৯৪

প্রণয়লীলা-জ্ঞাপক চিত্ররাজি দেখিতে পাওয়া যায় বটে (২৪) কিন্তু এরূপ দুই একটী উদাহরণে নির্ভর করিয়া সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত নহে।

মন্দিরের বিবরণের পর মন্দির-নির্ম্মাতার কথা কিঞ্চিৎ উল্লেখ না করিলে বিষয়টী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বাচস্পতি মিশ্র রচিত প্রশস্তি হইতে অবগত হওয়া যায় যে ভট্ট ভবদেব মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং এক নব 'হোরা' শাস্ত্রের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া দ্বিতীয় বরাহরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন; কুম্ভসম্ভব অগস্ত্যমুনি যেরূপ সমগ্র সমুদ্র পান করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ 'বৌদ্ধসাগর' উদরস্থ করিয়া ও ভ্রান্তমতবাদীদিগের কুতর্ক-নিরসনে কৃতিত্ব দেখাইয়া সর্ব্বজ্ঞরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। ভবদেব ভট্ট 'বাল-বলভী-ভুজঙ্গ' নামে পরিচিত ছিলেন; তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের নিবাস রাঢ় দেশের সিদ্ধল গ্রামে। তাঁহার প্রপিতামহের প্রপিতামহ ও ভবদেব নামে অভিহিত ছিলেন, তিনি হস্তিনীভিট্ট 'শাসন' নামক একখানি গ্রাম গৌড়রাজের নিকট দানস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (২৫)। স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর প্রশস্তি-অবলম্বনে ভবদেব ভট্টের যে বংশ-লতা প্রস্তুত করিয়াছেন নিম্নে তাহা যথাযথভাবে প্রদত্ত হইল (২৬)।

(২৪) "Above them appears square or rectangular panels depicting in Vaisnava temples Radha-Krisna in various attitudes (often amtory) &c" J. A. S. B. 1909, Vol. I, p. 142.

(২৫) J. A. S. B. Vol. VIII, 1912, p. 340.

(২৬) Ibid, p. 340.
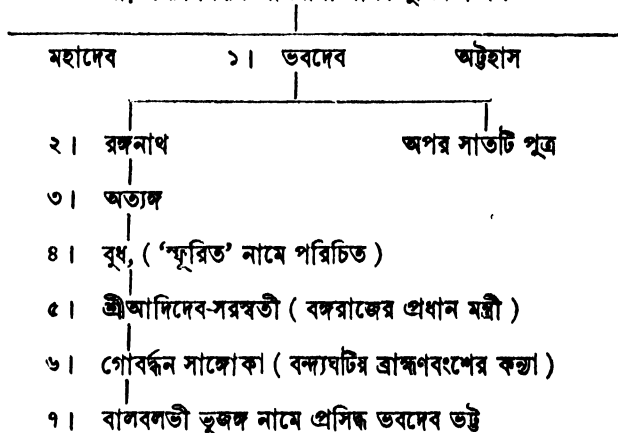
ভবদেব, নৃপতি হরিবর্ম্মদেব ও তাঁহার পুত্রের রাজত্বকালে সান্ধি-বিগ্রহিক বা বৈদেশিক ব্যাপার সম্বন্ধীয় মন্ত্রী ছিলেন। তিনি "বিবাহাদি কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি" ও "প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণম্" নামক দুইখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইহার কয়েকখানি পুঁথি সংস্কৃত কলেজের পুঁথিশালা, ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত আছে। মীমাংসাসূত্র বিষয়ক "তৌতাতিত মততিলকম্" নামধেয় কুমারিল ভট্টের "তন্ত্রবার্ত্তিকের" টীকা-খণ্ডও ভবদেব ভট্ট কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া বিবেচিত। ইহা ব্যতীত "সম্বন্ধ বিবেক" নামক দ্বাদশপৃষ্ঠাব্যাপী একখানি ক্ষুদ্র পুঁথির পুষ্পিকায় 'ইতি ভবদেব ভট্ট কৃত সম্বন্ধ বিবেক সমাপ্তঃ' এইরূপ লিখিত আছে; কিন্তু ইহাতে ভবদেবের 'বাল বলভী ভুজঙ্গ' এ পদবীটির উল্লেখ না থাকায় ইহা অপর কোনও ভবদেবের রচিত কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এই পদবীটির প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ

দেখা যায়। স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইংরাজীতে ইহার অর্থ করিয়াছিলেন (young serpent of the turret)। বলভী শব্দে বুরুজ অথবা বারান্দা ধরিয়া লইয়া বালশব্দ ভুজঙ্গের বিশেষণ রূপে গ্রহণ করিলে তবে এ অর্থ প্রতিপন্ন হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদিত 'রামচরিত' গ্রন্থে বালবলভীর উল্লেখ দেখা যায়। • ইহা দেবগ্রামের সন্নিকটস্থ স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে বালবলভী—"বাগ্‌ড়ী" অর্থদ্যোতক। কেহ কেহ ইহা নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থান বলিয়া অনুমান করিয়াছেন; কিন্তু বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ মতের সমর্থন করিতে পারেন নাই (২৫)। সে যাহা হউক বালবলভী যে কোনও স্থানের নাম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হরিবর্ম্মদেব যে বঙ্গের রাজা ছিলেন, তাহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার রাজত্বকালের তাম্রশাসন ও হস্তলিখিত পুঁথি প্রভৃতি তাঁহার অস্তিত্বের নিঃসন্দেহ প্রমাণ-স্বরূপ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে (২৬)। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার 'বেনের মেয়ে' নামক কথাগ্রন্থে এ যুগের যে মনোমদ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে ভট্ট ভবদেব ও হরিবর্ম্মদেব উভয়েই জীবন্তবৎ প্রতিভাত হইতেছেন। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলস্থ রাঢ়দেশে যে যথেষ্ট বিদ্যাচর্চ্চা হইত এবং তৎকালে দর্শন, জ্যোতিষ, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতি বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় বিদ্যার্থীগণের পঠন-পাঠনের যে সুব্যবস্থা ছিল, তাহা ভবদেবের প্রশস্তি হইতেই অবগত হওয়া যায়।

---

(২৫) বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬০।
(২৬) J. A. S. B. 1912, Vol. VIII, p. 341.

শ্রীধরাচার্য্য রচিত ন্যায়কন্দলী গ্রন্থও এ অনুমানের সমর্থন করিতেছে (২৭)। ন্যায়কন্দলী বৈশেষিক দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ; ইহা ৯১৩ শকাব্দে (খৃঃ ৯৯১—২ অব্দে) রচিত হয়। গ্রন্থের শেষভাগে শ্রীধরাচার্য্য আপনার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে তিনি ভূরিসৃষ্টি, বর্ত্তমান হাওড়া জেলার অন্তর্গত দামোদর নদ-তীরবর্ত্তী ভুরসুট গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। বিদ্যাচর্চ্চা পূর্ব্ব হইতে সমগ্র রাঢ়ময় বিস্তৃত না থাকিলে, ভবদেব ভট্ট বা শ্রীধরাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অতর্কিত আবির্ভাবের সম্ভাবনা ছিল না। শুধু ভবদেব ভট্ট বলিয়া নহে, প্রাচীন লিপির প্রমাণ হইতে জানা যায় যে একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য্য নামক পূর্ব্বগ্রামবাসী অপর একজন রাঢ়দেশীয় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কাকতীয় রাজা গণপতির গুরুপদ অধিকার করিয়াছিলেন; চোল, মালব ও কলচুরী রাজগণও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। বিশ্বেশ্বর শিব বেদ বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি 'গোলকী' মঠে অধিষ্ঠিত থাকা কালে বহু গৌড়ীয় শৈবধর্ম্ম প্রচারক তদ্দেশে রাজপ্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (২৮)। ঘটকদিগের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদানুসারে একাদশ শতাব্দীতে আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিল। ইহা যে সম্ভবপর নহে, অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের শিলালিপি, আধুনিক ঐতিহাসিকদের এ ধারণাও বিশেষভাবে সমর্থন করিতেছে।

উড়িষ্যার অনেক মন্দিরেই নির্ম্মাণকালজ্ঞাপক কোনও

(২৭) J. A. S. B. Vol VIII, p. 341.

(২৮) ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিত 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী,' মানসী ও মর্ম্মবাণী আশ্বিন, ১৩২৭, সাল পৃঃ ১৯৩; Epigraphist's Report, 1917, Madras Govt. G. O. No. 1035, p. 123.

শিলালেখ পাওয়া যায় না। অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে শিলালিপি আছে বটে কিন্তু তাহার সাল ও তারিখের অংশ পাঠযোগ্য নহে। পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক কীলহর্ণ (২৯) হরফ্‌গুলির আকৃতি প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া লিপিতত্ত্বের দিক হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে এই প্রশস্তিখানি খৃঃ ১২০০ অব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। পক্ষান্তরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এ প্রশস্তি খৃঃ দশম শতাব্দীতে রচিত। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে এই লিপি হইতে তাৎকালিক বিদ্যালোচনা ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক সংবাদ অবগত হওয়া যায়। প্রশস্তিলেখক বাচস্পতি মিশ্র তখন তরুণ বয়স্ক পণ্ডিত। পরবর্ত্তীকালে ইনিই ষড়দর্শনের টীকাকাররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমিত হইয়াছে (৩০)। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলালও শিলালেখোক্ত বাচস্পতিকে প্রসিদ্ধ দর্শনশাস্ত্রবিৎ বাচস্পতি মিশ্র বলিয়া ধরিয়া লইয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে লিপিখানি একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ। স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহার প্রতিবাদ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে বাচস্পতি দশম শতাব্দীর লোক। একাদশ শতাব্দীতে তাঁহার বিদ্যমান থাকা সম্ভব ছিল না। তাঁহার "ন্যায় সূচীনিবন্ধ" নামক মীমাংসা দর্শন বিষয়ক টীকাগ্রন্থ ৮৯৮ শকাব্দে (খৃঃ৯৭৬ অব্দে) লিখিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে বাচস্পতি নাম অপ্রচলিত নহে, তাই

(২৯) Ep. Indic. Vol. VI. p. 205.

(৩০) Literary history of the Pala period, J. B. O. R. S. Vol. V. pt. II. 1919, pp. 175, 176.

তিনি এই প্রশস্তিকায় বাচস্পতি ও দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্র যে অভিন্ন, তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও স্বর্গীয় রায় বাহাদুর মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় রাজা রাজেন্দ্রলালের অনুমানই মোটের উপর বজায় রাখিয়া ভট্ট ভবদেব খৃঃ ১০২৫ হইতে খৃঃ ১১৫০ অব্দের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন এইরূপই মত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ লিখিয়াছেন, "কিলহর্ণ কথিত ঠিকঠাক ১২০০ খৃষ্টাব্দ ভট্টভবদেবের প্রশস্তির কাল না হইলেও অক্ষরের হিসাবে হরিবর্ম্মার তাম্রশাসন এবং ভবদেবের প্রশস্তি দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ঠেলিয়া লওয়া যায় না" (৩১)। উপস্থিত এই মত গ্রহণ করাই আমরা সঙ্গত মনে করি।

অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে শিলালিপি দুইখানি এক্ষণে যে স্থানে অবস্থিত, পূর্ব্বে তথায় ছিল না। জেনারেল ষ্টুয়ার্ট ভবদেবের প্রশস্তিখানি মন্দির হইতে বিচ্যুত করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর সংগ্রহ-শালায় আনিয়া রাখেন। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে মেজর কিটো (ইনি তখন লেপ্টেনাণ্ট পদাভিষিক্ত ছিলেন) ভুবনেশ্বর গমন করিলে স্থানীয় অধিবাসিগণ লিপিখানি কাড়িয়া লওয়ার জন্য মন্দিরের ধর্ম্মহানি ঘটিয়াছে ও পবিত্রতা নষ্ট হইয়াছে এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন এবং লিপিখানি প্রত্যর্পণ করার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহাদের প্রার্থনা-মত কিটো মহোদয় ভট্ট ভবদেবের লিপি ও ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরের লিপি এই উভয় লেখ আনয়ন করিয়া অনন্ত-বাসুদেব মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সন্নিকটে পশ্চিমদিকস্থ দেওয়ালের ভিতরদিকে লাগাইয়া দেন। এই উভয় লিপির

(৩১) গৌড়রাজমালা, পাদটীকা, পৃঃ ৫৩।

পাঠই স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের বিরাট গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্মেশ্বর মন্দির স্বতন্ত্র বিদ্যমান থাকিতেও মেজর কিটো (Kittoe) কি জন্য সেই মন্দিরের শিলালিপি এই স্থানে সংলগ্ন করাইয়াছিলেন, তাহার কারণ সম্পূর্ণ অবিদিত। এখন ব্রহ্মেশ্বর লিপিটি আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উহা যে কাল্পনিক নহে তাহা শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে অনুসন্ধান করিয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছিলেন (৩২)। মেঘেশ্বর মন্দিরের লিপি কে কবে উঠাইয়া আনিয়া এখানে বসাইয়া দিয়াছে, তাহাও অদ্যাপি রহস্যে সমাচ্ছন্ন। রাজা রাজেন্দ্রলাল অনন্তবাসুদেব প্রসঙ্গে মেঘেশ্বরের লিপির কোনই উল্লেখ করেন নাই; সুতরাং তাঁহার ভুবনেশ্বর পরিদর্শন কালে উহা যে তথায় ছিল না, ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। মেঘেশ্বর মন্দির ভাস্করেশ্বর মন্দিরের কয়েক শত ফিট্ দূরেই অবস্থিত। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মেঘেশ্বর মন্দিরের লিপিখানি এখান হইতে উঠাইয়া লইয়া যথাস্থানে সংলগ্ন করিলেই সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

মন্দির দেখিতে আমাদের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়া গেল। 'র'—ভায়া প্রদীপ-সহযোগে শিলালিপিদ্বয়ের কিয়দংশ পাঠ করিয়া আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিলেন। খোলা গরুর গাড়ী করিয়া খণ্ডগিরিতে ফিরিয়া যাইতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল; কিন্তু এই স্থানের নূতন দৃশ্যসমূহের বর্ণনা ও জ্ঞানানুশীলনের এই সকল নূতন

(৩২) M. Ganguly's Orissa pp. 326—331.

পন্থা সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনায় ব্যাপৃত থাকায় আমরা পথের ক্লেশ মোটেই অনুভব করিতে পারি নাই।

র—এর ক্যাম্পের আমরা নাম দিয়াছিলাম "বিজয় স্কন্ধাবার"। দূর হইতে দেখিতেই এতটা পথ এত শীঘ্র যে কি করিয়া অতিক্রম করা গেল, তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। এ অঞ্চলে চিতাবাঘের ভয় আছে, তাই আর অধিক রাত্রি না করিয়া আহারাদি সমাধা করিয়া সেদিনকার মত স্ব স্ব তাম্বে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল। আমার ছুটীর আর একটা মাত্র দিন অবশিষ্ট ছিল; তাই আর ধৌলি অথবা ধবলগিরির অশোক লিপিদর্শন অদৃষ্টে ঘটিল না। পরদিন সন্ধ্যায় আহারাদি করিয়া কলিকাতা-অভিমুখে রওনা হইলাম। ফিরিবার পথে দেখিলাম, কাসাই নদীতে 'বান' ডাকিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র গ্রাম জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। নদীমাতৃক দেশের এ বিপদ চিরদিন। কলিকাতায় পঁহুছিতেই আলনস্করের স্বপ্ন টুটিয়া গেল বটে, কিন্তু কর্ম্মভূমির দৈনিক কর্ত্তব্যচিন্তা মন্দিরের কথার প্রাচীন কাহিনীকে এখনও বিস্মৃতি-যবনিকার অন্তরালে সরাইয়া দিতে সক্ষম হয় নাই।

ভট্টভবদেবের প্রশস্তি।

(মর্ম্মানুবাদ)

এই প্রশস্তিটি পঁচিশ লাইনে সমাপ্ত। ইহা সুবিখ্যাত "বালবলভী-ভুজঙ্গ" ভট্ট ভবদেবের প্রশংসা-বাদে পূর্ণ। ভবদেবের বন্ধু বাচস্পতি নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ইহার রচয়িতা। প্রশস্তির প্রারম্ভে—"ওঁ ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়" এই স্বস্তি-বচন লিখিত

আছে। ৩ হইতে ১৪ শ্লোক পর্য্যন্ত ভবদেবের বংশ-পরিচয়; ১৫ হইতে ২৬ শ্লোক পর্য্যন্ত তাঁহার বিদ্যাবত্তা প্রভৃতির বর্ণনা, এবং ২৭ হইতে ৩২ শ্লোকে ভট্ট ভবদেবের নানারূপ সৎকার্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহার যে-সকল গুণ-গ্রামের প্রশংসা করা উদ্দেশ্যে এই প্রশস্তি লিখিত হইয়াছে তাহারই যথাবিহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সমগ্র লেখটির সারমর্ম্ম এইরূপ—সাবর্ণ গোত্রীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে যে সকল গ্রাম দান স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা সংখ্যায় প্রায় শতাধিক হইবে। তাহার মধ্যে রাঢ় দেশীয় সিদ্ধলগ্রাম খানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই গ্রামে এক সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরে ভবদেব নামে এক ব্যক্তি সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম মহাদেব ও কনিষ্ঠের নাম অট্টহাস। গৌড়রাজ তাঁহাকে হস্তিনীভিট্ট নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তাঁহার আটটী পুত্র ছিল; সর্ব্বজ্যেষ্ঠের নাম রথাঙ্গ, রথাঙ্গের পুত্র অত্যঙ্গ, অত্যঙ্গের পুত্র বুধ "স্ফুরিত" নামে অভিহিত হইতেন। বুধের পুত্র আদিদেব বঙ্গরাজের সান্ধি-বিগ্রহিকপাদীয় অমাত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র গোবর্দ্ধন সভা ও বীর-স্থলী উভয় স্থানেই কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব সাঙ্গোকা নামক অঙ্গনা-রত্নকে তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহার সম্মানার্থ এই প্রশস্তি রচিত হইয়াছিল, সেই ভবদেব ইঁহারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

কবি "জিহ্বাগ্রে চ সরস্বতীম্" প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া ভবদেবকে দেবগুণের অধিকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; এবং তাঁহার পদগৌরব জানাইবার জন্য উল্লেখ করিয়াছেন যে, স্বধর্ম্ম-

বিজয়ী হরিবর্ম্ম দেব সুদীর্ঘকাল তাঁহার মন্ত্রণা-শক্তিতে চালিত হইয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার "দণ্ডনীতি বর্ত্তমানুগা" উপদেশাবলী হরিবর্ম্মের পুত্রের রাজত্ব কালেও দেশের সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছিল।

ব্রহ্মাদ্বৈত, পণ্ডিতগণের বিস্ময়উৎপাদনকারী, মীমাংসা 'তন্ত্রবার্ত্তিক' রচয়িতা ভট্টের (কুমারিল ভট্টের) রচনাবলীর গভীর অর্থ-সমাধানে সমর্থ, বৌদ্ধসমুদ্রের অগস্ত্যমুনি, পাষণ্ড বৈদান্তিক-দিগের প্রজ্ঞা-খণ্ডনে পণ্ডিত, ভট্ট ভবদেব সর্ব্বজ্ঞরূপে বিরাজমান ছিলেন, এবং সংহিতা, তন্ত্র ও গণিতের পরপারদর্শী এবং নবীন 'হোরা' শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বলিয়া জনসমাজে অপর বরাহরূপে পরি-গণিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্পর্কীয় স্ব-রচিত টীকা ও বিবৃতি-বিষয়ক গ্রন্থাদির সাহায্যে তিনি পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের মতবাদ নিষ্প্রভ করিয়াছিলেন এবং স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপাদি সম্বন্ধে সকল সন্দেহ নিরসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মীমাংসা শাস্ত্রে তিনি ভট্টের (কুমারিল ভট্টের) নীতি অবলম্বন করিয়া যে সকল বাক্যাবলী (maxims) রচনা করিয়াছিলেন, তাহা সহস্রকর রবির কিরণমালার ন্যায় অজ্ঞান-তিমির নাশ করিত। আগম, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, অস্ত্রবেদ এবং সকল কবি-কলায় কৃতবিদ্য ভবদেব বাস্তবিকই জগতীতলে অতুলনীয় ছিলেন। মীমাংসা শাস্ত্রেও যে তাঁহার অপর নাম 'বালবলভী ভুজঙ্গ' সপুলকে উদ্গীত হইয়াছে, সে কথা কোন্ ব্যক্তিই বা অবগত নহে? দুষ্ট ভুজঙ্গ-দষ্ট অপহৃত-জ্ঞান ব্যক্তিগণকে ('দংষ্ট্রাল-দুষ্ট-ভুজগ-ব্রণ-মোহরাত্রি') প্রত্যূষ-তূর্য্যধ্বনির ন্যায় তাঁহার মন্ত্রোচ্চারণগুণে সত্বর নবজীবন দান করিয়া—"গরলক্ষেলীতে"

নীলকণ্ঠের ন্যায় অপূর্ব্ব মৃত্যুঞ্জয়রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন (৩৩)। তিনি রাঢ়দেশে জঙ্গলপথ ও গ্রামের উপকণ্ঠসীমায় শ্রমমগ্ন পান্থ-পরিষদের প্রীত্যর্থে একটি সুপরিসর জলাশয় খনন করেন এবং যে স্থলে এ লিপিটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহারই সান্নিধ্যে নারায়ণের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি রক্ষা করেন এবং মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গর্ভ-গৃহে নারায়ণ, অনন্ত ও নৃসিংহ এই ত্রি-মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন। তিনি হরিমেধসের (বিষ্ণুর) সেবার উদ্দেশ্যে মন্দির-সেবাদির জন্য কয়েকটি বিদ্যাধরী-তুল্যা দেবদাসী উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

স্বপ্নেশ্বর প্রতিষ্ঠিত মেঘেশ্বর মন্দিরের শিলালিপি (মর্ম্মানুবাদ)।

ওঁ ওঁ নমঃ শিবায়।

অক্ষপাদ গৌতম মুনির বংশে স্বারদেব নামক রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র শূলদেব। শূলদেবের অহিরাম নামে এক পুত্র জন্মে। সেই অহিরামের অন্যান্য সন্তানাদির মধ্যে স্বপ্নেশ্বর নামে এক পুত্র ও সুরমাদেবী নামে এক কন্যা ছিলেন। চন্দ্রবংশ-সম্ভূত চোড়গঙ্গ মহীপতির মৃত্যু হইলে রাজরাজ, বিজয়-লক্ষ্মী লাভ করিয়া পৃথিবী শাসন করেন; তিনি সুরমা দেবীর পাণিগ্রহণ

---

(৩৩) এই 'গরল-কেলী' শব্দ রূপকার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কি না বলা যায় না। প্রাচীনকালের চারিশ্রেণীর চিকিৎসকগণের মধ্যে 'জাঙ্গলিবিদ্' বা বিষ-বৈদ্যের উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। কবি ময়ূরও এইরূপ জাঙ্গুলিক নামে পরিচিত ছিলেন। জাতকগ্রন্থে ব্রাহ্মণেরাও যে সর্পবশ-বিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন তাহা অবগত হওয়া যায়। Dr. Radhakumud Mukerjee's Local Government in Ancient India, p. 60.

করিয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনিরুদ্ধ (অনঙ্গ) ভীমদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ('মনুজরাজঃ নতাঙ্ঘ্রি-যুগ্মং রাজ্যে অভিষিক্তমকরোৎ অনিরুদ্ধভীমং')।

"সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীপতি প্রত্যর্থি-ক্ষিতিপাল-মৌলি-তিলক" অনিরুদ্ধ ভীম "ত্রিকলিঙ্গনাথ" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। রাজশ্যালক স্বপ্নেশ্বরের প্রতি 'গঙ্গাবংশীয়গণের দিব্যাস্ত্র' এবং 'চতুরঙ্গ সেনাপেক্ষা অধিক বলবিশিষ্ট' প্রভৃতি বিশেষণ প্রযুক্ত হওয়ায় অনুমিত হয়, তিনি 'মহাবলাধিকৃত' অথবা প্রধান সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পূর্ব্বকথিত এই স্বপ্নেশ্বরই মেঘেশ্বর দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং মন্দিরে সেবার জন্য কিয়ৎ সংখ্যক পরিচারিকা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি মন্দিরের সন্নিকটে উদ্যান প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ('উপবন মথ চক্রে') এবং দেবালয়-সংশ্লিষ্ট একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া তিনি পথিপার্শ্বে ও 'পুরে পুরে' তড়াগাদি খনন এবং সুরগৃহ বা দেবালয়ে প্রদীপাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ('অপাং শালা-মালাঃ পথি পথি, তড়াগাঃ প্রতিপুরম্, প্রদীপাঃ সম্পূর্ণাঃ প্রতি-সুরগৃহম্ যস্ত বিমলাঃ')।

ইহা ব্যতীত বেদাধ্যায়ী ও শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণদিগের জন্য মঠ ও ব্রহ্মপুর (cloisters) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তদীয় গুরু শৈব-মতাবলম্বী আচার্য্য-রাজ বিষ্ণু কর্ত্তৃক মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; এবং বিষ্ণুর আদেশক্রমে উদয়ন কবি এই প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন। মেঘেশ্বর মন্দিরে দিশিধবলের পুত্র চন্দ্রধবল কর্ত্তৃক উহা শিলাপৃষ্ঠে সরল্যাক্ষর-মালায় লিখিত হইয়াছিল। আর সূত্রধর শিবকর প্রস্তর ফলকে মুক্তাফলনিভ এই অক্ষরগুলি উৎকীর্ণ করিয়াছিল।

অনিয়ঙ্ক ভীমদেব দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ খৃঃ ১১৯২ অব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন; ইহা হইতে আচার্য্য কীলহর্ণ অনুমান করেন যে লিপিখানি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই রচিত হইয়াছিল।

ভুবনেশ্বরের ভাস্কর্য্য ও উড়িষ্যার শিল্পকলা।

ভাবুক ও সাহিত্যশিল্পী ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরমহাশয় তাঁহার 'উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "'ভুবনেশ্বরের দেওয়ালে কতকগুলি উন্নতগ্রীবা দীর্ঘাবয়বা রমণীমূর্ত্তি এমনি ইউরোপীয় ছাঁচে ঢালা বোধ হয় এবং কোন কোনটির ভঙ্গী এমনি ইউরোপীয় যে, গ্রীকপ্রভাব অস্বীকার করিতে বিস্তর চেষ্টার আবশ্যক করে। বিশেষতঃ যখন পার্ব্বতীমূর্ত্তিসন্নিহিত নিভৃত কোণে কলানিপুণা রমণীগণের মধ্যে সহসা গ্রীসীয় 'লায়র' (Lyre) যন্ত্রহস্ত নারীমূর্ত্তি দেখা যায়, তখন চমকিয়া উঠিতে হয়, এ কি গ্রীস না ভারতবর্ষ ?"

রাজা রাজেন্দ্রলাল তন্ন তন্ন করিয়া লিঙ্গরাজ-মন্দিরের কারুকার্য্য ও প্রস্তর-ক্ষোদিত চিত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি অমরাবতীর বৌদ্ধস্তূপে ক্ষোদিত 'হার্প' (harp) যন্ত্রের চিত্রের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভুবনেশ্বরে এক বীণা ব্যতীত তারসংযুক্ত অপর কোনও বাদ্যযন্ত্র দেখা যায় না (১)।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের শ্রেণীর মুদ্রায় যে বীণার চিত্র দেখা যায় (২) তাহা ইউরোপীয় লেখকগণ ভারতীয় হার্প বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল কাত্যায়নের 'কল্পসূত্রে' বর্ণিত শততন্ত্রযুক্ত

(১) Mitra's Antiquities of Orissa. Vol. I, p. 113.

(২) প্রাচীনমুদ্রা, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, পৃঃ ৮৮।

একটী বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন (৩)। রাজেন্দ্রনাথ-কথিত বাদ্যযন্ত্র এই প্রকার হার্প হওয়াও অসম্ভব নহে। আমরা ভুবনেশ্বরে এ মূর্ত্তিটি এখনও আছে কি না লক্ষ্য করি নাই। একটিমাত্র লায়রা-কৃতি যন্ত্র দেখিয়া গ্রীকপ্রভাব অনুমান করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা আবশ্যক। গ্রীক শিল্পি-গণের প্রভাব, গান্ধারের গ্রীক বৌদ্ধ শিল্পে সুপরিস্ফুট বটে এবং ১৯০৮-৯সালে কনিষ্কস্তূপে বুদ্ধ-দেহাবশেষের যে ধাতুনির্ম্মিত আধার অথবা 'শরীর নিধান' আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও অগিশল নামক জনৈক গ্রীক কর্ম্মপরিদর্শকের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ('দস অগিশল নবকর্ম্মি কনকস বিহরে মহসেনস সংঘরমে') (৪)।

কনিষ্কের রাজত্বকাল ৭৮ খৃঃ অব্দ হইতে ১২০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অনুমিত হইয়াছে (৫)। সুতরাং খৃঃ ১ম ও ২য় শতাব্দীতে যে, গ্রীক শিল্পিগণ কুষণ-বংশীয় নরপতিদিগের অধীনে ভারতবর্ষে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কার্য্য করিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। শ্রীযুক্ত ডাঃ গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইউরোপীয় মনীষী-দিগের মত গুলি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছেন যে, ভারতে গ্রীকশিল্পি-নিয়োগ খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী হইতে খৃঃ প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্তই অধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল (৬)। আধুনিক অভিজ্ঞগণের মতানুসরণে ভুবনেশ্বরের মন্দির যদি দশম বা একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে

(৩) Mitra's Antiquities of Orissa Vol, I. p. 113.

(৪) Dr. Spooner's paper on the Peshwar casket of Kanishka. Annual Report Arch. Survey, 1908-9, p. 52.

(৫) প্রাচীন মুদ্রা, পৃঃ ১০১।

(৬) Hellenism in Ancient India, p. 100.

নয় শত বৎসর পরে গ্রীক শিল্পরীতি কিরূপে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে দক্ষিণপূর্ব্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহা বিশেষ অনুসন্ধান-সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। সুধীবর্গের মধ্যে যাঁহারা গ্রীকপ্রভাব অস্বীকার করেন না— তাঁহারাও বলিয়াছেন যে, হূন আক্রমণের পর য়ুনানী শিল্প-রীতির প্রতিপত্তি খৃঃ ৪০০ অব্দ হইতেই লুপ্ত হইয়াছিল এবং খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দী হইতে ভারতশিল্পকে স্বকীয় দোষগুণের উপরই নির্ভর করিতে হইয়াছিল (৭)।

শ্রীযুক্ত হেভেল মহাশয় বলিয়াছেন যে, খৃঃ দ্বিতীয় হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে ভারতীয় শিল্পী কর্ত্তৃক কল্পিত, শুধু বৌদ্ধ দেবাদর্শই (Buddhist Divine Ideal) যে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা নহে,—তাঁহাদিগের দ্বারা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উপাস্য দেবতা সম্বন্ধীয় পরিকল্পনাও, বহু শীর্ষ ও বহুভুজ মূর্ত্তি-নিচয়ে মামল্লপুরম্ এবং এলিফ্যান্টা, এলোরা প্রভৃতি গুহায় পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতাপ্রভাবে ললিতকলা ও সাহিত্য-বিষয়ক সৃষ্টির ইহাই সর্ব্বপ্রধান যুগ। এই যুগেই ভারতীয় শিল্পের আদর্শসমূহ, উচ্চ সভ্যতা ও তৎসম্ভূত মানসিক উন্নতিতে বিকাশলাভ করিয়া, সমভাবেই দেশ বিদেশে বিস্তৃতি লাভ করে। ভারতের বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম-সম্পর্কীয় ভাস্কর্য্য শুধু উত্তরাপথ বলিয়া নহে—সিংহল, যবদ্বীপ, চীন, মহাচীন (কোরিয়া), জাপান প্রভৃতি দেশেও উন্নতির শেষ সীমায় উপনীত হয় (৮)।

(৭) Hellenism in Ancient India, p. 61, also Havell's The Zenith of Indian Art, p. 10-11 (1912).

(৮) The Zenith of Indian Art, Ostasiatische Zeitschrift, Vol. I Pages 4 & 11.

খৃঃ দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে উড়িষ্যার ভাস্কর্য্যের যে চরম উন্নতি ঘটিয়াছিল, এরূপ অনুমান হয় না। উত্তরাপথের ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন আদর্শ ও ভাস্কর্য্য-পদ্ধতি তৎপূর্ব্বে কেন যে উৎকলে বিস্তার-লাভ করে নাই, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সম্ভবতঃ রাজনৈতিক বিপ্লবই ইহার অন্যতম কারণ। খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী—সম্ভবতঃ খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর তক নামধেয় যে সকল 'পুরী-কুষণ' মুদ্রা (৯) উড়িষ্যার আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে গুলি কোন্ রাজবংশের কোন্ কোন্ রাজা-কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি অজ্ঞাত রহিয়াছে। এই যুগের উড়িষ্যার ইতিহাস এখনও তমসাচ্ছন্ন। কেশরী রাজগণ কিম্বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাজবংশ কি প্রকারে বিধ্বস্ত ও রাজ্যচ্যুত হইয়াছিল, তাহা এখনও রহস্যে সমাবৃত। ভরসা হয়, রাজনৈতিক ইতিহাসের এ সকল তত্ত্ব মীমাংসিত হইলে, শিল্পবিষয়ক ইতিহাসের পন্থাও সুগম হইবে।

সে যাহা হউক, মধ্যযুগের হিন্দু ও বৌদ্ধ-ভাস্কর্য্যে গ্রীক-প্রভাব কিঞ্চিন্মাত্রও লক্ষিত হয় না। দাস অগিসলের ন্যায় যে সকল গ্রীক-শিল্পী ভারতবাসীদিগের নির্দ্দেশ মত মূর্ত্তি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেন, তাঁহারাও যে ক্রমশঃ ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, ইহাই বিশ্বাস-গ্রাহ্য অনুমান বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। ক্রমশঃ ভারতীয় প্রভাব যে গ্রীক-ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 'খামবাবা' নামে পরিচিত বেশনগরের গরুড়স্তম্ভ 'ভাগবত' (বিষ্ণু উপাসক) হেলিওদোর নামক গ্রীক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

---

(৯) J. B. O. R S. March 1919, p 84.

হইয়াছিল (১০)। ১৯১৪-১৫ সালে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় বেশনগরে ভূগর্ভ হইতে যে সকল মৃন্ময় মুদ্রা ('শীল') আবিষ্কার করেন, তাহার মধ্যে টিমিত্র বলিয়া (Demetrius) একজন গ্রীকের নাম পাওয়া গিয়াছে। ইনি যে যজমানস্বরূপ কোনও যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা মুদ্রানিহিত 'হোত', 'পোতা', 'মন্ত্র' প্রভৃতি শব্দ হইতেই বুঝা যায়। (টিমিত্র-দাত্রিস্য [স] হোত পোতা মংত্র সজন [ই]) (১১)। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর বলিয়াছেন 'গ্রীক-যবনের এই যজ্ঞানুষ্ঠানে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, যেহেতু শক ও পহ্লব প্রভৃতি বিদেশীয়দিগের ন্যায় অনেক গ্রীকও হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল'। এই সকল খণ্ড-প্রমাণ মুষ্টিমেয় গ্রীক ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে ভারতীয় প্রভাবেরই ক্রমবিস্তার প্রমাণিত করিতেছে। বিদেশীয় প্রভাব যেখানে যে টুকু পাওয়া যায়, তাহা অস্বীকার করা সত্যানুসন্ধিৎসু লেখকের কর্ত্তব্য নহে। এরূপ ভাবে সত্যের অপলাপ করিবার চেষ্টায় এ প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। যতদূর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ভুবনেশ্বরের শিল্পকলায় বিদেশীয় প্রভাব আছে কি না এবং থাকিলে কতদূর আছে, তাহাই আমাদিগের বিচার্য্য। মধ্যযুগে দেখা যাইতেছে

(১০) Rapson's Ancient India, p. 157, also Excavations at Beshnagar, pp. 186-187. Arch. Ann. Report, 1913-14. তারনের পুত্র তক্ষশীলাবাসী হেলিওদোর ('হেলিওদোরেণ দিয়সপুত্রেণ তক্ষসিলাকেন') গ্রীকরাজ অংতলিকিতের দূতরূপে রাজা কাশীপুত্র ভাগভদ্রের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন।

(১১) Progress Report, Arch. Survey. W. Circle, 1914-15, p. 64. শ্রীযুক্ত ডাঃ গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিজ গ্রন্থে এই প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন।

ভারতীয় শিল্পের উপর গ্রীকপ্রভাব অপেক্ষা গ্রীক-শিল্পিগণের উপর ভারতীয় প্রভাবই অধিকতর পরিস্ফুট। এমন কি সম্রাট্ অশোকের স্থাপত্য নিদর্শনে পার্সিপলিসের অনুকরণে নির্ম্মিত স্তম্ভশ্রেণী ও বিদেশীয় শিল্পরীতি-অনুযায়ী ক্ষোদিত রেলিং অথবা বেষ্টনীর মধ্যেও শক্তিমান্ খাঁটি ভারতীয় শিল্পপ্রথার অস্তিত্ব সেই প্রাচীনকালের ভাস্কর্য্য হইতেই অনুমিত হইয়াছে (১২)।

ফরাসীলেখক মঁসিয়ে মরিস ম্যাঁদ্রঁ (M. Maurice Maindron) তাঁহার ভারতীয় শিল্পকলা-বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, য়ুনানী প্রভাব ভারতে কখনও বিশেষ ভাবে প্রবল হইতে পারে নাই। এ শিল্পের ক্ষণস্থায়ী ক্রিয়ায় ভারতীয় প্রতিভা সামান্যমাত্রও রূপান্তরিত বা বিকৃত হয় নাই। ভাবাদির সরল অভিব্যক্তি (naivete) এবং ধর্ম্মবিষয়ক কঠোরতার বিকাশই যে ভারতীয় শিল্পের যথোপযুক্ত আদর ও প্রশংসার প্রত্যবায় ঘটাইয়াছে, লেখক এ প্রসঙ্গে সে কথারও উল্লেখ করিয়াছেন। লালসা-দ্যোতক অথবা রূপক ও সাঙ্কেতিক নিদর্শনমূলক মূর্ত্তিনিচয়েও ভারতীয় শিল্পীর যে ক্ষমতার ও যে স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায়, অপক্ষপাতী দর্শকেরা কখনই তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না (১৩)।

তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি 'সমঝ্দার' অন্য একজন বিদেশীয় লেখক (১৪) ভারতীয় মন্দিরের ভাস্কর্য্য-বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া ক্ষোদিত মূর্ত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, ভুবনেশ্বরের শিল্প-সম্বন্ধেও তাহা কম প্রযোজ্য নহে। "এখানেও প্রস্তরে খোদিত অদ্ভুত

(১২) Havell's Ideals of Indian Art, p. 17.
(১৩) L' Art Indien par M. Maindron, p. 126.
(১৪) Dr. Gustave le Bon quoted in L' Art Indien, p. 127.

বিকটাকার, বিরাটকায় কাল্পনিক জীবাদির প্রতিকৃতি যথেষ্ট বিদ্যমান। ভয়াবহ মূর্ত্তিসমূহেরও অভাব নাই। আবার শিল্পী হাস্যস্ফুরিতাধরা, বিবিধ চিত্তাকর্ষক 'মুদ্রা' সমন্বিতা, বিভুজবাহু দেবীমূর্ত্তি সমূহ নির্ম্মাণ করিয়া যে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা ভাস্কর্য্য হিসাবে অনিন্দনীয় বলিলে অত্যুক্তি দূরে থাকুক, উপযুক্ত প্রশংসারই অভাব ঘটিবে। মন্দিরের বহির্গাত্র ব্যাপিয়া নর্ত্তকী ও অপ্সরার কত বিমোহন ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান—মনে হয় যেন তাহাদের এ শ্রেণীবদ্ধ-মূর্ত্তির অন্ত নাই। ইহার মধ্যে নিবিড় আলিঙ্গনে আশ্লিষ্ট মিথুনমূর্ত্তিও রহিয়াছে, আবার নর্ত্তকীর লাস্যে স্থানে স্থানে অশ্লীল ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী লে বঁ মহাশয় বলিয়াছেন, "ভুবনেশ্বর, সাঁচী, এলোরা, অজন্তা, বাদামী, খাজুরাহো, কুম্ভকোণম্ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের গুহাদির ও মন্দিরসমূহের সামান্য অপকৃষ্ট নমুনার পার্শ্বদেশেই যে সকল উচ্চশ্রেণীর অপূর্ব্ব শিল্প-নিদর্শন দেখা যায়, তাহা কোনও পাশ্চাত্য শিল্পীই নিজস্ব বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করিবে না।" শিল্প-কলার পরীক্ষা বা 'যাচাই' ব্যাপারে এখন শিক্ষিত ভারতবাসী শুধু ইউরোপের মুখ তাকাইয়া নাই, আপনাদের জিনিষ আপনারাই বুঝিয়া লইতে শিখিতেছে। দেশীয় বিশেষজ্ঞগণের এ সম্বন্ধে মতপ্রকাশের প্রয়োজন হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিবেন যে প্রাচ্য-শিল্পের ধারা সম্যক্ভাবে আয়ত্ত করিয়া ভারতীয় শিল্পীর কসরতের সহিত তাহার নিজস্ব ভাবপ্রবণতাটুকু ধরিয়া লইতে পারিলে, জগতের যে কোনও ভাস্কর যথার্থই আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিবে। ভারতীয় শিল্পের গতি ও প্রকৃতি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভব নহে। ভাস্কর্য্যে foreshortening অথবা বস্তুসমূহের

(চিত্র ৩৫)

বৈতাল দেউলের নর্ত্তকী মূর্ত্তি। [পৃঃ ১১৪

(চিত্র ৩৬)

দক্ষিণী ভাস্কর নির্ম্মিত রজতময় গণেশ মূর্ত্তি।

(ফরাসীদেশের 'মুসে গিমে' চিত্রশালায় রক্ষিত)

[গ্যাঙ্গ্‌ঁ রচিত গ্রন্থ হইতে] [পৃঃ ১১৭

তির্য্যকভাবে দুই প্রতিরূপ অঙ্কণের রীতি এবং কোদিতমূর্ত্তির মাংসপেশীগত বন্ধুরতা সৃষ্টির কৌশল যদি ভারতীয় ভাস্কর বিদেশীয়ের নিকটই শিখিয়া থাকে, তাহাতেও বিশেষ লজ্জিত হইবার কারণ দেখি না ;—তবে যত্র তত্র গ্রীক গৌরব সমর্থন-চেষ্টা পণ্ডিতদিগের পক্ষেও নিরাপদ নহে (১৫)।

উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রস্থ রমণীমূর্ত্তিসমূহের উদ্দাম যৌবনশ্রী ও ঠাটমভঙ্গী দেখিয়া স্বর্গগত হাণ্টার মহোদয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলেই এতৎ সম্পর্কে 'lusciousness of form,' 'delicious pose' প্রভৃতি শব্দ চোখে পড়িয়া যায়। তাঁহার আমলে পণ্ডিত-সমাজের মতবাদে তথাকথিত বিদেশীয় প্রভাবের হাওয়া বড় জোরেই বহিতেছিল। সুতরাং তিনি যে নির্ব্বাধ কল্পনার বশীভূত হইয়া মাদলা পঞ্জীতে লিখিত উড়িয়া প্রবাদের যবনদিগকে গ্রীক ধরিয়া লইয়াছিলেন তাহাতে বিস্ময়ের কারণ দেখি না। হাণ্টার বলিয়াছেন, "চৌদ্দ শত বৎসর কাল দেশ-পর্য্যটনের পর যবনেরা উড়িষ্যার সমুদ্রতটে আসিয়া স্থায়িভাবে বিশ্রামসুখ

(১৫) আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৩৮০০ বৎসরের ব্যাবিলোনীয় সভ্যতার বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া ব্যাবিলোনিয়া ও আসিরিয়ার ইতিহাস-লেখক অধ্যাপক উইঙ্কলার মহাশয় বলিয়াছেন যে, সার্গন ও নরামসিনের লিপিসমূহের বর্ণমালা অতি সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত এবং লাগাশের সামন্তরাজ গুডিয়ার আমলের মূর্ত্তিগুলির নির্ম্মাণ-কৌশল এতই সুন্দর যে পুরাতত্ত্ববিদেরা এক সময়ে উহাতে গ্রীক-প্রভাব অনুমান করিয়া লওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন ('So excellent is the technical execution of Gudea's statues that Archaeologists once thought it necessary to assume, a Greek influence'—Dr. H. Winckler's History of Babylonia and Assyria, p. 49)। আচার্য্য উইঙ্কলারের গ্রন্থের ইংরাজ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্রেগ (Craig) মহাশয়ের মতে সার্গন ও তৎপুত্র নরামসিনের অভিষেককাল যথাক্রমে ৩৮০০ খৃঃ পূঃ ও ৩৭৫০ খৃঃ পূঃ অব্দ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল" (১৬)। তাহারা কোথা হইতে কোন্ দিক্ দিয়া আসিল, কোথায় আসিয়া বসবাস করিল, খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে এতদিন পর্য্যন্ত কোথায় ছিল, উপযুক্ত প্রমাণসহ এ সকল প্রশ্নের সদুত্তর না পাইলে এরূপ উক্তি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। পঞ্জাব হইতে পূর্ব্বদিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, গ্রীক আদর্শের লক্ষণগুলি যে ততই দুর্লভ হইয়া উঠে, তাহা হাণ্টারের ন্যায় বিচক্ষণ লেখকের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। উড়িয়া-শিল্পি-রচিত নারীদেহের যৌবনের পীবরতার সহিত গ্রীক তন্বঙ্গীদিগের দেহাবয়বের কোন সাদৃশ্যই দৃষ্ট হয় না। পাশ্চাত্য স্ত্রীমূর্ত্তির মুখমণ্ডলের ন্যায় দীর্ঘায়ত গঠনভঙ্গী উড়িষ্যায় একবারেই বিরল। মূর্ত্তিগুলির মুখের ডৌলে, অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যে ও উচ্চবিন্যস্ত কেশদামে গ্রীক 'আদর্শের' অনুরূপতার আভাস মাত্রও কোথাও রক্ষিত হয় নাই। এই সকল লক্ষ্য করিয়াও উড়িষ্যার ইতিবৃত্তরচয়িতা প্রত্নতাত্ত্বিক মহোদয় উৎকল-দেশীয় একটি বিশিষ্ট শিল্পপ্রথার অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারেন নাই; পরন্তু বলিয়াছেন যে, গ্রীক শিল্পকলার আদিম বিশুদ্ধতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এজন্য হাণ্টার মহোদয়ের উপর দোষারোপ করিতে পারি না কারণ ইহা তাৎকালিক শিক্ষাপ্রভাবের অবশ্যম্ভাবী ফল মাত্র। যে সকল য়ুনানী শিল্প (pseudo-classical art) কুষণযুগে ভারতের নিজস্ব শিল্পধারার প্রতিবন্ধকতা করিতে গিয়া আপনার বিশেষত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছিল, মথুরার ন্যায় স্থানে নূতন পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনে যাহা নিজ জীবনীশক্তি হারাইয়া

(১৬) Sir W. W. Hunter's Orissa Vol, I, p. 231.

ভারতশিল্পকেও জীবন্মৃত করিয়া তুলিয়াছিল (১৭), বহু শতাব্দী পরে উড়িষ্যার ভাস্কর্য্যকলা পুনরুজ্জীবিত করার তাহাই যে মূলীভূত কারণ, এ কথা কোন্ হেতুবাদে স্বীকার করা যাইতে পারে? যুনানীপ্রভাব-সম্পৃক্ত মথুরা-শিল্পে সাঞ্চী ও বরাহুতের (ভারহুতের) মৌলিক ও অবিমিশ্র ভারতীয় শিল্পধারা যে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহারই ফলে দক্ষিণপূর্ব্বাঞ্চলের ভাস্কর্য্যের তুলনায় মথুরার মূর্ত্তিনিচয় আমাদিগের দৃষ্টিতে একবারে বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয় না। গ্রীক শিল্পে মাংসপেশীসমূহ বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়া থাকে; কিন্তু উড়িয়া-শিল্পের নিদর্শনগুলিতে কোথাও সে বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় না। উড়িষ্যা-ভাস্কর্য্যে পুরুষমূর্ত্তি অপেক্ষা স্ত্রীমূর্ত্তিগুলিই অধিক সুন্দর, পুরুষমূর্ত্তিগুলির অনেক স্থলেই মুখের শ্লথ-শিথিল ভাব, গুম্ফ ও শ্মশ্রু প্রভৃতির বিন্যাস, একেবারে অস্বাভাবিক না হইলেও, অশোভনই বলিতে হয়, যেন কোন প্রকারে লাগাইয়া বা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বিগ্রহমূর্ত্তিগুলির বেলায় অবশ্য এ আপত্তি অনেক ক্ষেত্রে খাটে না। লিঙ্গরাজের মন্দিরগাত্রস্থ কার্ত্তিকের মূর্ত্তি ভারতীয় পুংসৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া মনে হয়। ভুবনেশ্বরের গণেশ-মূর্ত্তিটিও এ জাতীয় বিগ্রহের মধ্যে সৌন্দর্য্য-হিসাবে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। ফরাসীদেশের 'মুসে গিমে' (Musee Guimet) চিত্রশালায় রক্ষিত গ্রাণাইট-প্রস্তরনির্ম্মিত কার্ত্তিক-মূর্ত্তি ও রজতনির্ম্মিত গণেশ মূর্ত্তির চিত্রদ্বয়ের সহিত (১৮) পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিদুইটির প্রতিকৃতির সাদৃশ্য বিচার করিলে সহজেই এ কথা প্রতিপন্ন হইবে। 'গিমে' চিত্রশালায় কাষ্ঠ-খোদিত পার্ব্বতীমূর্ত্তির

(১৭) Marshall's Guide to Sanchi, p. 16 foot-note.

(১৮) L' Art Indien, fig. 39, p. 113 and fig. 50, p. 142.

সহিত ভুবনেশ্বরের বড় দেউলের ভগবতীমূর্ত্তির তুলনা করিলে শেষোক্ত মূর্ত্তিটি যে কত শ্রেষ্ঠ, তাহা সামান্য শিশুকেও বুঝাইয়া দিবার আবশ্যকতা হয় না। বস্তুতঃ দেবক্ষেত্র ভুবনেশ্বরের এই সকল মূর্ত্তি এবং কোণার্কের পরমসুন্দর সূর্য্য ও বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রভৃতি অদ্যাপি ভারতশিল্পের গৌরব সসম্মানে রক্ষা করিতেছে। কেহ কেহ কোণারকের অশ্বদ্বয়ের নাসিকার গঠন দেখিয়া 'রোমক ভঙ্গী' অনুমান করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জুভোদ্যুব্রেই দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণানদীতটে রোমক প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার অনুমানমতে শুধু খৃঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতেই পল্লব-শিল্পকলা রোমক প্রভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছিল (১৯)। পল্লব রাজাদিগের রাজত্বকালে যে শিল্পের উদ্ভব হয়, তাহার বহু-বর্ষ পরে সে প্রথা উড়িষ্যায় সংক্রমিত হওয়া সম্ভব নহে। উড়িষ্যার ভাস্কর্য্য-নিদর্শনে পরিচ্ছদে বা অবয়বের গঠন-বৈশিষ্ট্যে বিদেশীয় প্রভাব আলোচনা করিতে গেলে সুবিধামত দুই একটা মূর্ত্তি বাছিয়া লইলে চলিবে না; সাধারণ মূর্ত্তিগুলির কথাই বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

শিল্পিগণ যে পুরুষমূর্ত্তি ছাড়িয়া স্ত্রীমূর্ত্তির পরিকল্পনাতেই গ্রীক আদর্শের নিকট সৌন্দর্য্যভিক্ষা করিতে গিয়াছিল—এ অনুমান যদি ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে উড়িষ্যায় গ্রীক প্রভাব সম্বন্ধে অনুকূল মত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে সব দিক্ একবার উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখাই কর্ত্তব্য। ডাঃ গুস্তাভ লে বঁ বলিয়াছেন, "গ্রীক সভ্যতার সহিত দীর্ঘকাল সংস্পর্শে আসিয়াও

(১৯) Prof. J. Jouveau Dubreuil's The Pallavas, p. 10.

ভারতবর্ষ শিল্পবিষয়ে কোন ঋণই গ্রহণ করে নাই। যেখানে দুইজাতির এরূপ ধাতুগত বৈসাদৃশ্য, সেখানে অনুচিকীর্ষা বা ঋণ-গ্রহণ কোনমতেই সম্ভবে না। যাহাদের চিন্তাস্রোত ভিন্নদিকে প্রবাহিত এবং শিল্পপ্রতিভাও সুসমঞ্জস হইবার নহে, তাহারা কি করিয়া পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করিতে সমর্থ হইবে? হিন্দুপ্রতিভার এমনই বিশেষত্ব যে, বাধ্য হইয়া হিন্দুগণ যখন যাহা কিছু অনুকরণ করিয়াছে, তখনই তাহা সঙ্গে সঙ্গে নিজস্বভাবে রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছে। * * সুতরাং গ্রীক শিল্পের স্ব-প্রভাব বিস্তারে এই যে নিস্ক্রিয়তা, তাহা ভারতবাসীদিগের বৈদেশিক শিল্প-পদ্ধতির অনুকরণে অক্ষমতার পরিচায়ক নহে। বস্তুতঃ উভয় জাতির প্রকৃতিগত বৈষম্যই উহার মূলীভূত কারণ" (২০)। বহুদর্শী সমালোচকের এই উক্তির পর আমাদিগের আর এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। ডাক্তার লে বঁ উড়িষ্যার স্থাপত্য ও শিল্পকলা সম্বন্ধেও যথাযোগ্য আলোচনা করিতে ছাড়েন নাই; সুতরাং তাঁহার মন্তব্য ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা উড়িষ্যার প্রতি কোন অংশেই কম প্রযোজ্য নহে।

ভারত-শিল্পের বৈশিষ্ট্য—তাহার ভাবপ্রবণতা। যে অধ্যাত্মবাদ স্বর্ণসূত্রের ন্যায় ভারতীয় ধীশক্তি ও দার্শনিক গবেষণার সহিত অনুস্যূত, তাহা এই ভাবপ্রবণতারই নামান্তরমাত্র। বঙ্গের শাসন-কর্ত্তা মহামান্য লর্ড রোণাল্ডশে মহোদয় যথার্থই বলিয়াছেন যে, ভারত-শিল্পের এই প্রধান ও বিশিষ্ট উপাদান অরণ্যবাসী, তপস্যা-পরায়ণ আদিম আর্য্যঋষিগণের নিকট হইতেই প্রাপ্ত। বাদক

---

(২০) Les Monuments de L' Inde par Dr. Gustave Le-Bon, pp 12-15.

যেরূপ সাধনার ফলে বাদ্যযন্ত্র হইতে সুমিষ্ট সুর উৎপাদন করে, বিশ্বপ্রকৃতি হইতে ইহাও সেইরূপেই সম্ভূত (২১)।

কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে, হিন্দুরা বহির্জগতের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করিতেন না, সুতরাং ভাস্কর্য্য-উৎকর্ষে দক্ষতালাভ বিষয়ক প্রেরণা তাঁহাদের না থাকিবারই কথা। ভারতের ভাস্কর্য্য 'বাস্তু' শিল্পেরই আনুষঙ্গিক। সুন্দর সুকল্পিত পুরুষ ও স্ত্রীমূর্ত্তি, জীবজন্তু বা লতাপাতার চিত্র, নানাবিধ গার্হস্থ্য চিত্র,—আপাতদৃষ্টিতে ধর্ম্ম-সম্পর্ক-বিবর্জ্জিত ও সর্ব্ববিধ শিল্পকলার আদর্শভূত; উড়িষ্যার দেব-মন্দির ভিন্ন অপর কোথাও এগুলি এরূপ পারিপাট্যের সহিত সজ্জিত দেখা যায় না। যে ভারতবাসীদিগের ধর্ম্ম ও ভগবদ্ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ সহস্র সহস্র মন্দিরচূড়া আজিও উন্নতশিরে দণ্ডায়মান, আজিও বহুসংখ্যক দেউল ও স্তূপের ভগ্নাবশেষ যাহাদের কারুকার্য্য ও অপূর্ব্ব শিল্প-কুশলতার সাক্ষ্য দিতেছে, ভাস্কর্য্যবিষয়ে তাহাদের প্রেরণা ছিল না, ইহা কি করিয়া স্বীকার করিব? মায়াবাদী শঙ্করের শিষ্য-সম্প্রদায় ভারতের নানা স্থানে মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, জগৎ

(২১) "How closely the threads of this idealism are woven into the texture of her (India's) intellectual being becomes apparent when we see its origin. For it was first drawn surely from their long and intimate communing with Nature by the forest-dwelling ancestors of the race, much as some sweet-toned melody is drawn by a musician from some perfect instrument which he has learned to master."

(H. E. Lord Ronaldshay's address at the Salon of Oriental Art, Govt. House, Calcutta, reported in the Bengalee, December 6, 1919). ডাঃ কুমারস্বামী 'Aims of Indian Art' বিষয়ে প্রায় এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন।

অবাস্তব বলিয়া এই 'বাস্তব' শিল্পের উপেক্ষা করেন নাই। মন্দির গড়িলেই তাহার ভিতর ও বাহিরের শোভা সম্পাদন আবশ্যক এবং সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা-অনুযায়ী নানাবিধ বিগ্রহেরও প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। আবার মন্দির-গাত্রে শিল্পী কোথায় দ্বারপাল, কোথায় বৃক্ষবল্লরী, কোথায় মিথুনাদি সন্নিবেশিত করিবে, তাহাও শিল্প-শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং মন্দির-সংক্রান্ত 'বাস্তু'-শিল্প ও ভাস্কর্য্যের মধ্যে একের যদি উন্নতি হয়, সঙ্গে সঙ্গে অপরটিরও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

পাথর কাটিয়া বাস্তু রচনা করিতে ভারতীয়গণ পূর্ব্ব হইতেই অভ্যস্ত ছিল কি না, সে আলোচনা স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল বহু পূর্ব্বেই করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সে সকল কথার পুনরাবৃত্তির আর প্রয়োজন নাই। গৃহনির্ম্মাণের জন্য যাহারা পাথর কাটিতে শিখিয়াছে, পাথর কাটিয়া মূর্ত্তি রচনা করিতেই বা তাহাদের অক্ষমতার সম্ভাবনা কোথায়? থাকুক সে কথা।

উৎকল-সৌন্দর্য্যের আদর্শ পাশ্চাত্য আদর্শ হইতে যতই বিভিন্ন হউক 'সীতার বিবাহ'-চিত্রে সীতাদেবীর লজ্জা-বিনম্র মুখশ্রীর মধুরিমা এবং কোণার্কে প্রাপ্ত 'শিক্ষাদান'- চিত্রে (২২.) শিষ্যদিগের গুরূপদেশ শ্রবণে চিত্তনিবেশজ্ঞাপক অবস্থান-ভঙ্গীর যে স্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়, তাহাকে কোন অংশেই প্রাণহীন বলা চলে না। ভারতীয় শিল্পী 'তালমান' বজায় রাখিয়া চলিত, তাই আকৃতিতে ছোটই হউক আর বড়ই হউক, তাঁহাদিগের রচিত মূর্ত্তিগুলির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কোথাও তেমন 'বেমানান' বা

---

(২২) **Bishan Swarup's Konarka, p. 37.**

অসমঞ্জস বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় নিজগ্রন্থে বিভিন্ন পরিমাপাদি উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভুবনেশ্বরের মন্দিরের মূর্তিগুলি শুক্রনীতি-বর্ণিত 'সপ্ততাল'-শ্রেণীর। সপ্ততাল মূর্তির সমগ্র দৈর্ঘ্য, চিবুক হইতে শিরোদেশের পরিমাপের সপ্তগুণ (২৩)। এই সকল মূর্তি অথবা ক্ষোদিত চিত্র সাধারণতঃ বিভিন্ন বিভিন্ন খণ্ডে মন্দিরগাত্রস্থ খাঁজ বা কুলঙ্গীতে বিন্যস্ত হইয়াছে। দক্ষিণী মন্দিরের চিত্রাদির ন্যায় এগুলিতে বিষয়-পারম্পর্য্য ধারাবাহিক ভাবে রক্ষিত হয় নাই। দেব-দেবীর চিত্রের পার্শ্বেই গার্হস্থ্য চিত্রাদিও দেখা যায়। দক্ষিণী শিল্পী রামেশ্বরের বিরাট দরদালানের ছাদে, সমস্ত রামায়ণ মহাভারতটা ছবির আকারে ফুটাইয়াছে, কন্যাকুমারিকার নিকটবর্ত্তী 'শুচিন্দ্রমন্দিরের' গোপুরমে (২৪) রামায়ণ, মহাভারত এবং প্রায় সমস্ত পুরাণের প্রসিদ্ধ গল্পগুলি ক্ষোদিত করিয়াছে—যেহেতু দক্ষিণী শিল্পের ইহাই একটি চির-প্রচলিত প্রথা। কম্বোজের ওঙ্কার-ভটে এবং যবদ্বীপের বর-ভূধরে (বরবহুরে) শিল্পকুশল দক্ষিণী ভাস্করগণ তাঁহাদিগের স্বপ্রতিষ্ঠিত শিল্পরীতির যে অক্ষয় চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতেও দেখিতে পাই—পৌরাণিক বা জাতক-কাহিনীর চিত্রগুলি একটির পর একটি ধারাবাহিক ভাবে বিন্যস্ত; সুতরাং একটি চিত্র চিনিয়া লইতে পারিলে, সমগ্র গল্পটিই সহজে বুঝা যায়। উড়িষ্যার মন্দির-চিত্রাদিতে কিন্তু এরূপ ধারাবদ্ধ বিষয়-সন্নিবেশ দৃষ্ট হয় না। সীতার বিবাহের ক্ষোদিত চিত্র দেখিয়া নিকটে কোথাও মায়ামৃগবধের চিত্র দেখিবার

(২৩) M. Ganguly's Orissa and her remains, pp. 209, 214 222.

(২৪) উপাসনা, কার্ত্তিক—১৩২৩, পৃঃ ৪৫০।

ভরসা করিলে নিরাশ হইতে হয়। মন্দির-গাত্রস্থ বিভিন্ন কুলুঙ্গীতে যে সকল বিচিত্র মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, পারম্পর্য্যশূন্য হইলেও সেগুলি বড় কম কৌতূহলজনক নহে।

কোণার্ক মন্দির দর্শন-কালে তরুসন্নিহিতা রমণীর কয়েকটি চিত্র দেখিয়াছিলাম; কিন্তু তখন সেগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করি নাই। এই চিত্র-পরিকল্পনা যে বিতণ্ডার বিষয়ীভূত হইতে পারে, তাহা তখন অবগত ছিলাম না। ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত এই শ্রেণীর একটি তরুণীর মূর্ত্তি ডাঃ গুস্তাভ লে-বঁ'র গ্রন্থে ৫৬ সংখ্যক চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। ডাঃ লে-বঁ স্থির করিয়াছিলেন ভুবনেশ্বরের 'বড় দেউল' (লিঙ্গরাজ-মন্দির) খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত। তিনি এ মূর্ত্তিটি ৭ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া প্রকাশ করিলেও ইহা যে কোন্ মন্দিরে সংলগ্ন ছিল, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। এই স্ত্রীমূর্ত্তির ভঙ্গী বড়ই সুন্দর। রমণীর বাম হস্তে পুষ্পসমন্বিত বৃক্ষশাখা, বাম পদ উত্তোলিত,—যেন বৃক্ষকাণ্ডে সংস্পৃষ্ট। শ্রীযুক্ত হেভেল প্রণীত গ্রন্থে (২৫) বিলাতে ভিক্টোরিয়া-আলবার্ট চিত্রশালায় রক্ষিত এইরূপ একটি মূর্ত্তির চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। বুদ্ধের জন্মগ্রহণকালে, বুদ্ধ-জননী মায়াদেবীর মূর্ত্তি যেরূপ প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহাতে দেখিতে পাই যে, রাজ্ঞী মায়া একটি বৃক্ষের কাণ্ডে হেলান দিয়া একটি চরণ উত্তোলন করিয়া বক্রভাবে দাঁড়াইয়া আছেন; আর শিশু শাক্যসিংহ মাতার কুক্ষিদেশ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইতেছেন। বুদ্ধ লুম্বিনী বনে শাল্মলী বৃক্ষতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই পিত্তল-নির্ম্মিত নেপালী মূর্ত্তিসমূহে বৃক্ষটি বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই

---

(২৫) Ideals of Indian Art, pp. 101-102.

প্রদর্শিত হইয়া থাকে। বিদীর্ণ কুক্ষিদেশ ও তাহা হইতে অর্দ্ধনির্গত শিশু দেখিলেই, মায়াদেবীর মূর্ত্তি চিনিয়া লওয়া যায়। ভারহুতের স্তূপে 'চন্দা' নামক যে একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত যক্ষিনী মূর্ত্তি আছে, তাহাও বৃক্ষকাণ্ডের সহিত সংযুক্ত (২৬)। আবার সাঞ্চীর পূর্ব্বতোরণে দেখা যায়—একটি যুবতীমূর্ত্তি দুই হাতে একটি অশোক-শাখা ধরিয়া আছে এবং বামপদে বৃক্ষকাণ্ডের অধোদেশ স্পর্শ করিতেছে। রমণীর পদপল্লব বহু অলঙ্কারে বিভূষিত। শ্রীযুক্ত ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রমুখ গ্রীকপ্রভাববাদী পণ্ডিতগণ মিসরদেশে এইরূপ বৃক্ষে অর্পিত-দেহ পুরুষমূর্ত্তি দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে, গ্রীকগণই মিশরে উহা প্রচারিত করে এবং গ্রীক শিল্পীদিগের দ্বারাই এই মনোহর বাঁধা-ছাঁচের (motif) মূর্ত্তিগুলি ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল। এই মূর্ত্তিপরিকল্পনায় যে কি উদ্দেশ্য, শ্রীযুক্ত স্মিথ মহোদয় তাহা আলোচনা করেন নাই। খ্রীঃ ১৯০৯ সালের সুদূর প্রাচ্যবিদ্যা-অনুশীলন সমিতির মুখপত্রে আচার্য্য ফোগেল (Dr. J. Ph. Vogel) "সুন্দরী-তরুণী ও অশোক বৃক্ষ" (La Belle et L' Arbre Acoka) নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন, তাহাতে এ চিত্রের গূঢ়ার্থ অতি সুন্দরভাবে নির্ণীত হইয়াছে (২৭)।

মথুরায় কালেক্টার-সাহেবের কুঠিতে প্রস্তরনির্ম্মিত শিল্পাধার আলিসার (balustrade) একটি খণ্ডীকৃত অংশ কিছু দিন ধরিয়া পড়িয়াছিল। পরে উহা স্থানীয় সংগ্রহশালায় স্থানান্তরিত হয় (২৮)। এই প্রস্তরখণ্ডের একদিকে কতকগুলি পদ্মাকৃতি পুষ্পের

(২৬) Cunningham's Bharhut, Plate XXII.

(২৭) Bulletin de L' Ecole Francaise de Extreme Orient, Tome IX, 1909, p. 531.

(২৮) Ex. J. 55, Mathura Museum Catalogue, p. 153.

চিত্র ৩৮।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরগাত্রস্থ খাঁজে অবস্থিত তরু ও তরুণী মূর্ত্তি।

[শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে]

[পৃঃ ১১৩

(চিত্র ৩৯

ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত তরু ও তরুণী মূর্ত্তি।

[ডাঃ গুস্তাভ লে বঁ'র গ্রন্থ হইতে]

[পৃঃ ১২৩

প্রতিরূপ আছে ও অপরদিকে একটি অল্পবয়স্কা তরুণী অশোক-তরুর কাণ্ডদেশে হেলিয়া, বামহস্তে একটি পুষ্পিত প্রশাখা ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মথুরার শিল্পিগণ যে প্রকার নৃত্যনিরতা বিলাসিনীদিগের মূর্ত্তি বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরাদির চতুঃপার্শ্বে সংস্থাপন করিতে ভালবাসিত, এটি সে প্রকার নহে। রমণীর বামপদ পুষ্পিত তরুর কাণ্ডদেশ স্পর্শ করিয়া আছে। দীর্ঘ অপ্রশস্ত পত্রগুলি দেখিয়া বৃক্ষটি যে অশোক,-যে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। আচার্য্য শ্লোগেল বলিয়াছেন, অগ্নিমিত্র মালবিকাকে যে কি অবস্থায় দেখিয়া প্রণয়মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা ইহা হইতেই অনুমান করা যায়। সুন্দরী নারীর পদাঘাতে অশোক-তরুর পুষ্পোদ্গম কল্পনা ভারতীয় কবিসমাজে সুপরিচিত। ইংরাজ-কবি টেনিসন তাঁহার একটি কবিতায় নায়িকার পদক্ষেপণে 'ক্রোকাস' (crocus) পুষ্প বিকাশের উল্লেখ করিয়া এই শ্রেণীর কবিসময়প্রসিদ্ধির সমর্থন করিয়াছেন বটে; কিন্তু অশোক-জাতীয় তরুবিশেষে এই উপায়ে পুষ্পোৎপাদন বিষয়িণী কল্পনা কেবল এতদ্দেশীয় কাব্যেই নিরূঢ় (Convention) দেখিতে পাই। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে মালবিকা যখন রাজ্ঞীর আদেশে অশোককাণ্ডে বামপদ স্পর্শ করাইয়া অশোক-বৃক্ষের দোহদ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতেছিলেন, সেই সময়ে বিদূষকসহ অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাজা অগ্নিমিত্র তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিবার সুযোগ পান। মেঘদূতের (২৯) যক্ষও অশোক-

---

(২৯) একঃ সখ্যা স্তবসহ ময়া বামপাদাভিলাষী।
কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদনমদিরাম্ দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ॥
(উত্তরমেঘ, শ্লোক ১৭)।

তরুর স্থায় প্রিয়ার বামপদস্পর্শলাভের জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

ডাঃ লে বঁর গ্রন্থের চিত্রের সহিত মথুরার এ মূর্ত্তিটির প্রতিকৃতি মিলাইলে দেখা যায় যে, এই দুইটিতে বিশেষ কোনও প্রভেদ নাই (৩০)। কুম্ভকোণমের সমীপবর্ত্তী ত্রিভুবনম্ নামক দক্ষিণী মন্দিরে প্রস্তরক্ষোদিত দ্বারপালিকা-মূর্ত্তিতেও এইরূপ বৃক্ষকাণ্ডে পাদস্পর্শ করার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, দেখিতে পাই। ইউরোপে আচেন নগরের বিখ্যাত ধর্ম্মমন্দিরে রক্ষিত হস্তিদন্তপটে খোদিত একটি আলেখ্যেও এইরূপ তরু ও তরুণীর কবিত্বমধুর সমাবেশ দেখা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত ষ্ট্রিজিগউস্কি মহাশয় বলিয়াছেন যে, ভারতীয় ভাস্কর্য্যশিল্পের পূর্ব্বোক্ত আদর্শ ও মিশর দেশের সেকেন্দ্রিয়ার কপ্টিক শিল্পের বাঁধাছাঁচের এই অনুকৃতি একই মূল হইতে উদ্ভূত। সম্ভবতঃ ইহার প্রথম আবির্ভাব, সিরিয়া বা এসিয়া-মাইনর-প্রদেশে হইয়া থাকিবে (৩১)।

সিংহলের "নারীলতা" (৩২) ও মকর-মুখ হইতে বিনির্গত

রাজশেখরের প্রাকৃতনাট্য কর্পূর মঞ্জরীতেও কর্পূরমঞ্জরীর চরণাঘাতে অশোকতরুপুষ্পিত হইয়াছে। রঘুবংশের ইন্দুমতী-বিলাপেও কুমারসম্ভবের অকাল বসন্ত বর্ণনাতেও এই কাব্য-নিরূঢ়ির উল্লেখ আছে।

(৩০) শ্রীযুক্ত হেভেল প্রণীত Ideals of Indian Art গ্রন্থে (পৃঃ ১০১-১০২) বিলাতের 'ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট' চিত্রশালায় রক্ষিত এইরূপ একটি নমুনার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে।

(৩১) J. Strzygowski, quoted in Dr. G. N. Banerjee's Hellenism in Ancient India, p. 74.

(৩২) Nari-lata, fig. 27, Dr. Coomaraswamy's Mediaeval Sinhalese Art, p. 92.

(চিত্র ৪০)

ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত দর্পণধারিণী মূর্ত্তি ও মাতৃমূর্ত্তি

[কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত]

[পৃঃ ১২৮

বল্লরীসমূহে সমাবেষ্টিতা আধুনিক দক্ষিণী নারীমূর্ত্তি (৩৩) এই সুপরিচিত নক্সারই জাতিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে (৩৪)। ভারতীয় ললিতকলাতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আনন্দকুমারস্বামী-মহাশয় ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী ইউরোপীয় সভ্যতা এবং ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কারাদির একতা প্রসঙ্গে বঙ্গদেশীয় মনসা-মূর্ত্তির সহিত প্রাচীন গ্রীসীয় সর্পদেবীর মূর্ত্তির এবং ভূদেবীও পৃথ্বীস্থানীয়া গ্রীক "গেয়া" (Gaea) দেবীর সাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন (৩৫) যে, এসকল পুরাতন ছাঁচের মিল খুঁজিতে হইলে, সভ্যতার আদিযুগে অন্ততঃ ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যাইয়া পঁহুছিতে হয়। খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসরে যখন এই প্রকার আদর্শ, চীনদেশে প্রচারিত হওয়ার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়, সেই সময়েই উহা ভারতে আসা সম্ভব বলিয়া মনে হয়। এই সকল পরিকল্পনা উত্তরের পথে বাহ্‌ট্রিয়া হইয়া, ককেসসপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, কি পারস্যের পথে, পারস্য-উপসাগর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সম্ভবতঃ তখন ককেসসের পথদিয়া নির্ব্বিরোধে গমনাগমন করা চলিত। তাহা না হইলে চিত্র ও নক্সার একটি সুনির্দ্দিষ্ট

---

(৩৩) Girl with the creeper falling over her, Havell's Ideals of Indian Art, pl. XIII.

(৩৪) সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যে একটি ধাতুনির্ম্মিত বিটপ-সন্নিহিতা দেবীমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার পাদপীঠে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয় যে, ইহা কোথাও বিগ্রহ icon রূপে পূজিত হইত। এ দেবী যাহাই হউন, বা অপর কিছুই হউন, আসলে যে ইনি ভারতীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। Rupam, April, 1920 p. 3.

(৩৫) Ostasiatische Zeitschrift, Vol III, p. 387.

তত্ত্ব-জ্ঞাপক এতগুলি বাঁধা আদর্শ ভারতে আসিয়া পঁহুছিতে পারিত না। ললিতকলা বিষয়ক কতকগুলি আদিম আদর্শ ইজিয়ান-সাগরের উপকূল হইতেই আসুক, অথবা সিরিয়া হইতেই আসুক, এরূপ সাদৃশ্যে কোনও দেশের শিল্পধারার বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হইবার কথা নহে। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণগুলি অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে, ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত এই তরু ও তরুণীর পরিকল্পনাটি ভারতীয় বলিয়া ধরিয়া লওয়াই সমীচীন বোধ হইবে।

কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত, ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত, কয়েকটি স্ত্রীমূর্ত্তির মধ্যে দর্পণধারিণী একটি মূর্ত্তি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মথুরার পাথরের পিল্লায় খোদিত স্ত্রীমূর্ত্তিগুলির মধ্যে দর্পণধারিণী একটি নারীমূর্ত্তির চিত্র জেনেরাল ক্যানিংহাম কর্ত্তৃক ১৮৭১-৭২ সালের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে [ছয় (VI) সংখ্যক চিত্র দ্রষ্টব্য] (৩৬)। কিন্তু ইহার সহিত উড়িষ্যার মূর্ত্তিটির সেরূপ আকৃতিগত সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয় না। আত্মসৌন্দর্য্যমুগ্ধ এই রমণীমূর্ত্তির পরিকল্পনায় যে রসবত্তার ভাব (sense of humour) দৃষ্ট হয়, অন্যটিতে তাহা একেবারেই বিরল। উড়িষ্যার মন্দির-গাত্রে মনোবিমোহন ভঙ্গীতে যে সকল একক রমণীমূর্ত্তি দণ্ডায়মানা দেখা যায়, তাহার কোন কোনটির অনুরূপ স্ত্রীমূর্ত্তি মথুরা-ভাস্কর্য্যেও লক্ষিত হইয়া থাকে। (৩৭) বলা বাহুল্য, এ সাদৃশ্য সকল ক্ষেত্রে সেরূপ সুপরিস্ফুট নহে। কানিংহামের চিত্রনিহিত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটিতে অশ্লীলতার একটু আভাস মাত্র আছে (fig. C. Pl. VI.) কিন্তু কোনারকে

(৩৬) A. S. R. 1871-72 Vol. III, Pl. VI.

(৩৭) Ibid. Pl. VI, VII & XI.

(চিত্র ৪১)

মথুরা ভাস্কর্য্যের স্ত্রীমূর্ত্তি।
[কানিংহাম হইতে]

[পৃঃ ১২৮

(চিত্র ৪২)

মথুরাভাস্কর্য্যের কয়েকটি একক স্ত্রীমূর্ত্তি।
(দক্ষিণ পার্শ্বের শেষ মূর্ত্তিটি দর্পণধারিণী)
[কানিংহাম হইতে]

[পৃঃ ১৮২

এইরূপ যে একটু মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, তাহা একেবারেই বীভৎসতার প্রতিরূপ। দেশ কাল ও পাত্রভেদে যে ললিত কলার রাজ্যেও ভাববিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। ভারতীয় কলাপদ্ধতি ঠিক একই ভাবে প্রবাহিত হয় নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যে পরিলক্ষিত, নারীদেহে নিতম্বের পৃথুলতা ও বক্ষোদেশের পীবরতা, ভারতীয় শিল্পের বিশেষত্ব বলিয়াই পরিগণিত। মথুরায় প্রাপ্ত মূর্ত্তিনিচয়ে দেখা যায়, নিতম্বদেশ অনেক স্থলে কটির পরিমাপের আড়াই (২৷৷০) গুণের কম নহে (৩৮)। আমরা উড়িষ্যার মূর্ত্তিগুলির মাপ গ্রহণ করিতে পারি নাই; যতদূর স্মরণ হয়, তাহাতে রমণীমূর্ত্তিসমূহের দেহাংশ-বিশেষের এরূপ অনাবশ্যক নিবিড়তা কোথাও বিসদৃশ ভাবে চক্ষে পড়ে নাই।

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়-মহাশয় মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় সিংহ ও হস্তীর উপাখ্যান-বিষয়ক যে সুন্দর তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে যে 'উড়িষ্যার ১১শ ও ১২শ শতাব্দীর ব্রাহ্মণ্য মন্দিরের প্রসাধক অনেক নারীমূর্ত্তির আদর্শ ২য় ও ৩য় শতাব্দীর জৈন ও বৌদ্ধপ্রাকারের নক্সা হইতে গৃহীত—তাহারা যে সমজাতীয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই' (৩৯)। বিশেষজ্ঞের এ মত বিশেষ অনুধাবন যোগ্য সন্দেহ নাই; কিন্তু ভুবনেশ্বর ও মথুরার ভাস্কর্য্যে যে বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান, এ স্থলে তাহার উল্লেখ না করিলে প্রকৃত স্বরূপতা-টুকুও ভালরূপে

(৩৮) A. S. R, Vol. III. P. 31.

(৩৯) 'সিংহ ও হস্তীর উপাখ্যান' শীর্ষক মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ, প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩২৩, ও পৃঃ ৩২ কোনারকের কথার পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

বুঝা যাইবে না। মথুরার স্ত্রীমূর্ত্তি গুলি প্রায়শঃ গণমূর্ত্তির উপর দণ্ডায়মানা; তাই কেহ কেহ সেগুলিকে 'Energy acting on matter' অর্থাৎ জড়বস্তুর উপর শক্তির ক্রিয়াশীলতার নিদর্শনরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন (৪০)। কেহ কেহ আবার এই শ্রেণীর মূর্ত্তিগুলিকে 'মার' বা বৌদ্ধ শয়তানের সঙ্গিনীগণের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বিবেচনা করেন। উড়িষ্যার নর্ত্তকী-মূর্ত্তিগুলিকে কোনও গণমূর্ত্তি বা জীবমূর্ত্তির উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখি নাই; বরং ভারহুত বিষয়ক গ্রন্থে কানিংহাম যে কয়খানি চিত্র দিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই, "বটনমার" স্তম্ভগাত্রস্থ নর্ত্তকীমূর্ত্তি, উপবিষ্ট গণমূর্ত্তির বিবৃত করতলদ্বয়ের উপর নৃত্যের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে (Pl. XXI)। উক্ত গ্রন্থের ২৩শ সংখ্যক চিত্রে দেখিতে পাই (Plate XXIII) যক্ষিণী সুদর্শনা নৃত্যপরা রমণীর ন্যায় একটি গণদেহের উপর দণ্ডায়মানা। আবার স্ত্রী-দেবতা চুলকোক হস্তীর উপর ললিত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। এই সকল চিত্রের সহিত মথুরার পিল্লাগাত্রস্থ চিত্রগুলির যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ তাহা সহজেই বুঝা যায়। ডাঃ ফোগেল এ মূর্ত্তিগুলিকে যক্ষী বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে তৎসমর্থিত মূর্ত্তিপরিচয়ের সহিত নর্ত্তকীদিগের এরূপ কয়েকটি অশ্লীল ভঙ্গীর বিশেষ অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। যে স্থাপত্যকীর্ত্তির চতুর্দ্দিকে এ গুলি সন্নিবিষ্ট হইত, লোকের বিশ্বাস ছিল, তাহা ইহাদিগের দ্বারাই সুরক্ষিত হইবে। ভয় দেখাইয়াই হউক বা কামজনিত মোহ উৎপাদন করিয়াই হউক, যে কোনও উপায়ে বিরুদ্ধবাদী অনিষ্টকারীকে স্তম্ভিত করিতে পারিলেই

(৪০) Dr. Waddell's Upagupta in J. A. S. B. Vol LXVI, P. 79, foot-note,

(চিত্র ৪৩)
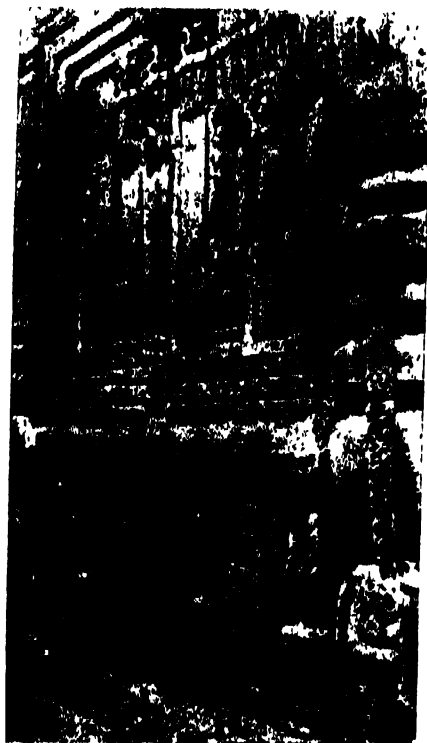
ভুবনেশ্বরের মন্দির গাত্রস্থ স্ত্রীমূর্ত্তি।
শিরোদেশেসংন্যস্তহস্তা দণ্ডায়মানা দক্ষিণপার্শ্বস্থ মূর্ত্তিটি
'আলসনাম্নিকা' শ্রেণীর অন্তর্গত।

[পৃঃ ১৩১

যক্ষিণীদিগের কার্য্য-সিদ্ধি হইবে, ইহাই বোধ হয়, তাৎকালিক জনগণের সাধারণ বিশ্বাস রূপে প্রচলিত ছিল। ডাঃ ফোগেল উল্লেখ করিয়াছেন, এই প্রকার রমণীমূর্ত্তি অস্ত্রধারণ করিয়াছে, এরূপও দেখা যায়। তাঁহার মতে হিন্দুমন্দিরে দ্বারপাল ও যবদ্বীপের মন্দিরে রাক্ষসমূর্ত্তিগুলি যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইত, এ গুলিও ঠিক সেই একই উদ্দেশ্যে স্তম্ভ বা শিল্পাগাত্রে স্থান অধিকার করিয়া আছে (৪১)। উড়িষ্যায় এক শ্রেণীর বিবৃতযৌবনা প্রগলভা স্ত্রীমূর্ত্তিকে স্থানীয় শিল্পিগণ 'অলস নায়িকা' নামে অভিহিত করিয়া থাকে (৪২)। দাঁড়াইবার ভঙ্গী সম্পূর্ণ না মিলিলেও পাদাদি-বিন্যাসে মথুরার দুই একটি নর্ত্তকীমূর্ত্তির সহিত ইহার কতক সাদৃশ্য দেখা যায়। ভারহুত স্তূপপ্রতিষ্ঠার কাল হইতে যে কলা-পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া মথুরায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, বহুশতাব্দী পরে ভুবনেশ্বর বা কোণার্কের মন্দিরগাত্রে কালবশে পরিবর্ত্তিত সেই সকল যক্ষীমূর্ত্তি—'অলস নায়িকা' প্রভৃতি আকারে যে পূর্ব্বকালের ন্যায় একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় নাই,—এ কথা সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার করা সহজ নহে। ভারতশিল্পের প্রাচীন আদর্শগুলি অনেক পরিমাণে অদ্যাবধি রক্ষিত হইয়াছে। উড়িষ্যা-মন্দিরের বহির্দ্দেশে খোদিত নাগমূর্ত্তির ন্যায় মথুরা-ভাস্কর্য্যেও পঞ্চ ও সপ্তফণাযুক্ত নাগমূর্ত্তি দেখা যায়; তবে উড়িয়া ভাস্কর আবর্ত্তিত-পুচ্ছ-নাগদেহ-তক্ষণে প্রসাধক কলার দিক দিয়া যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে তাহার নিজস্ব মৌলিকত্বটুকু যে

(৪১) Dr. Vogel's Catalogue of the Lucknow Museum.

(৪২) উৎকলীয় ভাস্করের এই পারিভাষিক শব্দটি শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি।

কম বিকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে। ভুবনেশ্বরের ভাস্কর্য্য-সমালোচনায় আমরা সাধারণতঃ উত্তরাপথের শিল্পধারাগত সাদৃশ্যেরই অনুসন্ধান করিয়া থাকি; কিন্তু তুলনাগত বিচারের উদ্দেশ্যে এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ ও পশ্চিমভারতীয় শিল্পকলায় এখনও ভালরূপ অনুশীলন হয় নাই। ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত যে যোদ্ধা ও তাহার প্রণয়িনীর ক্ষোদিত চিত্র রাজা রাজেন্দ্রলালের উড়িষ্যার পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে, ঠিক তাহারই অনুরূপ একটি চিত্র কার্লির সুবৃহৎ চৈত্যে দৃষ্ট হয় (৪৩)। কেবল পার্থক্যের মধ্যে এই যে, কার্লির যুগলমূর্ত্তির অবয়ব যেন কতকটা অধিক পুষ্ট এবং পুরুষমূর্ত্তিটির মস্তকাবরণ বিভিন্ন রকমের। কোনও কোনও পণ্ডিত কার্লির ক্ষোদিত চিত্রাবলীতে পার্সি-পলিসের প্রভাব সন্দেহ করিয়া থাকেন; কিন্তু এ শিল্পে গ্রীকপ্রভাব এ যাবৎ অনুমিত হয় নাই। সুতরাং এ পরিকল্পনা গ্রীক-প্রভাবশূন্য বলিয়াই ধরিয়া লইতে হয়। ডাঃ ফোগেল কানিং-হামের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন (৪৪) যে, বৌদ্ধ-শিল্পে মথুরার প্রভাব বিশেষ ভাবে প্রকট এবং মথুরায় নির্ম্মিত বৌদ্ধমূর্ত্তিসমূহ উত্তরভারতের বিভিন্ন স্থানে নীত হইত। শিল্পীর মারফতে ভারতের একপ্রদেশের শিল্পপদ্ধতির বাঁধাছাঁচগুলি যে অন্য প্রদেশে পঁহুছিত, এ অনুমান অসঙ্গত না হইলেও মথুরার মূর্ত্তি উত্তর হইতে ভারতের দক্ষিণপূর্ব্বাংশে, উৎকলপ্রদেশেও যে আমদানি হইত, তাহার কোনও সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। উড়িয়া স্থপতি স্বদেশীয় স্থাপত্য-প্রণালীর বৈশিষ্ট্যে যেরূপ নিজ প্রতিভার সম্যক বিকাশলাভে সমর্থ

(৪৩) Maindron, op. cit. Fig. 36, p. 128.

(৪৪) Catalogue of the Archæological Museun at Mathura, p. 28.

(চিত্র ৪৪)

লিঙ্গরাজ মন্দির গাত্রে অবস্থিত যোদ্ধা ও
তাহার প্রণয়িনীর মূর্ত্তি।

[রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থের ৫৮ নং চিত্র অবলম্বনে]

[পৃঃ ১৩২

(চিত্র ৪৫)

কার্লিগুহায় প্রাপ্ত যুগলমূর্ত্তি।

[মরিস্ ম্যাক্সঁর গ্রন্থ-নিহিত চিত্র হইতে]

[পৃঃ ১৩২

হইয়াছে, ভাস্কর্য্যেও তাহা অপেক্ষা কম পারদর্শিতা প্রদর্শন করে নাই। বঙ্গদেশে উড়িয়া স্থাপত্য-প্রথা বাঁকুড়া পর্য্যন্ত সংক্রমিত হইয়াছিল। ১৬২২-২৩ খৃঃ অব্দে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ প্রতিষ্ঠিত মল্লেশ্বর মন্দির আজিও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে (৪৫)। বঙ্গদেশের ভাস্কর্য্য-নিদর্শনের সহিত উড়িষ্যার ক্ষোদিত চিত্রগুলির এখনও তুলনাগত আলোচনা হয় নাই, হইলে ধীমান বীতপালের দেশবাসীর নিকট উড়িয়া ভাস্করের মস্তক অবনত হইবার বিশেষ কোনও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, বলিয়াই বিশ্বাস জন্মে।

আমরা উৎকল-ভাস্কর্য্যের আলোচনা করিতে গিয়া মূর্ত্তি ও ক্ষোদিত চিত্র প্রভৃতিরই উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু স্থাপত্য-অলঙ্কার-রূপে ব্যবহৃত যে অপূর্ব্ব কারুকার্য্য ও কলাকৌশল কুড্যস্তম্ভগাত্রে মাল্যাকৃতি ডালিতে এবং 'ফুললতা', 'নটীলতা', 'পত্রলতা' প্রভৃতি লতার আবর্ত্তনে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে অভিজ্ঞ সমালোচকের মতে চারুশিল্পের এ শাখায় গ্রীক-শিল্পী অপেক্ষা উড়িয়া কারুকরেরই কৃতিত্ব সমধিক-ভাবে প্রকট হইয়াছে (৪৬)। যাঁহারা প্রস্তরমূর্ত্তির নির্ম্মাণ-ব্যাপারে গ্রীক আদর্শের প্রভাব স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, তাঁহারাও এই প্রসাধক কলা-কৌশলের মৌলিকতা যে ভারতীয় ভাস্করের নিজস্ব, তাহা অসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ সার্ জন্ মার্শাল মহোদয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যবোধ ও শোভা-সম্পাদন-কুশলতা ভারতীয় শিল্পে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যমান, তাহা উত্তরাধিকার-

---

(৪৫) J. A. S. B. 1909 (N. S.) p. 146.

(৪৬) M. Ganguly's Orissa and her remains, pp. 191-193.

সূত্রে প্রাপ্ত, বিদেশীয়ের নিকট ঋণস্বরূপ গৃহীত নহে (৪৭)। বুদ্ধগয়ার ভাস্কর্য্যে 'কীর্ত্তিমুখ', এবং 'বড়ঝাঁজি নামক জলজ উদ্ভিদের অনুকরণে উদ্ভাবিত স্থাপত্য-অলঙ্কারের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া, ভরসা করি, কেহ উৎকল-শিল্পের মৌলিক পরিকল্পনাগুলির সৌন্দর্য্যের কথা বিস্মৃত হইবেন না। ভুবনেশ্বর-স্থাপত্যে বিচিত্র কারুকার্য্যের দৃষ্টান্ত মুক্তেশ্বর মন্দিরের জালিকাটা জানালার চারি পাশেও বড় কম দেখা যায় না। ইহার মধ্যে 'হনুমন্ত'লতার চিত্রটিই সর্ব্বাগ্রে চক্ষে পড়িয়া যায়। পূর্ব্বেই 'ভুবনেশ্বর'-প্রসঙ্গে লিঙ্গরাজ-মন্দিরের ভাস্কর্য্যের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে; সুতরাং এ উপলক্ষে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মুক্তেশ্বর-মন্দিরের কারুকার্য্য-বহুল পীঠ, ভূমি, উদ্গতস্তম্ভ প্রভৃতি লক্ষ্য করিলেই, এ দেউল যে ওড্রস্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-নিদর্শনের মধ্যমণি-স্বরূপ, এ উক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়।

বাঙ্গালী চারুশিল্পের উদ্বোধন প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে; কিন্তু শুদ্ধান্তের নিভৃত অন্তরালে বাঙ্গালী বধূরা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানোপলক্ষে এখনও যে সকল আলিম্পন অঙ্কিত করেন, তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত লতামণ্ডনাদির যেন জ্ঞাতিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। কলিকাতায় চিৎপুর রোডে পাথুরিয়াঘাটার সন্নিকটে এখনও কয়েকজন ভাস্কর বঙ্গদেশে প্রচলিত দুই চারি প্রকার বিগ্রহ পাথর খুদিয়া তৈয়ার করিতে পারে শুনিয়াছি। কলিকাতার বাহিরে, সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে এক কাটোয়া ও তৎসন্নিহিত ডাঁইহাটে সামান্য রকম প্রস্তর-নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া থাকে (৪৮); কিন্তু উড়িষ্যার

(৪৭) Guide to Sanchi, p. 12.

(৪৮) Havell's Monograph on Stonecarving in Bengal, p. 16.

(চিত্র ৪৬)

লিঙ্গরাজ মন্দিরের শিখরগাত্রস্থ লতা আবর্ত্তনের মধ্যে জান্তব চিত্রাদি।

[রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের চিত্র হইতে]

[পৃঃ ১৩৩

(চিত্র ৪৭)

লিঙ্গরাজ মন্দিরের জগমোহনের উদ্গত স্তম্ভ (কুড্য স্তম্ভ)
গাত্রস্থ লতা আবর্ত্তন।

[রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের চিত্র হইতে]

[পৃঃ ১৩৩

ভাস্করেরা এখনও তাহাদের বংশপরম্পরাগত দক্ষতা অনেকাংশে অবিকৃত ভাবে রক্ষা করিতেছে।

ভুবনেশ্বরে যে সকল উড়িয়া শিল্পী রাজারাণী, মুক্তেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, ভাস্করেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, পরশুরামেশ্বর প্রভৃতি মন্দির মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা অনেক ক্ষেত্রেই ভাঙ্গা "মূরত"গুলির স্থানে নিজেদের নির্ম্মিত সেই প্রকার মূর্ত্তি বসাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। কোণার্কমন্দির সংস্কারেও ইহারা যথেষ্ট কার্য্যতৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছে। শ্রীযুক্ত সার্ জন মার্শাল মহোদয় এই উপলক্ষে ভুবনেশ্বরের জনৈক আধুনিক শিল্পীর রচিত কারুকার্য্যের উল্লেখ করিয়া তাঁহার ১৯০২-৩ সালের রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন (পৃঃ ৪৬), "প্রাচীন আদর্শের তুলনায় এ ব্যক্তির কার্য্য বড় অধিক অপকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না, কেবল মনুষ্য-মূর্ত্তি ও জান্তবমূর্ত্তি-সমূহে কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য্যের অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।" ভারতে আধুনিক শিল্পীদিগের মধ্যে, রাজপুতানা ও পাঞ্জাবে বালিয়া-পাথরের উপর স্থাপত্য-অলঙ্কার-হিসাবে নানারূপ নক্সা কাটা হইয়া থাকে; কিন্তু উচ্চাবচ তক্ষণের গুণে, আলো ও ছায়ার সমাবেশে, যে সৌন্দর্য্যের উদ্ভব হয়, উড়িয়াদিগের ন্যায় উত্তরাপথের ভাস্করেরা এ বিদ্যায় সেরূপ পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে নাই। শ্রীযুক্ত হেভেল লিখিয়াছেন গত পনর-বিশ বৎসরের মধ্যে চিন্তামণি মহাপাত্র, মহাদেব মহারাণা, কপিল মহাপাত্র প্রভৃতি কয়েকজন ভাস্কর কয়েকটি সুন্দর সুন্দর পাথরে খোদাই করা দরওয়াজা (doorway) প্রস্তুত করিয়াছে। পুরী-তীর্থের "এমার মঠ" নামক বৈষ্ণব আশ্রমের প্রবেশ-দ্বারগুলি ইউরোপের মধ্যযুগের গথিক ধর্ম্ম-মন্দিরের ভাস্কর্য্যের সহিত অনায়াসেই

তুলিত হইতে পারে (৪৯)। মাত্র পঞ্চাশ মুদ্রা ব্যয়ে যেরূপ সুন্দর প্রস্তরখোদিত স্তম্ভ উড়িয়া কারিকরগণ তৈয়ার করিয়া থাকে, তাহার উচ্চ অঙ্গের কারুকার্য্য দেখিলে বাস্তবিকই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় (৫০)। নরম পাথর 'সোপ ষ্টোনে' প্রস্তুত স্বল্প মূল্যের মূর্ত্তিগুলির মধ্যেও কয়েকটি নমুনা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা এরূপ মূর্ত্তি শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ দুই একটি বিপণিতে বিক্রীত হইতে দেখিয়াছি। শ্রীযুক্ত হেভেল এইরূপ একটি খেলানায় শ্রীকৃষ্ণ, গোপিকাবৃন্দ ও ধেনু প্রভৃতির মূর্ত্তিসমূহের বিন্যাস-পরিপাট্য ও খোদাইয়ের নৈপুণ্য দেখিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

ললিত-কলার অন্যান্য শাখায়ও উড়িয়াদিগের পারদর্শিতা বড় কম ছিল বলিয়া বোধ হয় না। হস্তলিখিত পুঁথি প্রভৃতির চিত্রণে উৎকল-শিল্পী বেশ অভ্যস্ত ছিল বলিয়াই মনে হয়। স্বর্গীয় হাণ্টার মহোদয়ের উড়িষ্যা-বিষয়ক গ্রন্থে উড়িয়া পুঁথি হইতে গৃহীত একখানি চিত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে (৫১)। সম্প্রতি বিহার ও উড়িষ্যার প্রত্ন-তত্ত্বানুসন্ধান-বিষয়ক সমিতির মুখপত্রে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উড়িষ্যা-দেশীয় এক অভিনব শিল্প-নিদর্শনের যে চিত্তাকর্ষক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন (৫২), তাহা হইতে এতদ্দেশীয় ব্যবহারিক জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যাদি অবগত হওয়া যায়।

(৪৯) Stonecarving in Bengal. p. 5.
(৫০) Ibid, plate iv.
(৫১) Hunter's Orissa, Vol. I, p. 167.
(৫২) J. B. O. R. S. Vol. V, Pt. III, p. 325.

(চিত্র ৪৮)

বড় দেউলের ক্ষোদিত পাদপীঠ।

[রাজা রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থ হইতে]

[পৃঃ ১৩৩

(চিত্র ৪৯)
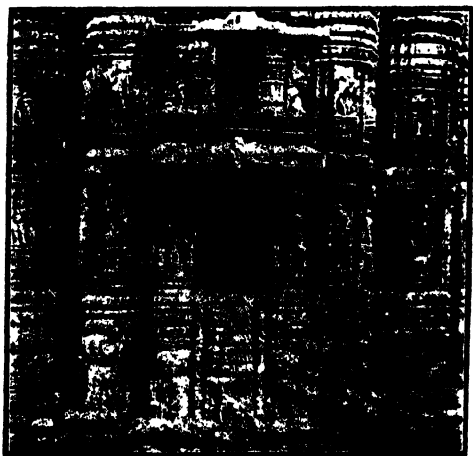
রাজা-রাণী মন্দিরের বহির্গাত্রে বরবর্ণিনীগণের ক্ষোদিত মূর্ত্তি।

[পৃঃ ১৩৫

উক্ত বিবরণীতে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়াছেন যে 'কোক্কা' নামক ললিতকলা-বিষয়ক জাপানী পত্রিকার ১১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 'চাইনিজ কেলিকো' নামে অভিহিত ৬ সংখ্যক চিত্রটি চীনা কেলিকো ছিটের সহিত একবারেই সম্পর্ক-শূন্য; বস্তুতঃ উহা যে ভারতীয় এবং সম্ভবতঃ উড়িষ্যাদেশেই নির্ম্মিত, তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। ছিটের চিত্রে যে সকল স্ত্রীমূর্ত্তি দেখা যায়, পুরাতন উড়িয়া চিত্র নিহিত রমণীগণের সহিত সে গুলির সুস্পষ্ট সাদৃশ্য আছে (৫৩)। ছিটের উপরিভাগস্থ মন্দির-শ্রেণীর নক্সায় যে সকল 'শিখর' ও 'বিমান' প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতেও উড়িয়া স্থাপত্যের লক্ষণাদি বিশেষভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। চিত্রস্থ একটি 'কীর্ত্তিমুখ' অলঙ্কারের উপরিভাগে যে প্রকার ত্রিপত্র (trefoil arch) মন্দিরচূড়া দেখিতে পাই, তাহাও উড়িষ্যার দেউলসমূহের ন্যায় উত্তরাপথের স্থাপত্য-প্রথানুযায়ী চিত্রে অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত বৃক্ষগুলি নারিকেল ও খর্জ্জুর জাতীয় উড়িষ্যার বাণপুর অঞ্চলে এ সকল বৃক্ষ যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে। অধিকন্তু নক্সার উপরিভাগে, মন্দিরচূড়া-সান্নিধ্যে, বানরাদি সন্নিবিষ্ট এবং বৃক্ষশাখায়, উপবিষ্ট কলাপিসমূহ অঙ্কিত। এই সকল কারণে এই সুন্দর বস্ত্রখণ্ড যে ভারতে প্রস্তুত তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। চিত্রের অন্তর্গত জটাজূটধারী দুইটী সাধুমূর্ত্তির ললাটে বৈষ্ণবদিগের ন্যায় তিলকচিহ্নও লক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া দেবমূর্ত্তির মধ্যে 'গণপতি' মধ্যস্থলেই বিরাজিত এবং উপরের সারির চতুর্থমূর্ত্তিটি কিন্নরাকৃতি। গণেশ, দাক্ষিণাত্যে, বিশেষতঃ ত্রিবাঙ্কুরে পরমাত্মা-

(৫৩) Ibid, Plate I.

ভাবে শিব ও হরি অপেক্ষা অধিক বরেণ্য (৫৪) হইলেও উড়িষ্যাতেও অপরিচিত নহেন। জগন্নাথদেবের মন্দির-প্রাঙ্গনে অবস্থিত গণেশমূর্ত্তি যে অদ্যাবধি পূজিত হইয়া থাকে এবং গণেশের দুইটি বিভিন্ন মন্দিরই যে তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা শ্রীমন্দির-পরিক্রমা অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। 'গণপতি' বৌদ্ধ মহাযান মতাবলম্বী-দিগের দেবতা বলিয়া পরিগণিত বটে এবং চীনদেশে গণেশাকৃতি মূর্ত্তি অপরিজ্ঞাত না হইলেও (৫৫) পূর্ব্বোল্লিখিত চিত্রের নরনারী-দিগের আকৃতি-প্রকৃতি, পোষাক-পরিচ্ছদ সমস্তই যে ভারতীয়, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কেবল একটি আপত্তি এই যে, পুরুষমূর্ত্তিগুলির পোষাক উড়িয়া ধরণের নহে, দেখিলে উচ্চবংশীয় বা রাজকুলোদ্ভূত দক্ষিণী বা মহারাষ্ট্রীয় বলিয়া মনে হয়। উড়িষ্যার গঙ্গারাজগণ দক্ষিণী চোলবংশ হইতে উদ্ভূত; পরিচ্ছদে দক্ষিণী-প্রভাব এ কারণেও যে না হইতে পারে, তাহা নহে। মহারাষ্ট্রগণও উড়িষ্যাদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। এই ছিটখণ্ডটি তাঁহাদের রাজত্বকালেই নির্ম্মিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমিত হইলে, মহারাষ্ট্রীয় পরিচ্ছদের সাদৃশ্য চিত্রে অনুকৃত হওয়া অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে না। প্রাচীন কলিঙ্গ হইতে এইরূপ বস্ত্রনির্ম্মাণ-প্রথা যে দক্ষিণভারতে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করিবার প্রধান কারণ এই যে, প্রাচীন 'তামিল' ভাষায় 'কলিঙ্গ' শব্দ এই-

---

(৫৪) উপাসনা, আশ্বিন ১৩২৩, পৃঃ ৩৬১।

(৫৫) শ্রীযুক্ত এডুয়ার্ড শাভান (Edouard Chavannes) রচিত Ars Asiatica গ্রন্থের ৩৬শ চিত্রে (Planche XXXVI, Tome II) একটি গণেশ-সদৃশ মূর্ত্তি (Genie des Elephants) নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা মহাযানপন্থীদিগের বিনায়ক দেবতারূপে পরিগণিত।

(চিত্র ৫০)
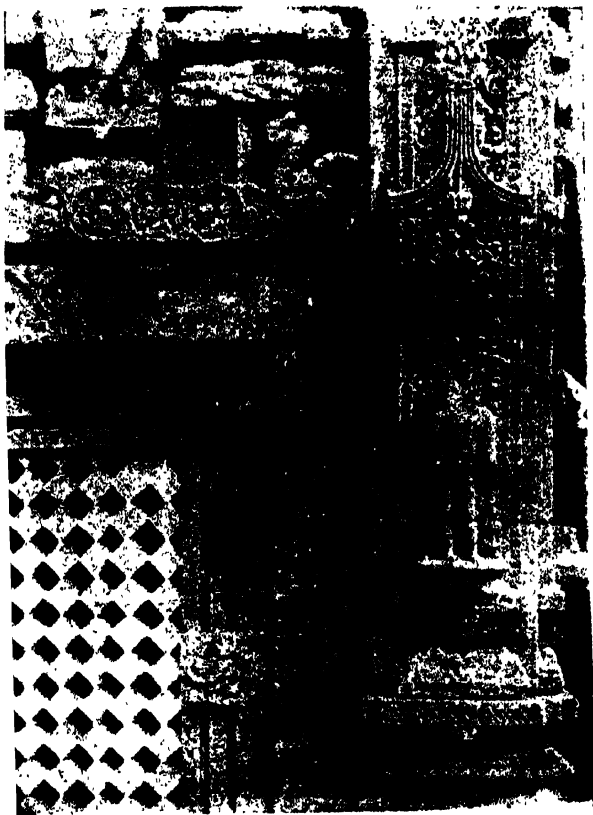
মুক্তেশ্বর মন্দিরের জগমোহনের দক্ষিণাংশে জালিকাটা জানালা ও লতামণ্ডন প্রভৃতি কারুকার্য্য।

[শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে]

[পৃঃ ১৩৫

প্রকার বস্ত্রবাচক অর্থেই ব্যবহৃত হইত এবং কথিত আছে যে, উড়িষ্যার সূক্ষ্ম মসলিন ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজার নিকট উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরিত হইত। শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে এই তথাকথিত চীনাবস্ত্রখণ্ডটি গঙ্গরাজবংশের রাজত্বকালে ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল (৫৬)। ইহা দক্ষিণদেশের মসুলিপট্টনেরই হউক বা উৎকলেরই হউক ইহাতে ললিত-কলা সম্পর্কীয় নক্সায় মন্দির-স্থাপত্যের যে সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা বিশেষ কৌতূহলকর সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন যে, আধুনিক ভুবনেশ্বরই প্রাচীনকালের কলিঙ্গনগরী। উৎকলে এখন তাদৃশ চারুচিত্রিত বস্ত্রাদি নির্ম্মিত হয় না বটে কিন্তু অন্যবিধ শিল্পকলার অনুশীলন অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উড়িষ্যার চিত্রকরগণ এখনও বৈচিত্র্যময় শোভন-সুন্দর চিত্রাঙ্কনে ও ভাস্করগণ নানাপ্রকার সুগঠিত দারুমূর্ত্তি ও প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণে যথেষ্ট কলাকুশলতা দেখাইয়া থাকেন। ১৯২০ সালের প্রাচ্যশিল্প প্রদর্শনীতে যে ২২৩ নং চিত্রখানি (৫৭) আধুনিক উৎকল চিত্রকরের অঙ্কিত পতাকা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে তাহার সহিত 'তংকা' বা তিব্বতীয় চিত্রিত পতাকার কথঞ্চিৎ বহিঃসাদৃশ্য প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ উহা পুরুষোত্তমের শ্রীমন্দির-পরিক্রমার ধাঁধাছাঁচের অনুযায়ী একটি আলেখ্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এই চিত্রখানির পরিপ্রেক্ষণা ও আপেক্ষিক পরিমাপ বিষয়ক বহু ত্রুটি লক্ষিত হইবে

---

(৫৬) Ibid, p. 330.

(৫৭) Catalogue of the Exhibition of Oriental Art, 1920. No. 223, p. 27.

বটে, কিন্তু এই কল্পনা-বিজ্ঞত বাঁধাছাঁচের (conventional) চিত্রে যে অঙ্কন-পারিপাট্য ও বর্ণসম্পাতের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে তিব্বতীয় ও উৎকলীয় শিল্পধারা ভারতীয় চিত্রকলায় কোন একটি বিশিষ্ট আদিম উৎস হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে যেন একই প্রকার ছন্দের (rhythm) সন্ধান পাওয়া যায়। গৌড়ীয় শিল্পধারা হইতে সে উৎস কত দূরে বা কত নিকটে অবস্থিত তাহার এখনও নিরাকরণ হয় নাই।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সংগ্রহশালায় আধুনিক উড়িয়া ভাস্কর রচিত যে দেবদাসীর দারুময়ী মূর্ত্তি রক্ষিত আছে বিদেশীয় শিল্পরসজ্ঞেরাও তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। পুরাণকার একাম্রকাননবাসিনী 'ক্ষীণকটি তনুমধ্যা', 'কর্ণাভরণ-ভূষিতা', 'হারালঙ্কৃতগ্রীবা', 'পীনোন্নতকুচা', 'স্থিরালকা', 'সুকপোলা', 'চারুজঘনা', 'কর্ণান্তায়তলোচনা', 'সুকেশী', 'হংসবারণগামিনী', 'মদালসা', 'সুশ্রোণি', 'প্রহসিতাননা', 'ঈষদ্বিস্পষ্টদশনা', 'সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্না', 'সর্ব্বালঙ্কারমণ্ডিতা', বরবর্ণিনীগণের যে বর্ণনা (৫৭) করিয়াছেন, তাহাদেরই সেই ভুবনমোহনরূপ উৎকল ভাস্করগণ চিৎপটে আলিখিত করিয়া, সেই কল্পমাধুর্য্য ও মানস সৌন্দর্য্যকে কলাকুশল করে কঠোর পাষাণে বিকসিত, সঞ্জীবিত, ও মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

(৫৭) ব্রহ্মপুরাণ, ৪১ অধ্যায়, বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ২০৭-২০৮।

"স্ত্রিয় প্রমুদিতাস্তত্র দৃশ্যন্তে তনুমধ্যমাঃ।
হারৈরলঙ্কৃতগ্রীবাঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণাঃ ॥ ২০

(চিত্র ৫১)
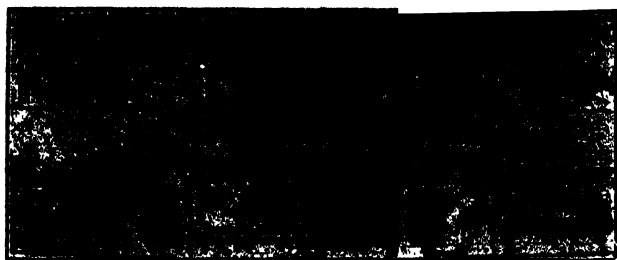
চিত্রিত উড়িয়া পুঁথির প্রতিলিপি।

[হাণ্টার হইতে]

[পৃঃ ১৩৬

তাঁহাদের পরিকল্পিত কারুকৌশল ও লাবণ্য-যোজনা বংশ-পরম্পরাক্রমে সংক্রামিত হইয়া আসিতেছে। কে আজ সেই অনাদৃত বিলয়োন্মুখ শিল্পধারাকে উৎসাহে সঞ্জীবিত করিয়া উৎকল কলা-লক্ষ্মীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবে ?

পীনোন্নতকুচাঃ শ্যামাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ।
স্থিরালকাঃ সুকপোলাঃ কাঞ্চীনূপুরনাদিতাঃ॥
সুকেশ্যশ্চারুজঘনাঃ কর্ণান্তায়তলোচনাঃ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ॥ ২২
দিব্যবস্ত্রধরাঃ শুভ্রাঃ কাশ্চিৎ কাঞ্চনসন্নিভাঃ।
হংসবারণগামিন্যঃ কুচভারাবনামিতাঃ॥ ২৩
দিব্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গাঃ কর্ণাভরণভূষিতাঃ।
মদালসাশ্চ সুশ্রোণ্যো নিত্যং প্রহসিতাননাঃ॥
ঈষদ্বিম্পষ্টদশনা বিম্বোষ্ঠা মধুরস্বরাঃ।
তাম্বূলরঞ্জিতমুখা বিদগ্ধাঃ প্রিয়দর্শনাঃ॥ ২৫
সুভগাঃ প্রিয়বাদিন্যো নিত্যং যৌবনগর্ব্বিতাঃ।
দিব্যবস্ত্রধরাঃ সর্ব্বাঃ সদা চারিত্রমণ্ডিতাঃ॥"

পরিশিষ্ট।

উৎকলের কেশরী বংশ।

পৃঃ ৪২, ভুবনেশ্বরের কথা।

ডাঃ ফ্লিট 'কটকের সোমবংশীয় রাজগণ' নামক প্রবন্ধে 'যযাতি' মহাশিবগুপ্ত এবং 'জন্মেজয়' মহাভবগুপ্তের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতেও কোশলের সোমবংশীয় রাজগণই মাদলা পঞ্জীতে কেশরীবংশীয় নৃপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহার অনুমান মতে দুইটী বিভিন্ন বংশোদ্ভব রাজাদিগের নামোপাধির সাদৃশ্য হেতু নানাপ্রকার গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। দক্ষিণদেশীয় রাজাদিগের ক্ষোদিত লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে খৃঃ নবম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় তিন শত বৎসর কাল চোল রাজগণ বিভিন্ন সময়ে উড়িষ্যা দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে অস্থায়ী ভাবে উহা তাঁহাদিগের অধিকারে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজা জন্মেজয়, তৎপুত্র যযাতি এবং তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধরগণ এই যুগেই উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চোলরাজাদিগের প্রত্যেকেই কেশরী উপাধি ধারণ করিতেন এবং "রামচরিতে" উল্লিখিত কর্ণকেশরী সম্ভবতঃ উৎকলের উত্তরাংশে চোলরাজাদিগের অধীনে শাসনকর্ত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দক্ষিণ ভারতীয় লেখমালা হইতে জানা গিয়াছে যে রাজা কেশরী বর্ম্মণ নামধের দ্বিতীয় রাজেন্দ্র চোল ১০৭০ খৃঃ অব্দে 'কুলোত্তুঙ্গ চোল দেব' এই উপাধি ধারণ করিয়া চোলবংশীয় নরপতি পর-

কেশরী বর্ম্মণকে পরাজিত করিয়া চোলরাজ-লক্ষ্মীকে নিজ অঙ্কগত করিয়াছিলেন। ইনি সমগ্র ত্রিকলিঙ্গ প্রদেশে যুদ্ধাভিযান প্রেরণ করিয়া, অন্ততঃ নামতঃ, উড়িষ্যা ও কলিঙ্গের অধীশ্বররূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। চোড়গঙ্গ যখন উড়িষ্যা আক্রমণ করেন তখন জন্মেজয়ের কোন ও বংশধর উড়িষ্যার রাজপদে সমাসীন ছিলেন এই-রূপই অনুমিত হইয়াছে। সোমবংশের শেষ প্রতিনিধি উদ্যোত কেশরী যে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত ভুবনেশ্বরে নিজ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অনুমান মতে মাদলা পঞ্জী খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণের পূর্ব্ববর্ত্তী উড়িষ্যাধিপ সমূহের ইতিহাস ইহাতে যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। যযাতির বংশধর দিগের মধ্যে কেবল উদ্যোতই কেশরী উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। কুলোত্তুঙ্গ চোলদেব কর্ত্তৃক কেশরী উপাধিধারী চোলরাজদিগের পরাভব এবং চোড়গঙ্গ কর্ত্তৃক উড়িষ্যা-বিজয়-কালে শেষ সোমবংশীয় নৃপতি উদ্যোতের পরাজয়, সম্ভবতঃ অতীত কালের এই বিভিন্ন ঘটনাবলী, লোকের স্মরণ-বাহিনীতে সংমিশ্রিত হইয়া বহু ভ্রম প্রমাদের সৃষ্টি করিয়াছে এবং মাদলাপঞ্জীকার এই হেতুই অবাধ কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া তথাকথিত কেশরী রাজাদিগের কতকগুলি অলীক নাম বংশাবলীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন (১)। চীনদেশীয় ইতিবৃত্তে যে উৎকলরাজ শুভকর কেশরীর নাম পাওয়া যায়, তিনি এবং নেউলপুর তাম্রলিপিতে উল্লিখিত (২) শুভকর

(১) B. C. Mazumdar's "A brief historical sketch of Orissa" J. B. O. R. S. 1920. Vol VI, Pt III, pp. 358-59.

(২) Epi. Indic. Vol. XV. p. 2.

নামক নৃপতি অভিন্ন হওয়া অসম্ভব নহে সুতরাং করবংশীয় বা 'কর' শব্দান্ত নাম বিশিষ্ট কোন কোনও নৃপতি যে আনুমানিক খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে কেশরী উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন এ অনুমান সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়।

ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত নূতন শিলালিপি।

পৃঃ ৪৫, ভুবনেশ্বরের কথা।

সম্প্রতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার ভুবনেশ্বরে নরসিংহদেবের একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই প্রস্তরখণ্ডের ঊর্দ্ধ-ভাগে একটি ক্ষুদ্র গণেশমূর্ত্তি এবং তাহার দুই পার্শ্বে তামিল ও প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে সমগ্র লিপিখানি উৎকীর্ণ। এখনও লিপিখানির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় নাই। ইহাতে ১১৭৪ সম্বতে কিঞ্চিৎ ভূমিদানের উল্লেখ আছে এবং উপসংহারে চোড়, কাঞ্চী ও পাণ্ডীদেশের উল্লেখ আছে। কিন্তু লিপিখানির ভাষা অতি দুর্ব্বোধ্য হওয়ায় ইহার সঠিক তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারা যায় নাই (১)। শুনিয়াছি এই লিপি কেদার-গৌরীর সান্নিধ্যে মৃত্তিকা খননকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

নেপালের গণেশমন্দির।

পৃঃ ৬৫, ভুবনেশ্বরের কথা।

...আমরা গণেশমূর্ত্তি উপাসনার প্রাচীনত্ব প্রসঙ্গে ওল্ডফিল্ডের নেপালগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত, সম্রাট অশোকের

(১) শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার মহাশয় এই লিপির প্রতিকৃতি ও ছাপ ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার না হওয়ায় এখনও লিপিখানির ছাপ প্রকাশিত হয় নাই। তিনি এই লিপির সম্বন্ধে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীতে যে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন আশা করি তাহা শীঘ্রই সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

কন্যা চারুমতী কর্ত্তৃক খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে নির্ম্মিত গণেশমন্দির প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিয়াছি। আচার্য্য সিলভ্যাঁ লেভীর নেপাল গ্রন্থে (Le Nepal, Tome 2, p. 83) একথার কোনও উল্লেখ নাই। ইহাতে মনে হয় তিনি এ প্রবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। আচার্য্য লেভী লিখিয়াছেন যে অশোক নেপালে কতকগুলি স্মারক স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং দেবপাল নামক ক্ষত্রিয়ের সহিত তাঁহার কন্যা চারুমতীর পরিণয় সম্পাদন করাইয়াছিলেন। এই দেবপালই 'দেওপট্টন' নামক নগর প্রতিষ্ঠা করেন। বৃদ্ধবয়সে দেবপাল ও চারুমতী উভয়ে দুইটি বিভিন্ন বিহার অথবা মঠ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই কর্ম্ম-নিরতভাবে জীবনের অবশিষ্টাংশ যাপন করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন কিন্তু কেবল চারুমতীই তাঁহার এ বাসনা কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

লিঙ্গরাজমন্দির ও শ্রীযুক্ত হেভেলের মতবাদ।

পৃঃ ৪০, ভুবনেশ্বরের কথা।

শ্রীযুক্ত ই, বি, হেভেল তাঁহার নবপ্রকাশিত গ্রন্থে (A Hand book of Indian Art) লিঙ্গরাজ মন্দিরের শিখরের শিল্প গৌরব, সুরুচিসঙ্গত বহিঃসৌষ্ঠব (purity of outline) ও অনাড়ম্বর কারুকার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত অন্যান্য মন্দিরগুলি কতকটা বিশৃঙ্খল ভাবে সংস্থিত থাকায় মূল মন্দিরের বিশেষ সৌন্দর্য্যহানি ঘটিয়াছে (১)। তিনি 'মন্দিরটি সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল' এই জনপ্রবাদ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে বহুমন্দিরসমাকীর্ণ দেবক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে ভুবনেশ্বরের

(১) A handbook of Indian Art. p. 55. et sqq.

অবস্থান হইতে ইহাই যে প্রাচীনতম দেউল এ অনুমান সম্ভব বলিয়াই মনে হয়। খৃঃ সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে উড়িষ্যায় যে রাজবংশ রাজত্ব করিতেন সার্ এডোয়ার্ড গেইট মহোদয় তাহাদিগকে 'কর'বংশীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (২)। তাম্রপট্টে ও শিলালিপিতে ইঁহাদিগের নাম পাওয়া গিয়াছে। উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি গুহার লিপিসমূহের অনুশীলনকালে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বা নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে ক্ষোদিত একখানি লিপিতে প্রাপ্ত, শান্তিকর নামক উৎকলরাজের নামোল্লেখ করিয়াছেন (৩)। 'কর' শব্দান্ত নাম বিশিষ্ট অপর কয়েকটি নরপতির উল্লেখ কটকের কোনও জমিদারের গৃহে সংরক্ষিত একখানি তাম্র লিপিতে পাওয়া গিয়াছে। খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে উড়িষ্যার নরপতি যে বৌদ্ধ মহাযান মতাবলম্বী ছিলেন তাহা চীনদেশীয়দিগের লিখিত বিবরণ হইতে জানাগিয়াছে। এ সম্বন্ধে বুনিয়া নাঞ্জিয়োর পুস্তক তালিকাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ (৪)। রাজা শুভকর কেশরী স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী না হইলে চীন সম্রাটের নিকট খৃঃ ৭৯৫ অব্দে 'বুদ্ধাবতংসক সূত্র' নামক মহাযান ধর্ম্মগ্রন্থ প্রেরণ করিতেন না (৫)। বন্ধুবর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্বোক্ত তাম্রলিপির যে পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে ক্ষেমঙ্কর দেব, শিবকর দেব, শুভকর দেব (৬) এই তিনটী রাজার নাম উল্লিখিত

(২) J. B. O. R. S. Vol. VI, pt. IV, 1920, p. 463.
(৩) Ep. Indic. Vol XIII, no. 13, p. 167.
(৪) ভুবনেশ্বরের কথা, পৃঃ ৪২।
(৫) J. B. O. R. S. 1919, p. 325.
(৬) Epi. Indic. Vol. XV, pp. 1, 2, 5.

আছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে এই নেউলপুর তাম্রশাসন-খানি খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ। 'কর' শব্দান্ত রাজগণ যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন তাহাও উক্ত লিপি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। শুভকর দেব ও শুভকর কেশরী অভিন্ন কিনা তাহা স্থির করিয়া বলা কঠিন কিন্তু উভয়েই যে বৌদ্ধ ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ইঁহারা উভয়েই খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। বৌদ্ধরাজা এরূপ বিশাল হিন্দুমন্দির অজস্র অর্থব্যয় করিয়া নির্ম্মাণ করিবেন ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগের সমর্থিত জনপ্রবাদ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করার যথেষ্ঠ অন্তরায় আছে। 'কর' নামধেয় বৌদ্ধরাজাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন হিন্দু নরপতির অস্তিত্ব প্রমাণিত না হইলে, ইহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হয় যে, হয় মন্দির নির্ম্মাণের ব্যয় রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হয় নাই, নতুবা ইহা বৌদ্ধদিগেরই উপাসনার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল পরে হিন্দুমন্দিরে রূপান্তরিত হইয়াছে। শেষোক্ত অনুমান গ্রহনীয় নহে, কারণ অদ্যাপি কোনও বৌদ্ধমূর্ত্তি বা বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত ভাস্কর্য্য নিদর্শন লিঙ্গরাজ মন্দিরে আবিষ্কৃত হয় নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই মন্দিরের গঠন বৈশিষ্ট্য ও স্থাপত্যরীতি যে শিল্পোৎকর্ষের পরিচায়ক, তাহা অত প্রাচীনযুগে সম্ভবে না। বস্তুতঃ নির্ম্মাণ প্রণালী হইতেই ভাস্করেশ্বর প্রভৃতি মন্দির লিঙ্গরাজ মন্দির অপেক্ষা প্রাচীনতর তাহা সহজেই অনুমিত হয়। শ্রীযুক্ত হেভেল বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী সুপ্রাচীন দেবায়তন আচ্ছাদন করিয়া তাহারই উপরে পরবর্ত্তী কালে বর্ত্তমান লিঙ্গরাজ মন্দিরের শিখরাংশ বিনির্ম্মিত হওয়া অসম্ভব নহে। মন্দিরে যাঁহাদিগের প্রবেশাধিকার আছে এবং যাঁহারা গর্ভগৃহে প্রবেশ করিয়া

দেবদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা একথার সমর্থন করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। শিখর অপেক্ষা অন্য কোন প্রাচীনতর দেবগৃহ যে লিঙ্গরাজ মন্দির প্রাঙ্গনে অবস্থিত নাই একথা আমরা বলিতেছি না। একটী সুপ্রাচীন শিবমন্দিরের গৃহকুট্টিম মন্দির প্রাঙ্গনের নিম্নে অবস্থিত এবং তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটী যে প্রাঙ্গন হইতে প্রায় সাড়ে পাঁচ ফিট্ নীচে বিদ্যমান, একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে (৭)। সুতরাং শ্রীযুক্ত হেভেলের অনুমানের এইটুকু মাত্র মানিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বেও এই স্থানের সান্নিধ্যে প্রাচীনতর দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল।

শ্রীযুক্ত হেভেল অন্য একস্থলে বলিয়াছেন যে, মন্দির নাগরিকগণ কর্ত্তৃক সভাস্থলীরূপে ব্যবহৃত হইত এবং তথায় পৌর ও জানপদসমস্যা বিষয়ক তর্কবিতর্ক মীমাংসিত হইত। আবার আবশ্যকমত নৃপতিগণ উহার কোন অংশ দরবারগৃহরূপেও ব্যবহার করিতেন। উড়িষ্যার দেবমন্দিরে রাষ্ট্রনৈতিক অনুশাসনলিপি ক্ষোদিত হইত ইহা অস্বীকার করা যায় না (৮)। আজিকালিকার দিনে যেরূপ সরকারী কার্য্যালয়ের বিজ্ঞাপনপটে বহুবিধ রাজাদেশ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনী সাধারণ্যে প্রচারার্থ সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়, এই লেখগুলিও ঐ প্রকার উদ্দেশ্যেই মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ করা হইত। ইহা হইতে মন্দিরমধ্যেই যে রাজসভার অধিবেশন হইত, এ অনুমান সমর্থিত হইতে পারে না। লিঙ্গরাজ মন্দিরগাত্রস্থ রাজা কপিলেশ্বর দেবের লিপিতে দেখা যায় যে, রাজা 'পূজাবকাশে' রাজগুরু ও অনেক মহাপাত্রের সম্মুখে যে আদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই উৎকীর্ণ করা হইয়াছে

(৭) ভুবনেশ্বরের কথা, পৃঃ ৬৭।

(৮) ভুবনেশ্বরের কথা, পৃঃ ৪৬, পুরীর কথা পৃঃ ১৫০-১৫১।

মন্দির মধ্যে যে রাজসভার অধিবেশন হইয়াছিল, লিপি হইতে ইহার কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না (৯)। উড়িষ্যার মন্দির সংলগ্ন মণ্ডপগুলি দেবদর্শন ও দেবসেবার সৌকর্য্যার্থেই নির্ম্মিত হইত। ইহার অপর কোন উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে মন্দির-মধ্যে কথকগণ যে কথকতা করিতেন ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতেন তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। লিঙ্গরাজমন্দিরের ভোগমণ্ডপটী যে কথকতা ও ভাগবতাদি পাঠের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা আমরা যথাস্থানেই উল্লেখ করিয়াছি। (১০)

সাঞ্চী ও উড়িষ্যার ভাস্কর্য্য নিদর্শনে শিল্পধারার সাদৃশ্য।

পৃঃ ১১৭, ভুবনেশ্বরের কথা।

উড়িষ্যার শিল্পকলা প্রসঙ্গে মাথুর (মথুরা প্রদেশের) ভাস্কর্য্যের আলোচনাকালে, আমরা সাঞ্চী ও বরাহতের মৌলিক ও অবিমিশ্র ভারতীয় শিল্পধারা হইতে তত্রস্থ গঠনশিল্পে শক্তি সঞ্চারিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছি বটে কিন্তু উড়িষ্যার শিল্পের সহিত উহার যে কি সম্পর্ক সে সম্বন্ধে কোনও বিশেষজ্ঞের মত ব্যক্ত করিবার অবসর পাই নাই। ভৌতিক জীবনে যেরূপ বিবিধ পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয় শিল্পেরও সেইরূপ আকারগত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। একই আকৃতিতে উদ্বর্ত্তনের শেষ হয় না পরন্তু জীবধারার বিভিন্নস্তরে উহা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়; প্রকৃত শিল্পও সেইরূপ অতীতের সহিত একে-

(৯) ভুবনেশ্বরের কথা, পৃঃ ৩০।
(১০) ভুবনেশ্বরের কথা, পৃঃ ৩৯।

বারে সম্পর্ক-বিহীন নহে—উহা ঐতিহাসিক ও ধারাবাহিক পৌর্ব্বা-পর্য্য রক্ষা করিয়া আকারগত বিভিন্নতা লাভ করে মাত্র। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত হেভেল কোনারকের সূর্য্যমূর্ত্তির সহিত সাঞ্চীতে প্রাপ্ত একটি শীর্ষবিহীন বোধিসত্ত্বমূর্ত্তির তুলনা করিয়া বলিয়াছেন (১)। "উভয়মূর্ত্তিই ভারতীয়শিল্প রীতিপরম্পরার অপূর্ব্ব অবিচ্ছিন্নতার (continuity) পরিচায়ক। যদিও মূর্ত্তি দুইটার নির্ম্মাণকালের মধ্যে অন্ততঃ নয়শতাব্দীর ব্যবধান রহিয়াছে তথাপি উভয়ের এরূপ পরিপাট্য-সাদৃশ্য যে উভয়ই একই যুগের একই শিল্পমন্ত্রে দীক্ষিত শিল্পী কর্তৃক বিনির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। যেটুকু বৈলক্ষণ্য তাহা কেবল মূরত দুইটার ভঙ্গীতে! সূর্য্যমূর্ত্তির ব্যগ্র কর্ম্মনিরত ভঙ্গিটি ধৃতনভোমণ্ডল শ্রীকৃষ্ণের দণ্ডায়মান ভঙ্গির সহিতই তুলনীয়—নিখিল জগতের ধর্ম্মনীতি-শিক্ষয়িতা বুদ্ধদেবের সে গভীর স্থৈর্য্য ইহাতে নাই।"

ভারতীয় শিল্পবিষয়ে শ্রীযুক্ত হেভেল মহোদয়ের মত উপেক্ষণীয় নহে তাই আমরা তাঁহার এ উক্তি সাদরে উল্লেখ করিলাম।

পরশুরামেশ্বর মন্দিরের শিলালিপি।

পৃঃ ২১, ভুবনেশ্বরের কথা।

Report on an inscription received from Gurudas Sarkar.

1. I have not been able to read all the letters from the single facsimile. It is necessary that a better estampage should be taken.

2. The inscription contains four lines of writing. The characters belong to the class of alphabets used in the records of the Somavamsi

(১) A Handbook of Indian Art, p. 158 et seq. Plate LVI. B.

Kings of Katak. They have a striking resemblance to those of the Vakratentali charter of Mahabhavagupta I. published with a facsimile by Mr. B. C. Mazumdar in Ep. Ind. Vol. XI. pp. 93 ff. I believe our record is a little earlier than the last and as the Somavamsi Kings of Katak have been referred by Fleet to the eleventh century A.D. (Ep. Ind. Vol. III, p.333), it may be referred to the tenth.

3. Although I have not been able to read with certainty all the letters in the record, I have no doubt about its general purport. It records the endowment of two *Naivedya-athakam* by one Rasheswar with the object of benefitting thereby an ascetic Brahmana ; it concludes with imprecations against any one who would stop the payment as directed.

4. I may offer the following tentative reading of the record.

L 1. ওঁ শ্রীমৎ প্র × পূজা (মণ্ড) পে। রাসেশ্বর ভট্টকোর

L 2. প্রভৃতি কালে (।) চিত্তং নৈবেদ্য আঢকং কৃতবান্ তপস্বি

L 3. ব্রা (হ্ম ণ্যা) ঢক দ্বয়ং দাতব্যং যঃ × × × ন দাস্য

তি (স্কে) ত্র

L h. পালঃ স মহাপাতকেন সহ সংবধ্যাতেব।

R. C. Majumdar

18-1-20.

ভুবনেশ্বরের কথা।

নাম ও বিষয়-সূচী (Index)

অগিসল ১১১

অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৩২, ৩৪, ১২৯, ১৩১, ১৩৬

অনন্তকেশরী ৪০

অনন্তবাসুদেব ৫১, ৮৩

অনিয়ঙ্ক ভীম বা অনঙ্গ ভীম ৪৫, ৮১, ১০৬

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০

অভ্যঙ্গ ১০৩

অমরাবতী ১০৩, ১৮

অলস নায়িকা ১৩১

অলাবুকেশরী ৪০, ৪২

অশোক (সম্রাট) ১৪৪

অশোকাষ্টমী ৫১

অষ্ট দিক্‌পাল ৯

অষ্ট সখী ৯

আর্ণট্‌, এম্‌, এইচ্‌ ১৯, ৪০

আনন্দকুমার স্বামী (ডাঃ) ১২৭

আমলা শিলা ৫৪, ৫৫

আর্য্যাবর্ত্ত স্থাপত্যপদ্ধতি ২১,২৫

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৪০

ইন্দ্র ৯

ইস্‌মাইল গাজী ৩৮

উইক্লার ১১৫

উজ্জ্বল নীলমণি ৯

উড্‌বার্ণ, সার জন্‌

উদয়ন কবি ১০৬

উদ্যোতক কেশরী ৪২, ৪৩

একাম্রকানন, একাম্রক্ষেত্র ৬১, ৮৫

একাম্রপুরাণ ৪, ৭৩, ৮০

একাম্রতীর্থ ৩, ৫৭, ৫৮

একাম্রনাথ স্বামী ৫৭

এছুয়ার শাভান ১৩৮

"এমার মঠ" ১৩৫

এরস্কিন্‌ ৩২

এস্‌, কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার ২৩

ওঙ্কার স্তম্ভ ১২২

ওল্ডফিল্ড ১৪৪

ঔরংজেব ৪২

কঙ্কালসার মূর্ত্তি ১৮

কর্ণকেশরী ৪২

কন্যা কুমারিকা ১২২

কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট ৮১

কপিলসংহিতা ৩৪, ৬০, ৭৩, ৭৪, ৭৮, ৮৩, ৮৪, ৮৫

কপিলেশ্বর দেব ৪৬, ৪৯
কর্পূর মঞ্জরী ১১৬
কর্পূরী ৫৫
কমল কেশরী ৪৯
কলস ৫৬, ৫৭
কলিঙ্গনগরী ৩৮
কাঞ্চী ৫৭
কার্ত্তিক ১১, ৬৪
কানিংহাম, মেজর জেনারল ৪১, ৪৩
কামসূত্র ২০
কার্লি ১৩২
কালিদাস রায় ৭৯
কাশীপ্রসাদ জৈশবাল ৫৬
কিটো, মেজর ১০০
কীর্ত্তিমুখ ৩২, ৩৩, ৯১, ১৩৪, ১৩৭
কীলহর্ণ (অধ্যাপক) ৯৯
কুমারস্বামী, ডাঃ আনন্দ ১২৭
কুলতুঙ্গ চোল দেব ১৪২, ১৪৩
কেদার গৌরী ১৬, ১৪৪
কেদারেশ্বর ১৯
কেশরী বর্ম্মণ ১৪২
কোক্কা ১৩৭
কোলাবতী ৪২, ৪৩
ক্লোরাইট হার ৪৭
কৃত্তিবাস ৫৯
ক্ষেমঙ্কর দেব ১৪৬
ক্ষোদিত লিপি ৪৫
খাপড়ী ৫৫
খামবাবা ১১১
খুরপৃষ্ঠ ৮৯
গজসিংহ ৫৪
গঙ্গাকেশরী ৬১
গণপতি ১৩৭, ১৩৮
গণপতি সরকার ১৪৪
গণেশ ৬৪, ৬৫
গন্ধবতী ৪
গুস্তাভ লে বঁ ১৯, ৮৭, ১১৩, ১১৪, ১১৮, ১১৯
গুড়িয়া ১১৫
গুণ্ডিচাগৃহ ৩৪
গেইট, সার্ এডোয়ার্ড ১৪৬
গেয়া ১২৭
গোপালচন্দ্র আচার্য্য ৪৫
গোপালিনী ৫৭, ৫৯
গোপালিনী মন্দির ৬৩
গোপীনাথ রাও ৫৭, ৬৭
গোবিন্দদাসের করচা ৭৬
গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৯, ১১২
গ্রাণওয়েডেল ৬৫
গ্রীক শিল্প ১১৭
চন্দ্রশেখর ৫০, ৫২
চন্দ্রিকা দেবী ৮১
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫
চারুমতী ৬৫, ১৪৫
চালুক্য স্থাপত্যপ্রণালী ২৩

চিত্রকর্ণী ৭
চুণিলাল বসু, রায় বাহাদুর ৩৮, ৬২
চুলকোক ১৩০
চৈতন্যচরিতম্ ৫
চৈতন্যভাগবত ৩৮, ৭৬
চৈতন্যমঙ্গল ৫
জননী ও শিশু ১২
জয়াপীড় ৬৩
জেনারেল ষ্টুয়ার্ট ১০০
জুভো ডুব্রেই, জে ১১৮
তরু ও তরুণী ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৮
তলপৃষ্ঠ ৮৯
তাঞ্জোর ২৪
তারিণীচরণ রথ ৫৬
তিরুমলম্বা ১২
দর্পণধারিণী মূর্ত্তি ১২৮
দমনভঞ্জিকা ৫১
দিক্‌পাল ১০, ১১
দিক্‌পতিনিয়োগঃ ১০
দেউল ৮৯
দে মুসে ২
দৈবজ্ঞ . রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ১১২
দেবদাসী ৪৮, ৯৪
দেবীহ্রদ ৬১
ধরণীকান্ত লাহিড়ী ৬৩
ধৌলি ১০২
নটীলতা ১৩৩
নরাম্ সিন ১১৫
নগেন্দ্রনাথ বসু ৬৩
নাচ্‌না কুঠারা ২৬
নাটুয়া পিলা ৪৮
নমুচি ৬৭
নারীলতা ১২৬
নিনেভে ১৪, ২৫, ৬৮
নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ৪০
নেউলপুর তাম্রলিপি ১৪৩
নৃসিংহদেব ৮৭
পত্রলতা ১৩৩
পদ্ম ৪
পরশুরামেশ্বর ১৮, ২০, ২৭, ৫১, ৬৯, ৭১, ১০৫
পরশুরামেশ্বর লিপি ৩৯, ১৫০
পাদহরা ৬০, ৬১
পাপনাশিনী ৭, ৫০
পার্ব্বতীমূর্ত্তি ১১
পার্সিপলিস্ ১৩২
প্রাবরণোৎসব ৫২
পীড় দেউল ২৪, ৮৯
পুরী কুষণ মুদ্রা ১১১
পুরুষোত্তম দেব ৪৫
ফার্গুসন ২২, ২৭
ফিরোজ সাহ ৩৮
ফ্লিট, ডাক্তার ৪১
ফুললতা ৯২, ১৩০

ফুসে, আচার্য্য ৬৫
ফোগেল, আচার্য্য ১২৪, ১২৫, ১৩১, ১৩২
বক্তিয়ার খিলজি ৪২
বর ভূধর ১২২
বড় বাঁধি ৭১
বড় দেউল ৭১
বড় দাণ্ড ৫২
বরদাপ্রসন্ন সোম ৬৬
বরদ মুদ্রা ৯৪
বরুণেশ্বর ৭
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩১, ৫২, ১০৮
বাকট্রিয়া ১২৭
বাগুড়ী ৯৭
বাচস্পতি মিশ্র ৯৫, ৯৯
বার্ণেই, এল, ডি ২১
বাদাওনি ৩৮
বানারস ৩৮
বালগঙ্গাধর তিলক ৬৭
বাল-বলস্তী ভুজঙ্গ ৯৫, ৯৬, ১০৪, ১০৫
ব্যাবিলন ৬৮
বিজয়চন্দ্র মজুমদার ১৪৩, ১৫১
বিনায়ক ৬৫, ১০৮
বিন্দুসাগর ৬, ৭৩, ৭৮, ৮৩
বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য্য ৯৮
বিষ্ণু, আচার্য্য ১০৬
বিষ্ণুবর্দ্ধন (হৈশলেশ্বর) ২৩
বিসি বেহারা ৪৫
বুনিয়া নাজিয়ো ১৪৬
বুধ ১০৩
বুদ্ধাবতংসক সূত্র ৪২, ১৪৬
বেশ নগর ১১১
বেলুড় মন্দির ২৩
বৈতাল দেউল ১৯
বৌদ্ধ চৈত্য ৩৫
ব্রহ্মপুরাণ ৩, ৮৪, ৮৫, ১৪০
ব্রহ্মেশ্বর ১৯, ৬৯, ১৩৫
ব্রহ্ (ডাক্তার) ৭, ৬৯
ভগবতী ৫৩, ১১৮
ভবদেব ভট্ট ৮২, ৮৬, ৮৭, ৯৩, ৯৮, ১০০
"ভাজ" গুহা ২৭
ভারহুত ১২৪, ১০০
ভাস্করেশ্বর মন্দির ৫০, ৮৫, ১৩৫
ভিন্সেণ্টস্মিথ ২০, ২১, ২৭, ৫৩, ১১৪
"ভো" ৩২
মৎস্যপুরাণ ৩
মনিকর্ণিকা ৩
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (এম্, গাঙ্গুলী) ৮, ১০, ২০, ৩৫, ৪৮, ৮৬, ৯৩, ১০১, ১০২, ১৩৩
মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ২০, ৪৫, ৮৯, ৯২, ৯৩, ৯৫, ৯৯, ১০০
মল্লেশ্বর মন্দির ১৩৩
মরিস ম্যাক্স ১১৩

মহাবলীপুর ২৪
মহাভব গুপ্ত ৪১
মহাশিব গুপ্ত ৪১
মাতৃমূর্ত্তি ১৩
মাদলপঞ্জী ৩৮, ৪০
মানসার শিল্পশাস্ত্র ১১, ৮৭
মালবিকাগ্নিমিত্র ১২৫
মার্শাল, সার জন্ ৬৮, ১৩৫
মায়া ১২৭
মায়াদেবী ১২৩
মিথুনমূর্ত্তি ৩১, ৯৪
মুক্তেশ্বর ১৫, ২৬, ২৭, ৬৯, ৭১, ১৩৫
মুরারী গুপ্তের করচা ৭৭
মেঘেশ্বর দেব ৬৪, ৮৭, ১০৬
মৈত্রেশ্বর ৭
যতীন্দ্রমোহন সিংহ ৪৮
যদুনাথ সরকার ৩৭
যযাতি কেশরী ৩৯, ৪১
"যবন" শব্দ ৩৯
যজ্ঞেশ্বরমন্দির ৫০, ৫১
য়ূনানী শিল্প ১১৬
রক্তবাহু ৪২
রণকেশরী ৪৩
রথ ২৪, ৫১
রথাঙ্গ ১০৩
রমেশচন্দ্র মজুমদার ২১, ৯৮, ১৫১
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৬
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩, ৩৮, ৮৭, ৯৭, ১০১, ১৪৬
রাজতরঙ্গিণী ৬৩
রাজরাণী মন্দির ১৯,২৭,৬৯,১৩৫
রাজরাণিয়া ২৮
রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ৫
রাজেন্দ্র চোল ১৪২
রাজেন্দ্রলাল মিত্র (রাজা) ১৪, ১৫, ১৮, ২৯, ৩৫, ৪১, ৬৯, ৭১, ৮৯, ৯৩, ৯৪, ৯৯, ১০১, ১০৮
রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর (সার) ২৪
রামচরিত ৯৭
রমাপ্রসাদ চন্দ ৯৩, ১০০
রামভদ্রাম্বা ১২
রাম সীতা ১৭
রামেশ্বর ১২২
রিভিওয়া, সি, টি, ২৫
লর্ড রোণাল্ডশে ১১৯
ললাটেন্দু কেশরী ৮, ৪০
লক্ষ্মীনারায়ণ ৬৬
লক্ষ্মীনৃসিংহ ৬৬
লিওগ্রিফ ৬৮
লে বঁ (ডাঃ) ১৯, ৮৭, ১১৩, ১১৪, ১১৮, ১১৯
লেয়ার্ড ২৫
লোকপাল ১০, ১১
লোকেশ্বর শতকম্ ৬৩

শিব ৪
শিবপুরাণ ৮৩
শিবকর দেব ১৪৬
শিবায়ন ৫৮, ৫৯, ৬০, ৭৫
শিক্ষাদানচিত্র ১২১
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ ৫
শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) ১, ৭৬, ৭৭, ৭৮
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্, শ্রীমন্ মুরারী গুপ্ত প্রণীত ২
শ্রীধরাচার্য্য ৯৮
শ্রীনগর ৩৫
শুচীন্দ্র মন্দির ১২২
শুভকর কেশরী ৪৩, ১৪৩
শুভকর দেব ১৪৬
ষ্টার্লিং ১৯, ৩২
সপ্ততাল ১২২
সমুদ্রগুপ্ত ১০৮
সহস্রলিঙ্গসরোবর ৭০
সাজোকা ১০৩
৺সারদাচরণ মিত্র ৪
সাক্ষী ১৩, ১৮, ১২৪
সিঙ্গল গ্রাম ১০৩
সিদ্ধেশ্বর ১৯, ১৩৫
সিম্পসন্ ২২
সিলভ্যাঁ লেভী, আচার্য্য ১৪৫
সুদর্শনা যক্ষিণী ১৩০
সূর্য্য কেশরী ৪০
সুরমা দেবী ১০৫
সুব্রহ্মণ্য ৬৪
সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩
স্কন্দ পুরাণ ৩২, ৩৪
স্বপ্নেশ্বর ৮৭
হনুমন্ত লতা ৯২, ১৩৪
হরনন্দন পাণ্ডে ২১
হরপার্ব্বতীর বিবাহ ১৭
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৪২, ৯৭, ৯৯
হরিবর্ম্ম দেব ৯৬
হস্তিনী ভিট্ট ৯৫, ১০৩
হাণ্টার সার্ ডব্লিউ ডব্লিউ ১১৫, ১১৬
হেভেল ই, বি ১১, ২৪, ২৫, ৭৫, ১১০, ১১৩, ১২৩, ১২৬, ১৩৫, ১৩৬, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮
হেরম্ব ৬৩
হেলিওদোর ১১১, ১১২।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	ফুটনোট	রামায়ণ	রাম নারায়ণ
১০	„	Actes des XIV congres	Actes du XIVe congres
১৫	„	Ant. Orlso,	Ant. Oriss.
১৭	১৭	খৃষ্টব্দের	খৃষ্টাব্দের
১৯	৫	de L' inde	de l'Inde
২০	১২	ত্রিভুবণেশ্বরের	ত্রিভুবনেশ্বরের
৪২	১৬	খৃঃ ৭৯৬	খৃঃ ৭৯৫
৪২	১৮	"বুদ্ধাবতংসক সূত্র"	"মহাবৈপুল্য বুদ্ধাবতংসক সূত্র"
৪৩	ফুটনোট	Mr. Buniya Nanjio's Catalogue,	Mr. Buniyu Nanjio's Catalogue, p. 36.
„	২	(after "p. 196")	J. B. O. R. S. Vol. III, p. 325.
৬৫	৪, ৫	খৃঃ ৩য় শতাব্দীতে	খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে
„	ফুটনোট ৩	Oldfieid's Nepal Vol. II, p. 98.	Oldfield's Nepal Vol. II. p. 198.
৮০	১৩	অধ্যয়	অধ্যায়
৮৩	১	ভূবনেশ্বরের	ভুবনেশ্বরের
৯১	১৩	পদ্মাসনো	পদ্মাসনে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯১	২১	আশীর্ব্বাদ মুদ্রায়	বরদ মুদ্রায়
৯৬	৩	২। রত্নাথ	২। রথাঙ্গ
৯৬	৬	৫। শ্রীআদিদেব সরস্বতী	৫। শ্রীআদিদেব-দেবকী
৯৬	৭	৬। গোবর্দ্ধন-সাঙ্কোকা	৬। সরস্বতী-গোবর্দ্ধন-সাঙ্কোকা
৯৬	১৯	রচিত	রচিত
৯৭	১৬	'বেনের মেয়ে'	"বেণের মেয়ে"
১০৪	১৩	ক্রিয়াকলাপাদি	ক্রিয়াকলাপাদি
১০৯	১০	কনক্স	কনক্স
১১৯	ফুটনোট	Les Monuments de L' Inde	Les Monuments de l' Inde
১২৪	১৫,১৬	La Belle et L Arbre Acoka	La belle et l' arbre Acoka
"	ফুটনোট	de L' Ecole Francaise	de l' Ecole francaise
১২৬	১০	ত্রিজিগডক্তি	জিগডক্তি
১২৭	ফুটনোট	অর্দ্ধেন্দুকুমার	অর্দ্ধেন্দ্রকুমার
১২৯	১৩	"	
১৩৬	১৬	"	
১২৯	১৬	ব্রাহ্মণ্য	ব্রহ্মণ্য
"	ফুটনোট	পরিশিষ্টে	পরিশিষ্ট
১৩৮	"	এড়য়ার্দ	এড়ুয়ার
"	"	Genie des Elephants	Genie des elephants
১৩৯	৩	মহাশয়ের	মহাশয়ের
১৪৭	১৬	"বুদ্ধাবতংসক সূত্র"	"মহাবৈপুল্য বুদ্ধাবতংসক